বিশেষ সংখ্যা

ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

নভেম্বর ২০১৮ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ৩০

স্বচ্ছতা
ধারণা থেকে বাস্তবায়ন

এক জন আন্দোলন
অরুণ জেটলি

পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্নের বাস্তবায়ন
নীতিন গড়করি

পরিচ্ছন্ন ও সুস্থসবল ভারতের লক্ষ্যে সংকল্প
ধর্মেন্দ্র প্রধান

ফোকাস
লক্ষ্য নির্মল রোগব্যাধি মুক্ত গ্রাম
নরেন্দ্র সিং তোমর

বিশেষ নিবন্ধ
স্যানিটেশন বিপ্লব : এক জন আন্দোলন
পরমেশ্বরণ আইয়ার

শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে, স্বচ্ছতার পথে
সুদর্শন আয়েঙ্গার

স্বরাজের সোপান : স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী
ডি. জন চেল্লাদুরাই

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলন

২৯ সেপ্টেম্বর। নয়া দিল্লি। পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রক আয়োজিত 'মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলন'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বই প্রকাশ করছেন রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মন্ত্রী সুশ্রী উমা ভারতী ও প্রতিমন্ত্রী শ্রী রমেশ চন্ডাপ্পা জিগাজিনাগি - সহ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আবাস ও শহর বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী প্রমুখ।

মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন পর্বের সূচনা তথা স্বচ্ছ ভারত মিশনের চার বছর পূরণ উপলক্ষ্যে পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রক নয়া দিল্লিতে 'মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলন' (মহাত্মা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্যানিটেশন কনভেনশন)-এর আয়োজন করে। চার দিন ব্যাপী এই আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলনে ৫৩ জন স্যানিটেশন বিষয়ক ভিন্‌দেশি মন্ত্রী-সহ অংশ নেন ৬৮-টি দেশের ১৬০-এরও বেশি প্রতিনিধি।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে ''১৫০তম জন্মদিনে 'প্রকাশ্যে শৌচকর্ম মুক্ত ভারত' গান্ধীজীর জন্য সেরা উপহার''।

উদ্বোধনী সভার পরবর্তীতে একাধিক আলোচনাসভা চলে একইসঙ্গে। এই সমান্তরাল অধিবেশনগুলিতে আলোচনা হয় কৌশলগত অংশীদারিত্ব, শহরাঞ্চলে স্যানিটেশন ও মল-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, লিঙ্গসাম্য ও অন্তর্ভুক্তি, 'প্রকাশ্যে শৌচকর্ম মুক্ত' সম্প্রদায়ের সুস্থায়ীত্ব বজায় রাখা, স্যানিটেশনে সকলকে শামিল করা এবং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মতো স্যানিটেশন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে।

'মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলন'-এর দ্বিতীয় দিনে স্যানিটেশন বিষয়ক মন্ত্রীবর্গ-সহ ১১৬ জনের বিদেশি প্রতিনিধিদল মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মজীবনের সঙ্গে যুক্ত উল্লেখনীয় পীঠস্থান পরিদর্শন করে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাফল্যের নিদর্শন স্বরূপ, পুনসারি গ্রাম ছিল তাদের সর্বপ্রথম গন্তব্য। এখানকার ৫১০০ জন বাসিন্দার জন্য প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে রয়েছে জলের সংযোগ যুক্ত কার্যকরী শৌচালয়। 'প্রকাশ্যে শৌচকর্ম মুক্ত' ঘোষিত হওয়ার পর থেকে এই গ্রামের একটি পড়ুয়াও স্কুলছুট হয়নি। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ভারতের দুই-কূপ বিশিষ্ট শৌচালয় প্রযুক্তি যার পোশাকি নাম 'ট্যুইন পিট টয়লেট টেকনোলজি'। এটি একটি স্বল্প মূল্যের পরিবেশ বান্ধব ও সহজ-সরল প্রযুক্তি যা গ্রাম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য।

গ্রামের স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ির পাশাপাশি অতিথিরা স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিও ঘুরে দেখেন। তারা লক্ষ্য করেন যে সেখানে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার শূন্য। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের বাড়িতে নির্মিত শৌচালয় নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করেন। আগত প্রতিনিধিরা গ্রামে বৃক্ষরোপণ করেন, ঘুরে দেখেন কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলা অণু-সার কূপ (মাইক্রো কম্পোস্ট পিট) ও নিকাশী-ব্যবস্থা। গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দির পরিসরে ডান্ডি কুটীর পরিদর্শনের পাশাপাশি আহমেদাবাদের সাবরমাতি আশ্রমে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বিদেশি প্রতিনিধিদল।

Website : mgisc.gov.in, Twitter : @SwachhBharat, Facebook : facebook.com/sbmgramin
Social media tags : #SwachhBharat, #MGISC

নভেম্বর, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**
উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**
সম্পাদক : **রমা মন্ডল**
সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**
প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮, এসপ্লানেড ইস্ট,
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- এক জন আন্দোলন — অরুণ জেটলি ৫
- পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্নের বাস্তবায়ন — নীতিন গড়করি ৮
- পরিচ্ছন্ন ও সুস্থসবল ভারতের লক্ষ্যে সংকল্প — ধর্মেন্দ্র প্রধান ১১
- স্বাস্থ্য পরিচর্যায় পরিচ্ছন্নতা যোগ — প্রীতি সুদন ১৫
- লক্ষ্য নারীর উত্থান ও শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ — রাকেশ শ্রীবাস্তব ২০
- শৌচ বিপ্লব : প্রসঙ্গ নগর ভারতের পরিচ্ছন্নতা — দূর্গাশঙ্কর মিশ্র ২৪
- স্যানিটেশন : প্রতি মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিক বিষয় — অক্ষয় রাউত ৩২
- স্বচ্ছ ভারত মিশন বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন — সন্তোষ কুমার ৩৯
- স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত : ধারণা থেকে বাস্তব — অলোক কুমার তিওয়ারী ৪৩

গান্ধীজী ও স্বচ্ছতা

- শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে, স্বচ্ছতার পথে — সুদর্শন আয়েঙ্গার ৪৮
- স্বরাজের সোপান : স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী — ডি. জন চেল্লাদুরাই ৫২

বিশেষ নিবন্ধ

- স্যানিটেশন বিপ্লব : এক জন আন্দোলন — পরমেশ্বরণ আইয়ার ৫৬

ফোকাস

- লক্ষ্য নির্মল রোগব্যাধি মুক্ত গ্রাম — নরেন্দ্র সিং তোমর ৬০

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৬৪
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৬৬
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৬৭
- মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলন — দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

প্রসঙ্গ ''স্বচ্ছতা : জীবনের মূলমন্ত্র''

স্বচ্ছতা বা পরিচ্ছন্নতা সকলের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দাঁত মাজা ও স্নান করা থেকে খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া, পরিচ্ছন্নতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে নোংরা দেখলে পালিয়ে যায়, তাকে অবশ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি হিসাবে তকমা দেওয়া যায় না; যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সে নিজের পরিবেশকেও সাফসুতরো রাখতে পরিশ্রম করে, সময় দেয়। বেশিরভাগ লোকজনই নিজেদের ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন; কিন্তু আশপাশের পরিবেশকে নোংরা করতে দ্বিধা বোধ করেন না। নিজের বাড়ির আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা থেকে রাস্তাঘাটে থুতু ফেলা, অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তির পরিবেশকে কলুষিত করার ক্ষমতা অপরিসীম।

সেই জন্যই জাতির জনক ''স্বচ্ছ হিন্দুস্তান''-এর আহ্বান দেওয়ার সময় 'ঈশ্বরের পরই স্থান পায় পরিচ্ছন্নতা'-র আহ্বান জানান, কারণ মহাত্মা গান্ধীর কাছে পরিচ্ছন্নতা শুধুমাত্র একটি তত্ত্ব নয়, এটি জীবনযাপনের পন্থা তথা জীবনের মূলমন্ত্র স্বরূপ। গান্ধীজী শুধু অন্যদের পরিচ্ছন্নতার বাণী শুনিয়েই থেমে থাকতেন না, নিজেও সেই নীতি অবলম্বন করে চলতেন। কায়িক পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি, তাঁর পরিচ্ছন্নতার তত্ত্বের অন্যতম ও অভিন্ন অঙ্গ আত্মিক পরিচ্ছন্নতা। 'প্রকাশ্যে শৌচকর্ম মুক্ত' ভারতের সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ শরীর এবং মনও তাঁর কাম্য ছিল।

গত কয়েক বছরে ভারতে আর্থিক বিকাশের গতি থিতু হয়েছে। তা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন ক্ষেত্রের বেহাল পরিস্থিতির জেরে ব্যাপক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি লাগাতার হয়েই চলেছে। স্যানিটেশন পরিকাঠামোর খামতি অসুখবিসুখ, মৃত্যু, শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতার মতো রূপ ধরে দেশের সার্বিক উৎপাদনশীলতা ও জনগণের কল্যাণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র এই একটি কারণেই ভারতে ফি বছর মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ৬.৪ শতাংশ হারে ক্ষতি হয়। সেই সমস্যা উপলব্ধি করে ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট লাল কেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর কথা ঘোষণা করেন, যাতে ২০১৯ সালের মধ্যে দেশকে 'প্রকাশ্যে শৌচকর্ম মুক্ত' (ওডিএফ) করে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০-তম জন্মজয়ন্তীতে তাকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা জানানো যায়।

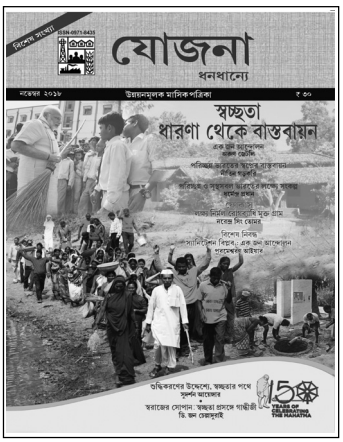

পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক প্রধান নির্বাহী মন্ত্রক হলেও বহুমুখী এই মিশনের সঙ্গে এখন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সকলেই। রাজনৈতিক সদিচ্ছা, নীতি প্রণয়ন ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ফলে স্বচ্ছ ভারতে অভিযান জন আন্দোলনের আকার ধারণ করেছে। ক্রমশ অভ্যাস বদলাতে সাহায্য করছে স্বচ্ছতা পাক্ষিক, মিছিল ও সমাবেশ, গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমের সচেতনতা অভিযান, বিপুল সংখ্যক শৌচালয় নির্মাণ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ'-এর মাধ্যমে নজরদারি ও আবর্জনা-মুক্ত শহরগুলির জন্য বিশেষ তকমা (স্টার রেটিং)। ছাত্র-ছাত্রী, 'স্বচ্ছাগ্রহী', পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা আধিকারিক, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম সকলের কাছে 'স্বচ্ছতাই সেবা'-র বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। শৌচালয় ব্যবহারের প্রচলন বাড়াতে অমিতাভ বচ্চন ও শচীন তেন্ডুলকরের মতো জনপ্রিয় তারকাদের 'স্বচ্ছতা আইকন' হিসেবে এই কর্মকাণ্ডে শামিল করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিজেদের নির্দিষ্ট সমস্যা মেটাতে উঠে পড়ে লেগেছে। এই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে 'কায়াকল্প', 'বিশ্বাস' (স্বাস্থ্য, জল ও স্যানিটেশন ক্ষেত্রে সমন্বয়ের জন্য গ্রামকেন্দ্রিক এক উদ্যোগ), 'বাল স্বচ্ছতা মিশন', শৌচালয় নির্মাণ, অঙ্গনওয়াড়ি ও শিশু পরিচর্যা প্রতিষ্ঠানে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার মতো পদক্ষেপ।

পরিবর্তনের দূত তথা পথিকৃৎ যুবসমাজ। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক পরিচ্ছন্নতাকে যুবাদের মজ্জাগত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে উদ্যোগ নিচ্ছে। সেই একই সূত্রে রেল, পেট্রোলিয়াম, আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক নিজস্ব ট্রেন, স্টেশন, পেট্রোল পাম্প এবং 'স্মার্ট সিটি অ্যান্ড ভিলেজ'-এর বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে জল সরবরাহ, নিরাপদ উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের মতো স্যানিটেশান সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলোর ওপর জোর দিচ্ছে। এই প্রচেষ্টার ফলে পরিচ্ছন্নতাকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পথে ইতোমধ্যেই এই অভিযান বহুলাংশে সফল হয়েছে।❑

এক জন আন্দোলন

অরুণ জেটলি

২০১৪-র স্বাধীনতা দিবস ভাষণে প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছতা অভিযান ঘোষণা করলে, কেউ কেউ মনে করেছিল যে কর্মসূচিটি নিছক প্রচার-সর্বস্ব। কাজের কাজ হবে না তেমন একটা। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে, এই একটি কর্মসূচি দেশের মানুষ সরকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক 'গণ' আন্দোলনে রূপান্তর করেছে। কর্মসূচিটি ঘোষণার সময় গ্রামাঞ্চলের মাত্র ৩৯ শতাংশে ছিল আবর্জনা-নিকাশি ব্যবস্থা। চার বছর পরে, গাঁয়েগঞ্জে স্যানিটেশন-এর বন্দোবস্ত ৩৯ শতাংশ থেকে লাফ দিয়ে বেড়েছে ৯২ শতাংশে।

সরকারি কর্মসূচিগুলির উপর আগে লোকজনের বেশ একটা আনাস্থাই ছিল। এর মোদ্দা কারণ, হয় এসব কর্মসূচির ফায়দা উদ্দীষ্ট মানুষের নাগালে পৌঁছতো না বা এসবের লক্ষ্য অর্জন করা যেত না। অবশ্য ভিন্ন ধাঁচের প্রকল্পও আছে বইকি! স্বচ্ছ ভারত অভিযান নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সফল কর্মসূচি।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান

২০১৪-র স্বাধীনতা দিবস ভাষণে প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছতা অভিযান ঘোষণা করলে, কেউ কেউ মনে করেছিল যে কর্মসূচিটি নিছক প্রচার-সর্বস্ব। কাজের কাজ হবে না তেমন একটা। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে, এই একটি কর্মসূচি দেশের মানুষ সরকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক 'গণ' আন্দোলনে রূপান্তর করেছে। কর্মসূচিটি ঘোষণার সময় গ্রামাঞ্চলের মাত্র ৩৯ শতাংশে ছিল আবর্জনা-নিকাশি ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন ২০১৯-এ মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় ভারত হবে প্রকাশ্যে শৌচকর্মের রেওয়াজহীন দেশ এই প্রতীকীবাদটি খুবই যথার্থ, কেননা গান্ধীজী পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দিতেন। কর্মসূচিটি চালু হওয়ার চার বছর পরে, গাঁয়েগঞ্জে স্যানিটেশন-এর বন্দোবস্ত ৩৯ শতাংশ থেকে লাফ দিয়ে বেড়েছে ৯২ শতাংশে। এই লক্ষ্য অর্জন চাট্টিখানি কথা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের দীর্ঘদিনের কুঅভ্যাসের পরিবর্তন। গোড়ার দিকে গ্রামের বহু মানুষই ছিল অনিচ্ছুক।

কর্মসূচিটিতে গ্রামের মেয়েরা প্রধান ভূমিকা নিতে এগিয়ে আসায় এই 'গণ আন্দোলন' আজ পরিণত হয়েছে 'মহিলা আন্দোলনে'। আমরা সবাই জানি যে মেয়েদের মানইজ্জতের হেফাজতের জন্য দরকার শৌচাগারের আবরু। এই প্রকল্পে নিছক উপকৃতের ভূমিকা ছেড়ে মেয়েরা এখন তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। নজির হিসেবে বলা যায়, এতকাল শৌচাগার বানিয়ে এসেছে ছেলেরা। বহু রাজ্যে ইদানীং গ্রামের হাজার হাজার মহিলা রাজমিস্ত্রির কাজে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সহায়তায়, রাজ্যকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রীতি বর্জিত বলে ঘোষিত হতে তারা এক বড়ো শক্তি হয়ে উঠছে। শৌচালয় তৈরি করে বাড়িতে দু'পয়সা বাড়তি আয়েরও ব্যবস্থা করছে তারা।

শৌচাগার ব্যবহারের স্বাস্থ্যসম্মত বিধি এক রোগ প্রতিরোধ স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্পও

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ২০১৯-এ মহাত্মা গান্ধীর ১৫০-তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় ভারত হবে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজ বর্জিত দেশ। এই প্রতীকীবাদটি খুবই যথার্থ, কেননা গান্ধীজী পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দিতেন।

[লেখক কেন্দ্রীয় অর্থ ও কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রী। ই-মেল : fmo@nic.in]

পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)

পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে এক কদম

মিশনের অগ্রগতি

গ্রাম ভারতের ৯০ শতাংশের বেশি স্যানিটেশনের আওতায় এসেছে; ২০১৪ সালে প্রকল্প শুরু হওয়া ইস্তক তৈরি হয়েছে ৮.২ কোটি শৌচালয়। ৪৩৪-টি জেলা ও ১৯-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের চলন মুক্ত বলে ঘোষিত।

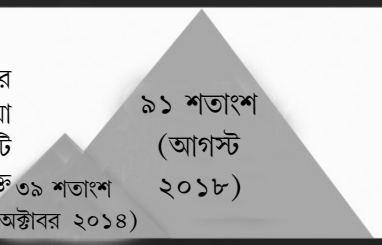

স্যানিটেশনের প্রভাব

আর্থিক ও অর্থনৈতিক

মাঠেঘাটে শৌচকর্ম করার অভ্যাস-মুক্ত গ্রামে চিকিৎসা বাবদ খরচায় রেহাই, সময় সাশ্রয়, প্রাণ রক্ষা পাওয়ার দরুণ পরিবারপিছু বছরে ৫০ হাজারের বেশি টাকা সাশ্রয়।

✶ ইউনিসেফ সমীক্ষা, ২০১৭।

প্রাণ বাঁচানো

স্বচ্ছ ভারত মিশনে স্যানিটেশনে উন্নতির জন্য ২০১৯-এর মধ্যে ৩ লক্ষের বেশি জীবন রক্ষা পেয়েছে।

✶ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সমীক্ষা, ২০১৮

স্বাস্থ্যে প্রভাব

উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বন্ধ না হওয়া অঞ্চলে শিশুদের মধ্যে ডায়ারিয়া ৪৬ শতাংশ বেশি।

✶ বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের স্যানিটেশন স্বাস্থ্য প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা, ২০১৭

নারী-পুরুষ ক্ষমতায় প্রভাব

২০১৭ ও ২০১৮-তে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের প্রতিবেদন

✶ ঘর গেরস্থালি ও বাচ্চাদের দেখভালে মহিলাদের ১০ শতাংশ সময় কম লেগেছে।

✶ কর্মীকুলে মেয়েদের অংশভাক ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি।

২৭ আগস্ট, ২০১৮

বটে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, স্বচ্ছ ভারত মিশন সূত্রে ২০১৯ সালে দেশ প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্মের রীতিমুক্ত হওয়া তক বাঁচাবে তিন লক্ষের বেশি জীবন। ভারতের বহু জায়গায় শৌচালয়কে বলা হয় 'ইজ্জত ঘর'। এই প্রথম জাতীয় অ্যাজেন্ডায় শৌচাগার তৈরি মুখ্য স্থান পেয়েছে। ঠাঁই করে নিয়েছে লোকজনের আলাপ-আলোচনায়। এই প্রকল্প সফল করে তোলার জন্য টাকাকড়ির কোনও অভাব রাখেনি কেন্দ্রীয় সরকার। গ্রামের মানুষ বিশেষত মেয়েদের জীবনের উন্নতিতে এই প্রকল্প অনেক সাহায্য করবে।

গ্রামে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, আবাস যোজনা, শৌচালয়, রান্নার গ্যাস এবং সামান্য দামে খাদ্যশস্য মেলার সুবাদে গরিব বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান ঢের উন্নত হবে। এছাড়া, হাসাপাতালে চিকিৎসা বাবদ বছরে পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকার বিমা ব্যবস্থা, 'আয়ুষ্মান ভারত' পুরোদমে চালু হয়ে গেলে বদলে যাবে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান।

মাসোহারা বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীদের ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা জাতীয় পুষ্টি মিশনের মুখ্য অবলম্বন। এদের সংখ্যা ১২ লক্ষ ৯০ হাজারের মতো। এছাড়া আছে ১১ লক্ষ ৬০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি জোগাড়ে। পারিশ্রমিক বাড়ায় এদের সবার উপকার হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাস মাইনে ৩ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে সাড়ে ৪ হাজার টাকা। যেসব অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ২২৫০ টাকা পেতেন তাদের মিলবে মাসে ৩৫০০ টাকা। অঙ্গনওয়াড়ি জোগাড়েরা পাবেন ২২৫০ টাকা। এখন তাদের মাসিক বেতন ১৫০০ টাকা।

কাজকর্মের নিরিখে এদের ফি মাস উৎসাহ ভাতা (ইনসেনটিভ) দেওয়া হবে যথাক্রমে ৫০০ এবং ২৫০ টাকা। সরকার এর আগে গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী মা এবং চরম অপুষ্টিতে ভোগা বাচ্চাদের খাবার-দাবারের জন্য টাকার বরাদ্দ বাড়িয়েছে অনেকখানি।

মাসোহারা বাড়ানোর জন্য বহুদিন যাবৎ দাবি জানিয়ে আসছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং তাদের জোগাড়েরা। আগেকার সরকারগুলি আপাতদৃষ্টিতে খরচ বাড়ার ভয়ে এই ২৫ লক্ষ কর্মীকে পারিশ্রমিক বাড়াতে অস্বীকার করে এসেছে। বাজেটে টানাটানি সত্ত্বেও, এই সরকার এক ধাপে এসব কর্মীর মাস মাইনে বাড়িয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। কর্মীদের অভাব-অভিযোগ মেটাতে এটা অনেকখানি কাজ করবে।❑

সাফল্য গাথা

তার 'আমার গ্রাম আমার গর্ব' অভিযানে পঞ্জাব প্রথম রাজ্য যে খোলা জায়গায় স্থায়ীভাবে শৌচকর্ম মুক্ত-এর অ্যাপ চালু করতে চলেছে। স্যানিটেশন এবং স্থায়িত্ব সংক্রান্ত দিক থাকবে এই অ্যাপটিতে। এই অ্যাপের বৈশিষ্ট্য :

- প্রকাশ্য স্থানে মলমূত্র ত্যাগ নিয়ে এই অ্যাপে অনলাইন অভিযোগ জানানো যাবে।
- এরপর নালিশকারী সেই অভিযোগ তদন্তের ব্যাপারে কতদূর অগ্রগতি হল তার হদিশ করতে পারবেন।
- কোনও কারণে বাড়িতে শৌচাগার না থাকলে অ্যাপটির মাধ্যমে শৌচালয় তৈরির জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।
- এছাড়া অ্যাপটিতে থাকবে সোশ্যাল মিডিয়া কর্নার এবং স্যানিটেশন গ্যালারি; যেখানে তথ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ বিষয়ক যাবতীয় বিষয় দেখা যাবে।

'আমার গ্রাম আমার গর্ব' অভিযানে বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে মাঠেঘাটে শৌচকর্ম করা নিয়ে সচেতনতা, প্রাতঃকৃত্য, পরিচ্ছন্নতা, মহিলা মহল্লা, কঠিন বর্জ্য পৃথক করা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত আছে। ব্লক, জেলা এবং রাজ্য স্তরে পুরস্কার দেওয়া হবে।

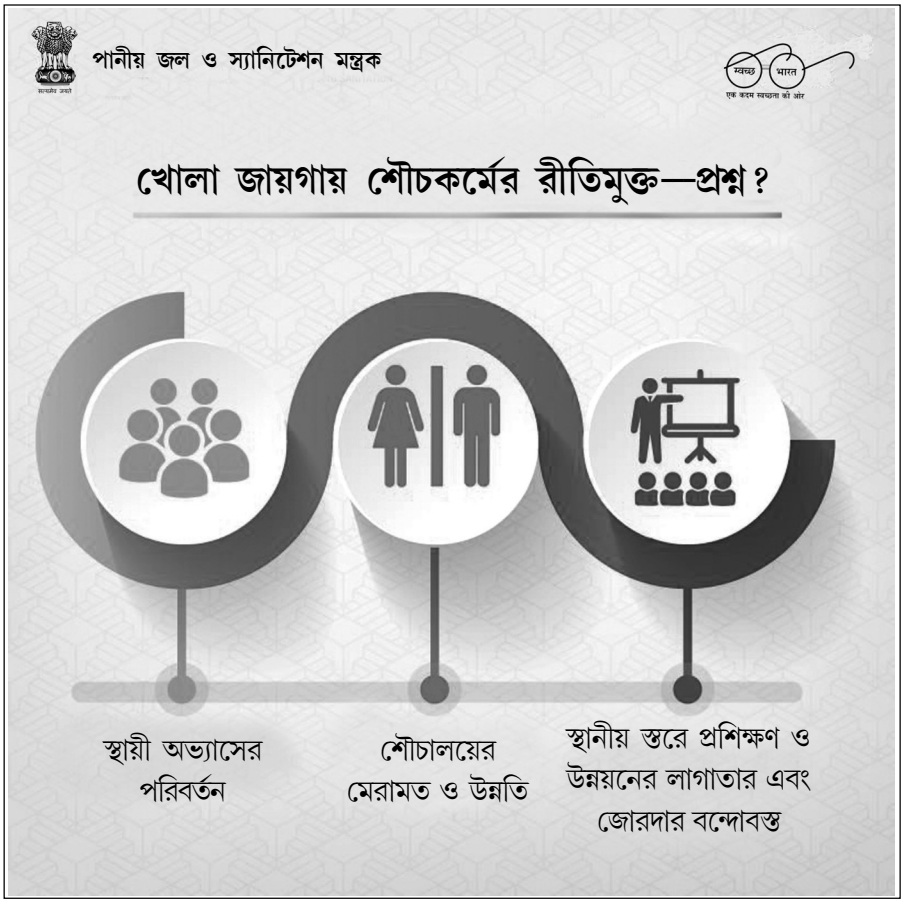

পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্নের বাস্তবায়ন

নীতিন গড়করি

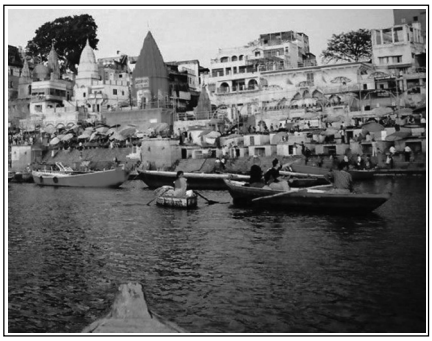

১২৫ কোটি মানুষের জন্য শৌচালয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজটি সত্যিই অত্যন্ত কঠিন ছিল। আরও কষ্টসাধ্য ছিল মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং বদভ্যাসের পরিবর্তন ঘটানো। কিন্তু আমাদের সরকারের অগ্রাধিকারের অন্যতম প্রধান বিষয় হল মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নের পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবিধি-সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রীর 'নতুন ভারত'-এর ধারণার সঙ্গেও এবিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই, গত চার বছর ধরে এই লক্ষ্যে লাগাতার কাজ করে চলেছে আমাদের সরকার।

২০১৪-র দোসরা অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিচ্ছন্ন বা ''স্বচ্ছ'' ভারত গড়ে তোলার জোরদার আহ্বান করেন। তিনি জানতেন কাজটি বেশ কঠিন। সে সময়ে দেশে শৌচালয় পরিকাঠামো ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত। প্রকাশ্যে শৌচকর্মে অভ্যস্ত ছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধারণা ছিল না বললেই চলে। সমাজের ধ্যানধারণায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার গুরুত্বই ছিল না সেভাবে। সুতরাং, ১২৫ কোটি মানুষের জন্য শৌচালয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজটি সত্যিই অত্যন্ত কঠিন ছিল। আরও কষ্টসাধ্য ছিল মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং বদভ্যাসের পরিবর্তন ঘটানো। কিন্তু আমাদের সরকারের অগ্রাধিকারের অন্যতম প্রধান বিষয় হল মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নের পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবিধি- সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রীর 'নতুন ভারত'-এর ধারণার সঙ্গেও এবিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই, গত চার বছর ধরে এই লক্ষ্যে লাগাতার কাজ করে চলেছে আমাদের সরকার। গড়ে তোলা হয়েছে শৌচালয় পরিকাঠামো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রণালী। পরিচ্ছন্নতাকে জীবনচর্চার অঙ্গ করে তুলতে চলেছে বিরামহীন প্রচার।

জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রী হিসেবে আমার কাছে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হল গঙ্গায় বিরামহীন দূষণহীন জলস্রোত ফিরিয়ে আনা—তার 'অবিলতা এবং নির্মলতা'-র পুনঃনিশ্চিতকরণ। আগের সরকারগুলির বিবিধ কর্মসূচি সত্ত্বেও এক্ষেত্রে পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। গঙ্গাদূষণের বহু উৎস রয়েছে। এই নদীর তীরবর্তী ৯৭-টি শহরের ২৯৫ কোটি ৩০ লক্ষ লিটার বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকেই প্রতিদিন এসে মিশে যায় জলধারায়। শহরগুলির বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামো অপর্যাপ্ত—বহুক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিলুপ্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্য বাড়বে আরও, পরিস্থিতি হবে আরও ঘোরালো। এছাড়াও শিল্প ও কৃষিজ বর্জ্য, গ্রাম ও শহরগুলি কঠিন বর্জ্য, উপনদী ও অগুনতি খাল ও নালার দূষিত জল ক্রমাগত এসে পড়ছে গঙ্গায়। কাজেই ভারতের জীবনধারা গঙ্গাকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে এমন পরিকাঠামো, প্রণালী ও রীতিনীতি দরকার যার মাধ্যমে এইসব উৎস থেকে দূষিত বর্জ্য পদার্থ গঙ্গায় এসে পড়া আটকানো যায়। এজন্য কেন্দ্র, রাজ্য ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। আরও দরকার নদী- তীরবর্তী এলাকায় বসবাসরত মানুষের সহায়তা।

[লেখক কেন্দ্রীয় জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রকের এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক, জাহাজ পরিবহন মন্ত্রকের মন্ত্রী, ভারত সরকার। ই-মেল : nitin.gadkari@nic.in]

গঙ্গাকে পরিচ্ছন্ন করে তোলায় আগেকার জমানার উদ্যোগ সেভাবে কাজে না এলেও ২০১৫ সালে শুরু হওয়া বর্তমান সরকারের ‘নমামি গঙ্গে’ কর্মসূচি কিন্তু অনেকটাই সফল হয়েছে বলা যায়। গঙ্গা পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে প্রথম তৈরি হয় আলাদা একটি মন্ত্রক। ২০১৫ সালে সরকারের প্রধান কর্মসূচিগুলির অন্যতম ‘নমামি গঙ্গে’-র সূচনা হয়, ২০ হাজার কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে। এর রূপায়ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় নির্মল গঙ্গা অভিযান বা National Mission for Clean Ganga-কে ২০১৬ সালে আরও ক্ষমতা অর্জন করে ১৯৮৬-র পরিবেশ রক্ষা আইনের আওতায় একটি কর্তৃপক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়। ২০১৭ সালে তৈরি হয় রাজ্য এবং জেলা গঙ্গা কমিটিগুলি।

‘নমামি গঙ্গে’ কর্মসূচিতে ২০১৫-’২০—এই ৫ বছরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। গঙ্গাকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার লক্ষ্যে এপর্যন্ত বরাদ্দগুলির মধ্যে তা সর্বাধিক। কর্মসূচিটির আওতায় মোট ২২ হাজার ২৩৮ কোটি টাকার ২৪০-টি প্রকল্পে ইতোমধ্যেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নিকাশি পরিকাঠামো, ঘাট এবং শ্মশান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, নদী তীরের উন্নয়ন, নদীর জল স্তরের নির্মলতা-বিধান, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, বনসৃজন, গ্রামীণ এলাকার শৌচালয় ব্যবস্থাপত্রের প্রসার-সহ বিভিন্ন উদ্যোগ। ২৪০-টি প্রকল্পের মধ্যে ৬৪-টির কাজ শেষ হয়েছে। কাজ চলছে বাকিগুলির। গঙ্গার মূল জলধারার তীরে চিহ্নিত ৯৭-টি শহরে হিসেব মতো ২০৩৫ সাল নাগাদ দৈনিক ৩৬০৩০ লক্ষ লিটার (3603 million litre per day বা MLD) নিকাশযোগ্য তরল বর্জ্য তৈরি হবে। বর্তমানে এই শহরগুলির বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ (Treatment)-এর ক্ষমতা দৈনিক ১৬৫১ MLD মাত্র। ‘নমামি গঙ্গে’ কর্মসূচির আওতায় এই ক্ষমতা বাড়ানো হবে। ৯৭-টি শহরের মধ্যে দূষণের সবচেয়ে বড়ো ১০-টি উৎস হল হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, ফারুকাবাদ, বারাণসী, পাটনা, ভাগলপুর, কলকাতা, হাওড়া এবং বালি। এই শহরগুলিতে নিকাশি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা (STP—Sewerage Treatment Plants) জোরদার করা হচ্ছে।

বার্ষিক অর্থসংস্থানে মিশ্র পন্থা বা Hybrid Annuity Mode (HAM) এবং এক শহর-এক পরিচালক পদ্ধতির প্রয়োগ করছি আমরা। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট শহরে নতুন এবং পুরোনো—সব নিকাশি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব একটিমাত্র সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ আরও ভালোভাবে

হবে। মথুরায় যে নিকাশি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প চালু হতে চলেছে তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। HAM পদ্ধতিতে সারা শহরে একটি বেসরকারি সংস্থার দায়িত্বে কাজ সম্পন্ন হবে এই প্রকল্পের। সংস্থাটি ৩০ MLD ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন একটি নিকাশি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (STP) তৈরি করবে। ৩৮ MLD ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি পুরোনো বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বেও থাকবে তারা। নতুন-পুরোনো—সবক'টি কেন্দ্রেরই কাজকর্মের দায়িত্ব থাকবে তাদের। মথুরার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের শোধনাগার লিটার প্রতি ৮ টাকা ৭০ পয়সা দরে বর্জ্য জল কিনে পুনর্ব্যবহার করবে। এর ফলে যমুনা নদীর ২ কোটি লিটার জলের সাশ্রয় হবে। এই পরিমাণ জল এতদিন ব্যবহার করত শোধনাগারটি। এবার থেকে তা অন্য কাজে লাগানো যাবে।

গঙ্গার শাখা এবং উপনদীগুলির জন্যও চালু করা হয়েছে ১৬-টি প্রকল্প। এই নদীগুলির মধ্যে রয়েছে যমুনা (হরিয়ানার সোনেপত ও পানিপথ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের মথুরা ও বৃন্দাবন), রামগঙ্গা (উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ), সরযূ (উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা), কোশি (বিহারের নওগাছিয়া)। মোট ৩০২৮ কোটি টাকার এইসব প্রকল্প ১৩৫৯ MLD নিকাশি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে সক্ষম। গঙ্গার শাখা-উপনদীগুলির ওপর ৬৮-টি শহরে খুব শীঘ্রই এধরনের আরও প্রকল্প চালু হতে চলেছে।

'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচির ব্যয়ভারের ১০০ শতাংশ বহন করছে কেন্দ্র। সার্বিক এবং সমন্বয়ভিত্তিক এই কর্মকাণ্ডে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগের সুযোগ রয়েছে। কর্মসূচিতে গঙ্গা এবং তার শাখা-উপনদীগুলিকে নিয়ে আসা হয়েছে একই ছাতার তলায়। এজন্য ৫ বছরের সুনির্দিষ্ট বাজেট তৈরি। ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ১৫ বছরের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও ধরা রয়েছে—যাতে কাজ থেমে না যায় কোনওভাবেই।

গঙ্গাকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার কাজে শামিল হচ্ছে বেসরকারি অনেক সংস্থাও। বাণিজ্যিক সংস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) উদ্যোগের আওতায় তারা ঘাট ও শ্মশান পুনর্নির্মাণ কিংবা তীরবর্তী এলাকায় বনসৃজনের মতো কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে। বনসৃজন, ঘাট পরিষ্কার রাখার মতো কাজগুলিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসছেন সাধারণ মানুষও। এদের বলা হয় গঙ্গা প্রহরী। নদী এবং তীরবর্তী এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে অন্যদের প্রণোদিত করে চলেছেন গঙ্গাপ্রহরীরা।

যতটা কাজ হয়েছে এবং যা হতে চলেছে তার নিরিখে এটা বলা যায় যে ২০১৯-এর মার্চ নাগাদ গঙ্গাকে পরিচ্ছন্ন করার কাজের ৭০-৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে যাবে। ২০২০-র শেষ নাগাদ সম্পূর্ণ নির্মল হয়ে উঠবে এই জলধারা।

আমার দায়িত্বে থাকা অন্য দু'টি মন্ত্রক—সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক এবং জাহাজ পরিবহণ-এও পরিচ্ছন্নতা বা স্বচ্ছতার বিশেষ অগ্রাধিকার রয়েছে। ব্যয়সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহণের প্রসারের লক্ষ্যে জলপথগুলির ব্যবহার বাড়াতে চাইছি আমরা। ১১১-টি জলধারাকে জাতীয় জলপথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলিকে পরিবহণের উপযোগী করে তোলা হবে। এই লক্ষ্যে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র-সহ ১০-টি নদীতে কাজ শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। এছাড়া, পেট্রোল কিংবা ডিজেলের পরিবর্তে পরিবহণ ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে ইথানল, মিথানল, জৈব-ডিজেল, জৈব প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG)-ওর ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি আমি।

সড়ক শুল্ক সংগ্রহ কেন্দ্র বা Toll Plaza-গুলিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা শৌচালয় তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ—National Highways Authority of India। ২০১৯-এর মার্চের মধ্যে দেশের ৩৭২-টি টেলি প্লাজার সবক'টিতেই শৌচালয় তৈরি হয়ে যাবে। এই প্লাজাগুলিতে বর্জ্যপাত্র বা লিটারবিন এবং হোর্ডিং-এ লেখা থাকছে পরিচ্ছন্নতার বার্তা। যাতে মানুষ ওই সব এলাকা নোংরা করা থেকে বিরত থাকেন। সড়ক নির্মাণের সময় তৈরি বর্জ্যের পরিমাণ যাতে কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখছে মন্ত্রক। এই কাজে বরং ফ্লাই অ্যাশ, প্লাস্টিক বা পুরসভার বর্জ্য-কে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাহাজ পরিবহণ মন্ত্রক তাদের আওতায় থাকা ঘরবাড়ি, শৌচালয়ের মেরামতি ও পুনর্নির্মাণ, জাহাজঘাটা এবং গুদাম, ছাউনি পরিচ্ছন্ন করে তুলতে ২২ দফা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। মেরামতযোগ্য নয় অথবা দাবিদার নেই এমন সব জমে থাকা জিনিসপত্র নিলাম করে দেওয়া হচ্ছে। সৌন্দর্যায়নের কাজও চলছে জোরকদমে। পরিচ্ছন্নতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে প্রশিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে কর্মীদের।

পরিবেশবান্ধব বন্দর (Green Ports) গড়ে তোলারও উদ্যোগ নিয়েছে জাহাজ পরিবহণ মন্ত্রক। সম্প্রতি Indian Federation of Green Energy-র কাছ থেকে 'উল্লেখযোগ্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারকারী' বা "Outstanding Renewable Energy User" পুরস্কার পেয়েছে বিশাখাপত্তনম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ওই বন্দরে প্রতি বছর ১.২ MU বিদ্যুৎ লাগে। এর পুরোটাই তৈরি হয় পরিবেশবান্ধব পন্থায়।

এটা বলতেই হয় যে পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগে ইতিবাচক প্রভাব সম্ভব হয়েছে সুসমন্বয়, প্রতিটি স্তরে কেন্দ্র কিংবা রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা, বিভিন্ন অসরকারি সংগঠনের উদ্যোগ এবং সর্বোপরি দেশের মানুষের সনির্বন্ধ প্রয়াসের ফলে। পরিচ্ছন্ন বা স্বচ্ছ ভারতের ধারণা ও ছবি উদ্বুদ্ধ করছে দেশের নাগরিকদের। ২০১৪ সালে যখন ভারতকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন তা ছিল অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। কিন্তু চার বছর পর যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে গর্বিত হতে পারি আমরা। এগোনো গেছে অনেকখানি, যাচ্ছি আরও এগিয়ে।❑

পরিচ্ছন্ন ও সুস্থসবল ভারতের লক্ষ্যে সংকল্প

ধর্মেন্দ্র প্রধান

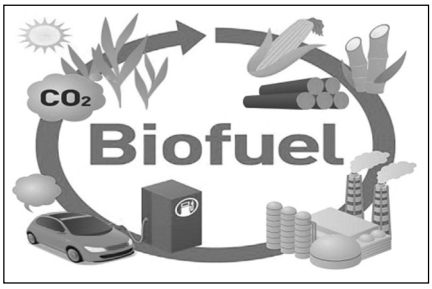

আগে কখনও এত স্বল্প সময়ে একশো কোটিরও বেশি মানুষ এক অভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় এভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেনি। ইতোমধ্যে চার বছর কেটে গেছে এবং স্বপ্ন থেকে পরিবর্তনের এক অদম্য শক্তি হিসাবে উত্তরণ ঘটেছে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের। সর্বজনীন স্বচ্ছতার শিখরে এখনও আমরা পৌঁছতে না পারলেও সারা দেশে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। ২০১৪-র ভারতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় ছিল ৩৮ শতাংশ। ২০১৮-এ তা বেড়ে হয়েছে ৯০ শতাংশ। ৯ কোটিরও বেশি শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এবং সাড়ে চার লক্ষেরও বেশি গ্রামকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন (ODF) বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

২০১৪-র ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী যখন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনা করেন, সম্ভবত ভারতের যে ইতিহাস বর্তমানে লেখা হচ্ছে, তাতে অন্যতম মহৎ সামাজিক উদ্যোগের শুভারম্ভ হয়। আগে কখনও এত স্বল্প সময়ে একশো কোটিরও বেশি মানুষ এক অভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় এভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেনি। ইতোমধ্যে চার বছর কেটে গেছে এবং স্বপ্ন থেকে পরিবর্তনের এক অদম্য শক্তি হিসাবে উত্তরণ ঘটেছে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের। সর্বজনীন স্বচ্ছতার শিখরে এখনও আমরা পৌঁছতে না পারলেও সারা দেশে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। ২০১৪-র ভারতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় ছিল ৩৮ শতাংশ। ২০১৮-এ তা বেড়ে হয়েছে ৯০ শতাংশ। ৯ কোটিরও বেশি শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এবং সাড়ে চার লক্ষেরও বেশি গ্রামকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন (ODF) বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শৌচাগারের সুবিধা, পরিস্রুত পানীয় জল ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের দৌলতে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন উন্নততর জীবনযাপনের সুযোগ পাচ্ছেন, যা তাদের সুস্বাস্থ্যের দিশা দেখাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছে যে, স্বচ্ছ ভারত মিশনের সুবাদে ২০১৪ এবং ২০১৯-এর অক্টোবর—এই সময় পর্বের মধ্যে ৩ লক্ষ মৃত্যু এড়ানো সম্ভব হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এক ব্যক্তিগত **অভ্যাস** থেকে ভারতে আচরণগত পরিবর্তনের অণুঘটক হয়ে উঠেছে পরিচ্ছন্নতা।

ব্যক্তিগতভাবে এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক (MoP&NG) এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যম মন্ত্রক (MoSD&E)-এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে আমি স্বচ্ছ ভারত অভিযানের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বদ্ধপরিকর। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যম মন্ত্রক সোৎসাহে এই মিশনকে সমর্থন জানিয়েছে এবং পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ ভারতের স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে সম্পদ সংহত করেছে। নীতিগত ক্ষেত্রে **দিক্‌চিহ্নের** মতো পরিবর্তনসমূহ এবং দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ উদ্যোগ এক পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও সুস্থ ভারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের জন্য আন্তঃমন্ত্রক কর্মপরিকল্পনা—স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনায়, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক ২০১৭-'১৮-এ ৩৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। ভারত সরকারের মন্ত্রকগুলির মধ্যে এবাবদ বরাদ্দের অঙ্কের নিরিখে চতুর্থ বৃহত্তম বরাদ্দ এসেছে এই মন্ত্রক থেকে। ৪০২ কোটি টাকা ব্যয় করে লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত, ১২০ শতাংশ অর্জন করেছে এই মন্ত্রক।

তৈল ও গ্যাস ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি (CPSEs) এবং তাদের যৌথ উদ্যোগসমূহ (JV) ভারতে বৃহত্তম নিগমগুলির মধ্যে পড়ে। এসব সংস্থা

[লেখক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক তথা দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যম মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : min.png@nic.in]

নিজেদের মূল ব্যবসায়িক কাজকে কেন্দ্র করে এবং কর্পোরেট সামাজিক দায় (CSR)-এর আওতায়, স্যানিটেশন সহায়ক পরিকাঠামো নির্মাণে বিবিধ বহুমুখী প্রকল্পই শুধু হাতে নেয়নি, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এই সামাজিক আন্দোলনে পুরোদস্তুর অংশগ্রহণও রয়েছে তাদের। ২০১৪-র অক্টোবর থেকে এই প্রয়াসে আমাদের অগ্রগতি কতটা, তা জানাতে পেরে আমি বেশ আনন্দ পাচ্ছি। পরিচ্ছন্ন ও সুস্থসবল ভারতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক (MoP&NG) এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যম মন্ত্রক (MoSD&E)-এর কর্মীবাহিনী সদস্যরা যে ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবন ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তারই গাথা এই নিবন্ধ।

রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন কোম্পানিগুলির পেট্রলপাম্প দেশে সবচেয়ে সংহত খুচরো বিপণন ব্যবস্থার অন্যতম। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ এই সব পাম্প থেকে গাড়িতে জ্বালানি ভরেন। আর তাই পেট্রলপাম্পে স্যানিটেশন সংক্রান্ত সুবিধার দৌলতে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করেন, তারা উপকৃত হবেন। তাই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে, সব OMC পাম্পে পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, পরিস্রুত পানীয় জল এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুবিধা দিতে মিশনের আকারে একটি পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। এই নিবন্ধ লেখার সময়, ৫৬,৬০১-টির মধ্যে ৫৫,৭৮৪-টি OMC পেট্রল পাম্পে শৌচাগারের সুবিধা বর্তমান। মহিলাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ২০১৮-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়ক ও রাজ্য মহাসড়কে কার্যকর পেট্রলপাম্পগুলির প্রায় ৯০ শতাংশে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। swachhta@petrol pump app যে প্রযুক্তির সুবিধা দিয়েছে তাতে সারা ভারতে পেট্রলপাম্পগুলিতে চটজলদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার তদারকি করতে সেসম্পর্কে জানাতে এবং তা সুনিশ্চিত করতে ক্রেতা বা উপভোক্তারা সামনের সারিতে রয়েছেন।

ভারত জুড়ে প্রতিটি OMC পেট্রল পাম্পে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক এবং ব্যবহারকারীদের পক্ষে অনুকূল ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয় এমন শৌচাগার যাতে থাকে, সেই কাজ এগিয়ে চলেছে এবং এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা কৃতনিশ্চয়।

হাজার হাজার বছর ধরে, ভারতের মহিলারা রান্নাঘরে চুলা বা উনুনের কারণে অসহায়ভাবে দমবন্ধকর অবস্থায় কাটাতে বাধ্য হন। জ্বালানি কাঠ, কয়লা ও ঘুঁটে জ্বালানোর ফলে যে ধোঁয়া সৃষ্টি হয়, তার ফলে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িঘরে দূষণ ও বৃক্ষ ধ্বংস হওয়া ছাড়াও বিরূপ প্রভাব পড়ে মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর। এতে শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। ওই চুলা বা উনুন মহিলাদের রান্নার কাজেই সর্বক্ষণ আটকে রাখে, তারা জীবিকা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, তাদের সামাজিক সাম্য ব্যাহত হয়। LPG-র (রান্নার গ্যাস) মতো পরিচ্ছন্ন রন্ধন-জ্বালানি ব্যবহারের সামর্থ্য নেই, ভারতে এমন লক্ষ লক্ষ দুর্দশাগ্রস্ত মহিলা ও তাদের পরিবার-বর্গের দুঃখকষ্ট প্রধানমন্ত্রী সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করে Blue Flame Revolution (নীল শিখা বিপ্লব) আনার কাজ শুরু করেছেন। ২০১৬-র পয়লা মে চালু হওয়ার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (PMUY)-র আওতায় ভারতে ৫ কোটি ৫১ লক্ষ LPG সংযোগ দুর্দশাগ্রস্ত এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের সূত্রে এই সব পরিবারে জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন এসেছে, তাতে উৎসাহিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ২০২০ সাল নাগাদ PMUY-এর নতুন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছেন ৮ কোটিতে। পরিবেশের ওপর এর প্রভাব কী, তার মূল্যায়নে একটি বিষয় বিবেচ্য। স্বাধীনতার সময় থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত, ভারতে LPG ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৫৪ শতাংশ। এই নিবন্ধ লেখার সময়, ২০১৮-এ সেই হার দাঁড়িয়েছে ৮৮ শতাংশ।

ভারত অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করার সঙ্গে সঙ্গে, পরিবহণ ক্ষেত্রে পেট্রলিয়াম জ্বালানির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, বায়ুমণ্ডলে দূষণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। প্যারিসে COP 21-এ ভারতের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অঙ্গীকারের সঙ্গে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় সরকার, যানাবহন থেকে দূষিত পদার্থের নির্গমণ কমাতে এবং জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বাড়াতে নীতি সংক্রান্ত কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছে। জ্বালানির উৎকর্ষ এবং Bharat Stage (BS) নামে অভিহিত যানবাহন চলাচল সূত্রে দূষিত পদার্থের নির্গমণ বিষয়ক মানের ক্ষেত্রে ভারত

নিয়ন্ত্রণমূলক পথ অনুসরণ করেছে। ২০১৭-র এপ্রিলে সারা দেশে পেট্রল পাম্পগুলিতে BS IV মান সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর হয়েছে। অধিকন্তু, সরকার BS IV থেকে সরাসরি BS VI জ্বালানি মানে উত্তরণের সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। BS VI মানের জ্বালানি BS IV-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম দূষণ সৃষ্টিকারী এবং তা Euro VI-এর মতো আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তুলনীয়। ২০১৮-র এপ্রিলে দিল্লির পেট্রল পাম্পগুলিতে BS VI চালু করা হয়েছে। ২০২০-র এপ্রিল নাগাদ সারা ভারতে তা চালু হবে।

দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারত যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তাতে করে জৈব জ্বালানি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং এর সম্ভাবনাও প্রচুর। কৃষি অর্থনীতিকে অতিক্রম করে আমরা অনেকটাই এগিয়েছি। তবুও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের সঙ্গে কৃষি এখনও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এইসব মানুষেরা জীবিকার জন্য তাদের খেতের ওপর নির্ভরশীল। দেশের উত্তরভাগের অধিকাংশ মানুষ, কৃষকেরা কৃষিক্ষেত্রের বর্জ্যাবশেষ পুড়িয়ে ফেলায় আকাশ জুড়ে যে ঘন ধোঁয়া সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে পরিচিত। কৃষিবর্জ্য জ্বালানোর ফলে উদ্ভূত পরিবেশ দূষণের মোকাবিলা করতে এবং ভারতীয় কৃষকদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান করতে ভারত সরকার ২০১৮-এ জৈব জ্বালানি বিষয়ক জাতীয় নীতি অনুমোদন করে। এটি একটি দিশা নির্ণায়ক নীতি। কৃষিবর্জ্য থেকে জৈব-ইথানল উৎপাদনে সক্ষম এমন ১২-টি অত্যাধুনিক মানের জৈব শোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে। এপর্যন্ত আমরা পেট্রলে ৪ শতাংশ ইথানল মেশাতে পেরেছি। এর ফলে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণ কমেছে ৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন, আর জ্বালানি আমদানি বাবদ বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে ১৫২ কোটি মার্কিন ডলার। আমাদের লক্ষ্য, পেট্রলে ইথানল মেশানোর পরিমাণ বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা। জৈব

ডিজেলের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সম্ভাব্য ভাণ্ডার হিসাবে, রান্নার তেলকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনাও প্রচুর। এটা জ্বালানির উৎপাদনই শুধু বাড়াবে না, রান্নার তেলের খাদ্যশিল্পের গোত্রে চলে যাওয়াও ঠেকাবে। পেট্রলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক, ২০১৪ সাল থেকে, তার সৌর ও বায়ু শক্তি প্রকল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা দারুণভাবে বাড়ানোর কাজ শুরু করেছে। তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বায়ুশক্তি প্রকল্পগুলি উৎপাদন ক্ষমতা ২০১০-১৪-এ ছিল ২৯৯.৬০ মেগাওয়াট। ২০১৪-'১৮-এ তা বেড়ে হয়েছে ৩৬৯.৮০ মেগাওয়াট। তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সৌরশক্তি প্রকল্পতে উৎপাদন ক্ষমতা ২০১০-'১৪-এ ১৫.৬৩ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ২০১৪-'১৮-এ হয়েছে ৭০.৮৭ মেগাওয়াট।

"ভারতের স্মারক সৌধগুলির মহিমা সূত্রে ভারতের ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। কিন্তু এইসব স্থানে প্রচুর সংখ্যক পর্যটক আগমনের পর যে বিপুল পরিমাণ ময়লা-জঞ্জাল পড়ে থাকে তা আমরা সকলেই দেখেছি। তাই এইসব জায়গা, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসেন, সেখানে পরিচ্ছন্নতার বার্তা প্রচার সবচেয়ে যথার্থ কাজ। সারা দেশে, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন দশটি আদর্শ জায়গাকে চিহ্নিত করে তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এইসব স্থানকে দত্তক নিয়েছে।"

তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি ভারতের সবচেয়ে লাভজনক নিগমগুলির মধ্যে অন্যতম এবং স্বচ্ছ ভারত সংক্রান্ত কাজে তাদের CSR তহবিলের ৩৩ শতাংশ ব্যয় করার সংকল্প নিয়ে, স্বচ্ছ ভারত অভিযানে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। হাজার হাজার মানুষের জীবনে এর স্থায়ী প্রভাব পড়েছে। স্বচ্ছ বিদ্যালয় অভিযান উপ-প্রকল্পে, তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি সারা দেশে ২১ হাজার ৭৫০-টিরও বেশি বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মাণ করেছে। এর ৯৫ শতাংশই গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত এবং ৫ লক্ষেরও বেশি ছাত্রী সেগুলি ব্যবহার করছে। এই সব বিদ্যালয়ে স্কুলছুটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পরিচ্ছন্নতা কীভাবে শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের দরজা খুলে দেয়, এটা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

ভারতের স্মারক সৌধগুলির মহিমা সূত্রে ভারতের ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। কিন্তু এইসব স্থানে প্রচুর সংখ্যক পর্যটক আগমনের

পর যে বিপুল পরিমাণ ময়লা-জঞ্জাল পড়ে থাকে তা আমরা সকলেই দেখেছি। তাই এইসব জায়গা, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসেন, সেখানে পরিচ্ছন্নতার বার্তা প্রচার সবচেয়ে যথার্থ কাজ। সারা দেশে, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন দশটি আদর্শ জায়গাকে চিহ্নিত করে তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এইসব স্থানকে দত্তক নিয়েছে। এগুলি—তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম, তিরুপতি; কামাক্ষ্যা মন্দির, গুয়াহাটি; তাজমহল, আগ্রা; বৈষ্ণো দেবী, কাটরা, জম্মু; মীনাক্ষি মন্দির, মাদুরাই; স্বর্ণমন্দির, অমৃতসর; গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী; গয়া ও কালাডি।

তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি সবচেয়ে উদ্ভাবনী যে ক'টি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, সেগুলির মধ্যে আছে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুরে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের স্থাপন করা রোবোটিক ম্যান হোল ক্লিনার, হাতে করে সাফাই-এর জায়গায় এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ব্যবহৃত স্যানিটারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে গুজরাট ও রাজস্থানের কয়েকটি জায়গায় তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস নিগম বা ONGC-র একটি প্রকল্পে পরিবেশ বান্ধব ইনসিনারেটর বসানো হয়েছে। এতে হাজার হাজার গ্রামীণ মহিলা উপকৃত হচ্ছেন। ONGC আসাম, ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরায় ৩-টি ওয়াটার ATM এবং সৌর RO ওয়াটার পিউরিফায়ার (জল পরিশোধক যন্ত্র) বসিয়েছে। এক লক্ষেরও বেশি মানুষ এগুলি ব্যবহার করছেন। তামিলনাড়ুর আবাদি ও পুনামাল্লিতে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (BPCL) ৩৩-টি মাইক্রো কম্পোস্টিং কেন্দ্র স্থাপন করেছে, যেখানে প্রতিদিন ১৭৪ মেট্রিক টন বর্জ্য পদার্থ থেকে মিশ্রসার তৈরি করা হয়। চারটি রাজ্যে ৫০ হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৩০০ স্কুলে শৌচাগারের সুবিধা করে দেওয়ার কাজে

টাটা ট্রাস্টের সহযোগী হয়েছে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন। দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যম মন্ত্রক, MoSD&E ২০১৮-র জুলাইতে পানীয় জল ও স্বচ্ছতা মন্ত্রকের সঙ্গে একটি সমঝোতার পত্র বা MoU-তে স্বাক্ষর করেছে; এতে Twin-pit বা দিগহ্বর বিশিষ্ট শৌচাগার নির্মাণের জন্য ৫০ হাজারেরও বেশি রাজমিস্ত্রিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। Skill India, agri-residue aggregator বা কৃষি বর্জ্যাবশেষের একত্রীকরণকারী এবং সেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দক্ষতা সংক্রান্ত নানা ধরনের প্রশিক্ষণের রূপরেখা তৈরি করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন, শুধু ভারত সরকারের কর্মসূচি হয়ে না থেকে, পরিস্বচ্ছন্নতা ভারতে মানুষের জীবনচর্যার অন্যতম পদ্ধতি বা উপায় হয়ে উঠুক। 'স্বচ্ছতা পখওয়াড়া' ও 'স্বচ্ছতা হি সেবা' সম্পাদনের মতো উদ্যোগ, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মূল বার্তাটিকে তুলে ধরে ও তাকে উদ্‌যাপনের সুযোগ এনে দেয়। এইসব সুযোগকে গ্রহণ করে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যম মন্ত্রক সার্বজনিক স্থানগুলিতে শ্রমদান এবং অভিনব ওয়াকথন ও সাইক্লোথন র‍্যালির মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে স্বচ্ছতা অভিযানে শামিল করেছে। আমি অত্যন্ত গর্বিত যে ২০১৭-র 'স্বচ্ছ ভারত জাতীয় পুরস্কার'-এ, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক 'স্বচ্ছ ভারত' আন্তঃমন্ত্রক পুরস্কার পেয়েছে। বস্তুত, স্বচ্ছ ভারত মিশন, ব্যাপক সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণে এখন একটি 'জন আন্দোলন'-এ পরিণত হয়েছে এবং গোটা সমাজেই দায়িত্ববোধ সঞ্চারিত করেছে। তবে, এখনও অনেক পথ যেতে হবে। আগামী বছর, ২০১৯-এর ২ অক্টোবর, আমরা মহাত্মা গান্ধীর ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী পালন করব। ১০০ শতাংশ প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন (ODF) ভারত—এই লক্ষ্য অর্জন হবে জাতির জনকের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যম মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে এক স্বচ্ছ, সবুজ, সুস্থ, দৃঢ় ও সমাজের সব অংশ অন্তর্ভুক্ত হবেন এমন ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নিজেদের পরিপূর্ণ ও অক্লান্তভাবে সমর্পণের অঙ্গীকার করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মিশনে সমস্ত শক্তি নিয়ে যোগ দিতে এবং বাপুজীর 'স্বচ্ছ ও সুস্থ' ভারতের স্বপ্ন পূরণ করতে আপনাদের অনুরোধ জানাই।

"যতক্ষণ না তুমি ঝাঁটা ও বালতি তোমার হাতে তুলে নিচ্ছো, ততক্ষণ তুমি তোমার শহর ও মহানগরীগুলিকে পরিচ্ছন্ন করতে পারবে না।" —মহাত্মা গান্ধী

জয় হিন্দ!❑

স্বাস্থ্য পরিচর্যায় পরিচ্ছন্নতা যোগ

প্রীতি সুদন

পরিচ্ছন্নতার অভিযানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বিভিন্ন উদ্যোগ অত্যন্ত ইতিবাচক ও কার্যকরী প্রভাব ফেলেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলির পাশাপাশি অঞ্চল ও গোষ্ঠীভিত্তিক পরিসরেও স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষেবার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলা যায়। কায়াকল্প, স্বচ্ছ স্বস্থ সর্বত্র-র মতো উদ্যোগ শুধুমাত্র যে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলিকে আরও পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে তাই নয়, মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় সচেনতার প্রসারেও অন্যতম সহায়ক হয়ে উঠেছে ওই কেন্দ্রগুলি। স্বাস্থ্য বিষয়ে এই সব উদ্যোগের সুফল সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন মানুষ। বদলাচ্ছে তাদের অভ্যাস।

জীবনযাপন ও কাজের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন এবং মনোরম হোক—এমনটা চান সকলেই। এধরনের পরিমণ্ডলে অসুস্থ কিংবা আহত মানুষ ও তাড়াতাড়ি সেরে ওঠেন। প্রাচীন যুগে শল্যচিকিৎসা হ'ত নদীর ধারে, সকালে। যেখানে পরিশুদ্ধ জল ও নির্মল বাতাস পর্যাপ্ত। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে জনসংখ্যা। এগিয়েছে নগরায়ন। প্রাকৃতিক সম্পদের ভাড়ারেও টান পড়েছে। মানুষের স্বাস্থ্য এবং দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব অবশ্যই নেতিবাচক। LIXIL Group Corporation, Water, Air and Oxford Economics তাদের প্রতিবেদনে বলছে, শৌচালয় পরিষেবার অপ্রতুলতার কারণে ২০১৫ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২২৯০ কেটি ডলার। এই পরিমাণ ২০১০-এ এসংক্রান্ত ক্ষতির ১.২ গুণ। ৫ বছরে এবাবদ অপচয় বেড়েছে ৪০০০ কোটি ডলার।[১]

শৌচালয় ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং স্বাস্থ্য-বিধানের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সমস্যার মোকাবিলায় ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট পরিষেবার সার্বিক উন্নয়নে শুরু হয়েছে নানা উদ্যোগ। ২০১৫ থেকে দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি-কল্পে শৌচালয় ব্যবস্থার প্রসারকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এগোনো হচ্ছে অন্য সব মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে।

২০১৫ সালে শুরু হয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের (MoHFW) 'কায়াকল্প' কর্মসূচি। স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক উন্নয়ন এর লক্ষ্য। এর আওতায় ৩৬-টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সবক'টিতেই কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে বিশেষ উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট মাপকের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির অবস্থা ও কাজকর্মের মূল্যায়ন করে তৈরি হয় তালিকা। প্রতি বছর প্রতিটি স্তরে তালিকার শীর্ষে থাকা কেন্দ্রগুলিকে দেওয়া হয় 'কায়াকল্প সম্মান'। পুরস্কার বাবদ নগদ টাকা ছাড়াও দেওয়া হয় শংসাপত্র। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির পরিচ্ছন্নতা তথা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে কায়াকল্প কর্মসূচি বিশেষ সাফল্যের দাবি রাখে। তা উৎসাহিত করেছে বেসরকারি ক্ষেত্রকেও। সরকারের প্রচেষ্টায় শামিল হতে চায় তারাও। 'কায়াকল্প' কর্মসূচির ধাঁচে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলির মূল্যায়নের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজি হয়েছে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলির স্বীকৃতি প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় পর্ষদ বা National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers (NABH)।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় থাকা গ্রাম স্বাস্থ্য স্যানিটেশন ও পুষ্টি সমিতি (VHSNC) এবং জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় থাকা মহিলা আরোগ্য সমিতিগুলিকেও (MAS) কাজে লাগাচ্ছে

[লেখক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : secyhfw@nic.in]

MoHFW। VHSNC and MAS-কে আরও কার্যকর করে তুলতে অনেক রাজ্যই নিজেদের মতো নানা পন্থা বের করে নিয়েছে। গ্রাম এলাকায় শৌচালয় নির্মাণ এবং তা ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলতে VHSNC-র সঙ্গে কাজ করে চলেছেন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মীরা (Accredited Social Health Activist—ASHA)। শহরাঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় এখন দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলি থেকে ১০-১২ জন মহিলাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে মহিলা আরোগ্য সমিতি। এই সমিতিগুলি শৌচালয় পরিষেবার প্রসার ও ব্যবহার বাড়নো-সহ স্বাস্থ্যবিধানের নানা দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

শৌচালয় ব্যবস্থার উন্নয়নে অন্য মন্ত্রকগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। পানীয় জল ও শৌচালয় মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রক হাতে নিয়েছে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ সর্বত্র বা স্বচ্ছ স্বস্থ সর্বত্র কর্মসূচি। এর উদ্দেশ্য হল স্বচ্ছ ভারত অভিযান (SBM) এবং কায়াকল্প প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়বিধান। যেসব গ্রাম পঞ্চায়েতে কায়াকল্প অভিযানের আওতায় জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র (Public Health Centre—PHC) অথবা অঞ্চল বা গোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Community Health Centre—CHC) রয়েছে সেগুলিকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন (Open Defecation Free—ODF) হয়ে ওঠার লক্ষ্যে টাকা দেওয়া হয় এই উদ্যোগের মাধ্যমে।

বিশ্বাস (VISHWAS) : এক নতুন উদ্যোগ

শৌচালয় ও স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও প্রসারে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (National Health Mission—NHM)-এর আওতায় হাতে নেওয়া হয় এক বছর মেয়াদি প্রকল্প—'স্বাস্থ্য, জল ও শৌচালয় ব্যবস্থাত্রের সমন্বয়ের লক্ষ্যে গ্রামভিত্তিক উদ্যোগ বা Village-based Initiative to Synergise Health Water and Sanitation—VISHWAS। এক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে গ্রাম স্বাস্থ্য স্যানিটেশন ও পুষ্টি সমিতি বা VHSNC-গুলিকে। মূল লক্ষ্য স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আদলে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং পরিশ্রুত জল, শৌচালয় ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে স্থানীয় স্তরে নেতৃত্ব গড়ে তোলা। এই কাজে যে কৌশলগত পন্থাগুলি নেওয়া হয়েছে তা এইরকম :

(ক) স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলির জন্য কায়াকল্প উদ্যোগ : সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং পরিচ্ছন্নতার প্রশ্নে তুল্যমূল্য বিচারের মাধ্যমে পরিষেবার উন্নয়ন এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

প্রকল্পটির আওতায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলি নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয় চিকিৎসা সংক্রান্ত জৈব বর্জ্যের যথাযথ স্থানান্তর, সংক্রমণ প্রতিরোধের ওপর। প্রয়োজনে এই কাজে সহায়তা নেওয়া হয় স্থানীয় অসরকারি সংগঠন বা সমাজসেবী সংস্থাগুলির। কেন্দ্রের ভেতরে এবং বাইরে পরিচ্ছন্নতা কতটা বজায় থাকছে, তা বিচার করা হয় পূর্ব নির্ধারিত নানা মাপকাঠি অনুযায়ী। এরপর আসে তুল্যমূল্য বিচারের পর্যায়। সমধর্মী অন্য কেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে এই মূল্যায়ন হয় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বাইরের পরীক্ষকদের মাধ্যমে। তার ওপর ভিত্তি করে নম্বর দেওয়া হয়। তালিকার শীর্ষে থাকা কেন্দ্রগুলি পায় 'কায়াকল্প সম্মান'। বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। জেলা হাসাপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল বা অঞ্চল ও গোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে (CHC) পুরস্কার দেওয়া হয় রাজ্য স্তরে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি (PHC) পুরস্কার পায় জেলা স্তরে।

পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় নগদ টাকা ও প্রশস্তিপত্র। তাছাড়া, ৭০ শতাংশের বেশি নম্বর পাওয়া সব কেন্দ্রকেই কিছুটা নগদ টাকা ও প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়—যাতে এই প্রতিযোগিতার বিষয়ে উৎসাহ বাড়ে। পুরস্কার বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি ২.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত পেতে পারে। তালিকার শীর্ষে থাকা জেলা হাসপাতালকে ৫০ লক্ষ টাকা, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে (CHC) ১৫ লক্ষ টাকা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ২ করে লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে সবক'টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই প্রতিযোগিতায় শামিল হয়। জেলা হাসপাতাল, আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (CHC), মহকুমা হাসপাতাল (SDH), গ্রাম ও শহরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে মোট ২৮,০০০ কেন্দ্র অংশ নেয় মূল্যায়ন কর্মসূচিতে। পুরস্কৃত হয় ২৯৭০-টি কেন্দ্র। এর মধ্যে ১১-টি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা, ২৮৯-টি জেলা হাসপাতাল, ৭৬০-টি

আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র/মহকুমা হাসপাতাল, ১৭২৯-টি গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১৮১-টি শহরাঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন বা NHM-এর আওতায় এই কায়াকল্প উদ্যোগের রূপায়ণে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সব রকমভাবে সাহায্য করা হয়ে থাকে। পুরস্কার বাবদ প্রদেয় অর্থ, প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, হাসপাতালের উন্নতিসাধন, প্রযুক্তিগত সহায়তা—সবই দিয়ে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয় মূলত সাতটি বিষয়ে ওপর :

(i) হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রক্ষণা-বেক্ষণ
(ii) শৌচালয় ব্যবস্থাপত্র ও পরিচ্ছন্নতা
(iii) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
(iv) সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা
(v) সহায়ক পরিষেবা
(vi) স্বাস্থ্যবিধির প্রসার
(vii) কেন্দ্রীয় সীমানার বাইরে এই বিষয়গুলির প্রতি নজর।

কায়াকল্প উদ্যোগের আওতায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে বিশদে জানা যাবে এখানে : http://www.facebook.com/pages/Kayakalp/586316831510706।

(খ) কায়াকল্প কর্মসূচির সাফল্য : এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলির পরিচ্ছন্নতা অনেক বেড়েছে। স্বাস্থ্যবিধি এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপত্র জোরদার হয়েছে যথেষ্ট। স্বমূল্যায়ন এবং তুল্যমূল্য বহির্মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু হওয়ায় এইসব বিষয়গুলিতে এখন অনেক বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। আন্তঃক্ষেত্রীয় সহযোগিতার মাধ্যমে সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করতে বিশেষ উদ্যোগ চোখে পড়ছে এখন।

পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যসম্মত সর্বত্র

'স্বচ্ছ স্বস্থ সর্বত্র' স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগ। স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনযাপনের বিষয়ে সচেতনতার প্রসার এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও কায়াকল্প-এর

মধ্যে সমন্বয়সাধন এর উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্যগুলি হল :

(i) যেসব গ্রাম পঞ্চায়েতে কায়াকল্প পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে, সেগুলিকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন (ODF) করে তোলা।

(ii) শৌচকর্মহীন ব্লকগুলিকে পরিচ্ছন্ন করে কায়াকল্প সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত করে তুলতে সেখানকার আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে আরও উন্নত করা। এজন্য জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় ১০ লক্ষ টাকা মেলে।

(iii) এইসব আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির প্রতিনিধিদের পানীয় জল, শৌচালয় ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন ব্লকগুলিকে কায়াকল্প মান অনুযায়ী পরিচ্ছন্ন করে তোলা এবং সেখানকার আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে আরও দক্ষ করে তুলতে ১০ লক্ষ টাকা করে অর্থ সাহায্যের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সহায়তাও দেওয়া হয় প্রকল্পটির আওতায়। অন্যদিক থেকে, পঞ্চায়েতগুলিকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন করে তুলতে আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি যথাবিহিত উদ্যোগ নেবে—এমনটাই প্রত্যাশা।

গ্রাম স্বাস্থ্য শৌচালয় ও পুষ্টি সমিতি (VHSNC)

শৌচালয় ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধির প্রসারের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীভিত্তিক উদ্যোগকে সবসময়ই উৎসাহ দেয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। ২০০৫-এ সূচনার পর, জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় প্রতিটি রাজ্যেই গ্রাম স্বাস্থ্য শৌচালয় সমিতি (VHSC) গড়ে তোলা হয়। এগুলি গ্রাম স্তরে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উদ্যোগে গোষ্ঠীভিত্তিক মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। সমিতিগুলিকে প্রতিবছর ১০ হাজার টাকা শর্তহীন সহায়তা (Untied Fund) দেওয়া হয়। VHSC-গুলিই পরে রূপান্তরিত হয় VHSNC—গ্রাম স্বাস্থ্য স্যানিটেশন ও পুষ্টি সমিতিতে।

পুষ্টিবিধানের বিষয়টিকেও সমান গুরুত্ব দিতে এই রূপান্তর। ASHA কর্মীদের সঙ্গে VHSNC-গুলির যৌথ উদ্যোগ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ২০১৩ সালের নির্দেশিকা অনুযায়ী VHSNC-র চেয়ারপার্সন হবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য (আগে এই পদে বসতেন গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রধান বা সরপঞ্চ)। এলাকার মানুষজনকে সংশ্লিষ্ট কাজে আরও বেশি শামিল করতেই এই পদক্ষেপ।

বর্তমানে ৫ লক্ষ ২০ হাজার VHSNC রয়েছে সারা দেশে (লক্ষ্যমাত্রার ৯২ শতাংশ)। ৯৭ শতাংশের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। VHSNC-গুলিকে কার্যকর করে তুলতে রাজ্য স্তরে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ চোখে পড়ছে। ছত্তিশগড়ে ASHA কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এগুলিকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। স্বস্থ গ্রাম পঞ্চায়েত যোজনার অঙ্গীভূত করা হয়েছে এই

সমিতিগুলিকে। তার আওতায় স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের নিরিখে উৎকর্ষের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তালিকা তৈরি করা হয় এবং পুরস্কৃত করা হয়। ওড়িশায় প্রতি ত্রৈমাসিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়োজনে VHSNC-র বৈঠক হয়। তাদের সহায়তা নজরদারির কাছে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেয় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি।

শুধুমাত্র সচেনতার প্রসারেই যে VHSNC-গুলিকে আশাকর্মীরা সহায়তা করেন তাই নয়, শৌচালয় নির্মাণ এবং ব্যবহারে গ্রামীণ মানুষকে আরও উদ্যোগী হতে উদ্বুদ্ধও করেন তারা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং পানীয় জল সরবরাহ মন্ত্রকের যৌথ নির্দেশিকায়, প্রতি শৌচালয় নির্মাণে আশাকর্মীদের ৭৫ টাকা উৎসাহ ভাতা হিসেবে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক তাদের বার্ষিক কর্মসূচিতে প্রতিটি রাজ্যে VHSNC-গুলিকে সহায়তাদানের সংস্থান রেখেছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর, VHSNC-গুলির পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ (ToT) দেওয়া হয় জাতীয় স্তরে। সাম্প্রতিককালে ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে এধরনের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশনের (NUHM) আওতায় মহিলা আরোগ্য সমিতি

NUHM-এও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধির প্রসারে সমান গুরুত্ব রয়েছে। VHSNC-র ধাঁচে শহরাঞ্চলে NUHM-এর আওতায় কাজ করে মহিলা আরোগ্য সমিতিগুলি। প্রতিটি সমিতিতে থাকেন ১২ থেকে ২০ জন মহিলা। তারা মূলত দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের। সমিতিগুলির গঠন ও সদস্যাদের প্রশিক্ষণের দেখভাল হয় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে। VHSNC-র মতো এই সমিতিগুলিও বার্ষিক ভিত্তিতে শর্তহীন আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তার পরিমাণ ৫ হাজার টাকা। বর্তমানে দেশে প্রায় ৭৪ হাজার মহিলা আরোগ্য সমিতি বা MAS রয়েছে। এই ব্যবস্থা প্রসারিত হচ্ছে আরও। MAS-গুলি অনেক পরে গঠিত হলেও, শৌচালয় ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসারে ইতোমধ্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

VISHWAS (Village-based Initiative to Synergise Health, Water and Sanitation)

২০১৭ সালে জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযানের আওতায় শুরু হয় নতুন প্রচারাভিযান—VISHWAS; স্বাস্থ্য, জল ও শৌচালয় পরিষেবার সমন্বয়সাধনের লক্ষ্যে গ্রামভিত্তিক উদ্যোগ অভিযান। নিজের নিজের অঞ্চলে একে এগিয়ে নিয়ে যেতে দায়িত্ব নিয়েছে VHSNC-গুলি।

এই প্রচারাভিযানের আওতায় VHSNC-গুলি নিজেদের এলাকায় জল, শৌচালয় ও স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসারে বছরভিত্তিক প্রচারাভিযানে শামিল হয়। বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়ের মঞ্চ তৈরি হয় এভাবে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচারাভিযান চলে মাসে ১১-টি দিন। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে বেছে নেওয়া হয়।

২০১৭ সালের জুলাইতে VISHWAS প্রচারাভিযানের রূপরেখা ও নির্দেশিকা তৈরি

VISHWAS-এর আওতায় মাসে ১১-টি প্রচারাভিযানের দিন

১। স্বচ্ছতা প্রচারাভিযানের বার্ষিক পরিকল্পনা দিবস
২। গ্রাম স্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশন দিবস (গ্রামের পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন দিক এবং স্বাস্থ্যবিধি, শৌচালয় ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সমন্বয়সাধন)
৩। প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন (ODF) গ্রাম দিবস
৪। হস্ত প্রক্ষালন দিবস
৫। বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি শৌচালয় দিবস
৬। তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দিবস
৭। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্যবিধি দিবস (পরিশ্রুত জল এবং খাদ্য বিধি, পানীয় জলের যথাবিহিত সংরক্ষণ)
৮। স্বাস্থ্য সচেতনতা দিবস/স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন দিবস
৯। মশক বা রোগবাহী পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ দিবস
১০। স্বচ্ছতা কর্মসূচিতে বিশেষ কৃতিত্ব ও নেতৃত্বের স্বীকৃতিতে সম্মাননা দিবস
১১। শৌচালয় ব্যবস্থাপনা এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে গ্রাম সভা

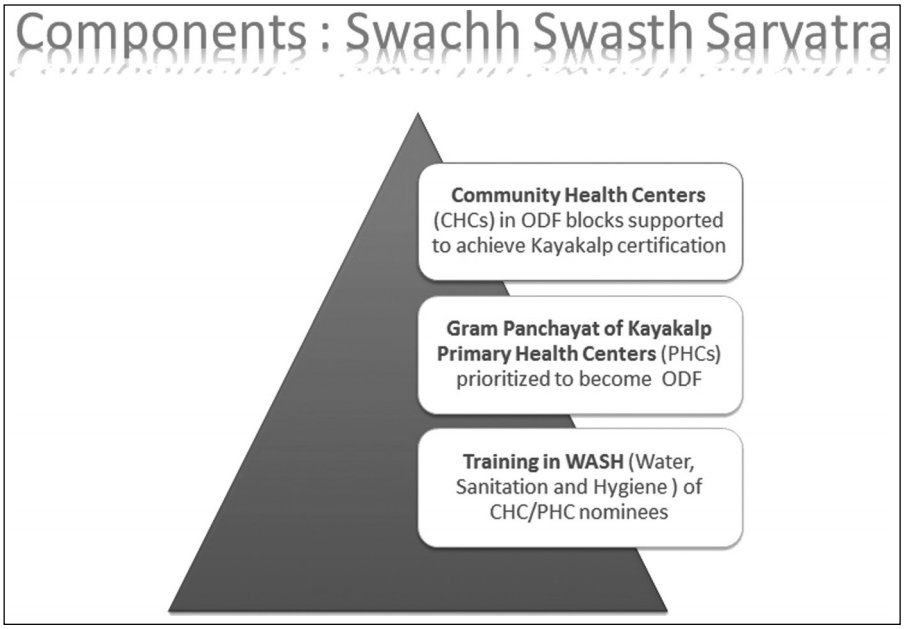

করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক রাজ্যগুলির কাছে পাঠিয়ে দেয়। ওই বছরের জুন এবং সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লি এবং গুয়াহাটিতে জাতীয় স্তরে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT)-এর ব্যবস্থা হয়। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকেও (MoRD) এই রূপরেখাটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০১৭-র অক্টোবরে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের আয়োজনে হওয়া জাতীয় সম্মেলনে তা বিলি করা হয় পঞ্চয়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় ৫০০০ নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে। ছত্তিশগড়, ওড়িশা, পাঞ্জাব, তেলেঙ্গানা, গোয়া এবং মহারাষ্ট্রের মতো বেশ কয়েকটি রাজ্যে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য—মেঘালয়, মণিপুর, অসম, অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরামে জেলা স্তরের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করা হয়। অনেক রাজ্যে ব্লক স্তরের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণও হয়েছে। প্রচারাভিযানকে ফলপ্রসূ করে তুলতে ছত্তিশগড়, ওড়িশার মতো অনেক রাজ্যে হয়েছে VHSNC সদস্যদের প্রশিক্ষণের আয়োজনও। উত্তরপ্রদেশের ৫-টি জেলা—বারাণসী, গোরখপুর, ঝাঁসি, লখনৌ এবং কানপুরে শুরু হয় VISHWAS প্রচারাভিযান। সেখানে এজন্য রাজ্য, ব্লক স্তরের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি VHNSC সদস্যদের প্রশিক্ষণও শুরু করা হয়। রাজ্যের গোরখপুরে জাপানি এনকেফেলাইটিস নির্মূল করতে অঞ্চল ও গোষ্ঠীভিত্তিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে VISHWAS প্রচারাভিযানকে। জম্মু-কাশ্মীরে VISHWAS এবং VHSNC কর্মীদের প্রশিক্ষণকে সংযুক্ত করা হয়েছে। সেখানে গত জুলাই মাসে জেলা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কর্মসূচির মধ্যে VISHWAS প্রচারাভিযানের বিষয়টিও ছিল।

স্বচ্ছতা হি সেবা ২০১৭ প্রচারাভিযান

২০১৭-র ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি চালায় ভারত সরকার। সবক'টি রাজ্যে গ্রাম ও শহর এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন অঞ্চলে শৌচালয় ব্যবস্থার প্রসার এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা কর্মকাণ্ড আয়োজিত হয় ওই সময়ে। রাজ্যগুলির সহায়তায়

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি প্রচারাভিযান চলে পক্ষকাল ধরে। স্বচ্ছতা হি সেবা প্রচারাভিযান সংঘটনের নিরিখে ভারত সরকারের সব মন্ত্রকের মধ্যে ওই সময়ে শীর্ষে থাকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। ২০১৮ সালের স্বচ্ছতা হি সেবা প্রচারাভিযান সমাপ্ত হয়েছে গত দোসরা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিনে।

স্বচ্ছতা পক্ষ বা পাখওয়াড়া

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে প্রতিবছর স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রচারাভিযান সংক্রান্ত স্বচ্ছতা পাখোওয়াড়ার আয়োজন করা হয়। ভারত সরকারের সব মন্ত্রকই বার্ষিক দিনপঞ্জীতে নির্দিষ্ট সময়ে স্বচ্ছতা পাখোওয়াড়ার আয়োজন করে। ২০১৮ সালে তা হয়েছে পয়লা থেকে ১৫ এপ্রিল। সব রাজ্যেই বিপুল উৎসাহের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়েছে পরিচ্ছন্নতার এই কর্মসূচি।

শেষ কথা

পরিচ্ছন্নতার অভিযানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বিভিন্ন উদ্যোগ অত্যন্ত ইতিবাচক ও কার্যকরী প্রভাব ফেলেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলির পাশাপাশি অঞ্চল ও গোষ্ঠীভিত্তিক পরিসরেও স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষেবার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলা যায়। কায়াকল্প, স্বচ্ছ স্বস্থ সর্বত্র-র মতো উদ্যোগ শুধুমাত্র যে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলিকে আরও পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে তাই নয়, মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় সচেনতার প্রসারেও অন্যতম সহায়ক হয়ে উঠেছে ওই কেন্দ্রগুলি। VHSNC, MAS-এর মতো মঞ্চ এবং নতুন VISHWAS প্রচারাভিযানও বিশেষ সাফল্যের দাবি রাখে।

স্বাস্থ্য বিষয়ে এই সব উদ্যোগের সুফল সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন মানুষ। বদলাচ্ছে তাদের অভ্যাস। কর্মসূচিগুলির রূপায়ণের সরাসরি দায়িত্বে থাকা কর্মীরা এবং VHSNC বা MAS-এর মতো গোষ্ঠীভিত্তিক মঞ্চ ক্রমে পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ ভারত—স্বচ্ছ ভারত স্বস্থ ভারত-এর ধারণার বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দেশকে—যার জন্য প্রয়াসী আমরা সকলেই।❑

লক্ষ্য নারীর উত্থান ও শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ

রাকেশ শ্রীবাস্তব

মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রথম জীবনেই বুঝেছিলেন যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সারা দেশে, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় শৌচালয়ের অপর্যাপ্ততার সমস্যার তাৎক্ষণিক মোকাবিলা ততটাই দরকার যতটা জরুরি স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিরন্তর সংগ্রামের পাশাপাশি তাই তিনি শৌচালয় পরিষেবার প্রসার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে কাজ করে গেছেন সারা জীবন। শৌচালয় ও স্বাস্থ্যবিধানের ক্ষেত্রে সব ক'টি দিক এবং সবক'টি স্তরেই তিনি তাঁর অভিযান চালিয়ে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, স্বাধীনতার পর এই বিষয়গুলিতে সরকারি স্তরে প্রচেষ্টা নেহাতই বিক্ষিপ্ত।

"সমাজে স্বাস্থ্য ও শৌচালয় ব্যবস্থার উপযুক্ত সংস্থান রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে এই ব্যবস্থাপত্রের যথোপযুক্ত প্রসার সম্মিলিত আধ্যাত্মিক প্রয়াসের সঙ্গে তুলনীয়। তা মানুষের মৌলিক অধিকারও।" —মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

মানবসভ্যতা টিঁকে থাকার ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধানের ওপর গান্ধীজী কতটা গুরুত্ব দিতেন তা তার এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট। স্যানিটেশন বিষয়টি সাধারণভাবে পরিচ্ছন্নতারও অতিরিক্ত কিছু। এটি একটি সার্বিক ধারণা—যার মধ্যে পড়ে মানব বর্জ্যের কার্যকর ও স্বাস্থ্যসম্মত স্থানান্তর ও প্রক্রিয়াকরণ (সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, পুনর্ব্যবহার)। এছাড়াও বৃহত্তর অর্থে কঠিন বর্জ্য (পচনশীল কিংবা অপচনশীল—যেমন রাবিশ ইত্যাদি), বর্জ্য জল, নিকাশি নালাবাহিত বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বর্জ্য (হাসপাতলের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, রাসায়নিক, বিকিরণক্ষম, প্লাস্টিক ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও তার মধ্যে এসে পড়ে। শৌচালয় ও স্বাস্থ্যবিধানের সঙ্গে রোগ সংক্রমণ রোধ, গড় আয়ুবৃদ্ধি এবং সমাজের উৎপাদনশীলতার বিষয়গুলিও নিবিড়ভাবে যুক্ত। শৌচালয় পরিষেবার অভাবে অপরিচ্ছন্নতা, আবর্জনা জমে থাকা, কিংবা দূষণ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনকে পঙ্গু করে দিতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রথম জীবনেই বুঝেছিলেন যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সারা দেশে, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় শৌচালয়ের অপর্যাপ্ততার সমস্যার তাৎক্ষণিক মোকাবিলা ততটাই দরকার যতটা জরুরি স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিরন্তর সংগ্রামের পাশাপাশি তাই তিনি শৌচালয় পরিষেবার প্রসার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে কাজ করে গেছেন সারা জীবন। শৌচালয় ও স্বাস্থ্যবিধানের ক্ষেত্রে সব ক'টি দিক (প্রযুক্তিগত, সমাজগত ও অর্থগত) এবং সবক'টি স্তরেই (ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও সংস্থাগত) তিনি তার অভিযান চালিয়ে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, স্বাধীনতার পর এই বিষয়গুলিতে সরকারি স্তরে প্রচেষ্টা নেহাতই বিক্ষিপ্ত।[১]

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের অনুসারী হয়ে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের দোসরা অক্টোবর দেশজুড়ে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর সূচনা করেন। এর লক্ষ্য ২০১৯-এর দোসরা অক্টোবর জাতির জনকের সার্ধশত জন্মবার্ষিকীর মধ্যে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে যথাবিহিত শৌচালয় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। শৌচালয় নির্মাণ, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রসার, গ্রাম এলাকায় শৌচালয় পরিষেবা জোরদার করার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানীয় জলের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার কাজ চলছে প্রকল্পটির আওতায়।

জল সরবরাহ, শৌচালয় ব্যবস্থা এবং

[লেখক কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : secy.wcd@nic.in]

স্বাস্থ্যবিধি—এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনটি বিষয়কে হয়তো আলাদা ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব। কিন্তু তিনটির কর্মপরিধি আপাতভাবে আলাদা হলেও এরা একে অপরের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শৌচালয় না থাকলে জলের উৎস দূষিত হয়ে যেতে বাধ্য। আর পরিস্রুত জল ছাড়া স্বাস্থ্যবিধির রূপায়ণ অসম্ভব। শিশুদের জীবননির্বাহ এবং বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হল পরিস্রুত জল, শৌচ ব্যবস্থাপত্রের ন্যূনতম সংস্থান এবং যথাবিহিত স্বাস্থ্যবিধির অনুসরণ। আজকের দিনেও গোটা বিশ্বে ২৪০ কোটি মানুষের কাছে উন্নত শৌচপ্রণালীর সুবিধা পৌঁছয়নি। ৬৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের কাছে পরিস্রুত জলের উৎস অধরা। ফলে লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন বিপন্ন। ৫ বছরের কমবয়সি শিশুদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো কারণগুলির অন্যতম হল জল ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপত্রের অপর্যাপ্ততাজনিত কারণে সৃষ্ট রোগ। দৈনিক বিশ্বে ৮০০-রও বেশি শিশু প্রাণ হারায় এইসব কারণে। প্রকাশ্যে শৌচকর্মে অভ্যস্ত আমাদের দেশের ৫৬ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ। যা ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রকাশ্যে শৌচকর্মে অভ্যস্ত মানুষের ৯০ শতাংশ বাস করেন ভারতে। সারা বিশ্বে ১১০ কোটি মানুষ প্রকাশ্যে শৌচকর্ম সেরে থাকেন। এর ৫৯ শতাংশের বাস আমাদের দেশে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধারণা এবং তার রূপায়ণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের। ভারত সরকারের 'স্বচ্ছ ভারত' উদ্যোগকে সফল করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে এই মন্ত্রক। রাজ্য, জেলা এবং গ্রাম স্তরে কর্মরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রকাশ্যে শৌচকর্ম বিলোপ পরিকল্পনায় (Open Defecation Elimination Plan—ODEP) শামিল মন্ত্রকটি । এই উদ্যোগ কেবলমাত্র বাড়িতে বাড়িতে শৌচালয় গড়ে তোলাতেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি, পঞ্চায়েত

ভবন, বাজার---সর্বত্র স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশনের প্রসার ও সংস্থানের পাশাপাশি কঠিন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাও এই উদ্যোগের অঙ্গীভূত। দেশকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন করে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। এজন্য পরিকাঠামোর প্রসার এবং অভ্যাসগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ ও সমন্বিত প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে সার্বিক শৌচপ্রণালী পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যবিধির রূপায়ণের লক্ষ্যে স্বচ্ছ ভারত এবং বাল স্বচ্ছতা অভিযানের আওতায় ২০১৪-র ১৪ থেকে ১৯ নভেম্বর রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে 'পরিচ্ছন্ন অঙ্গনওয়াড়ি', পরিচ্ছন্ন প্রতিবেশ (যেমন খেলার মাঠ), নিজস্ব পরিচ্ছন্নতা (ব্যক্তি স্বাস্থ্য), পরিচ্ছন্ন খাদ্য, পরিস্রুত পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন শৌচালয়—এইসব নানা বিষয়ে বিশেষ কর্মসূচি পালন করতে বলা হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশনের যথাবিহিত সংস্থান এবং পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের জন্য 'বাল স্বচ্ছতা অভিযান'-এর ওপর একটি পুস্তিকাও পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে।

পাশাপাশি ২০১৬ সালে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় চার লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং শৌচালয় তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয় গ্রামোন্নয়ন এবং পঞ্চয়েতি রাজ্য মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে।

যেসব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচালয় এবং পানীয় জলের সংস্থান প্রয়োজন ২০১৬ সালে সেগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ হাতে নেয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং তার আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ মহিলা এবং মেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছেন।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান সম্পর্কে নারী এবং শিশুদের মধ্যে সচেতনতার প্রসার এবং প্রতিটি এলাকায় শৌচ ব্যবস্থার সংস্থান, স্বাস্থ্যবিধির প্রসার এবং ২০১৯-এর মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন করে তোলার লক্ষ্যে নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক ২০১৭-র পয়লা থেকে ১৫ মার্চ স্বচ্ছতা পাখওয়াড়া বা পক্ষের আয়োজন করে। ওই সময়ের মধ্যে এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের আধিকারিকরা এবং দায়িত্বের নিরিখে রাজ্য স্তরে তাদের সমধর্মী আধিকারিকরা বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে শামিল হন। সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতার প্রসারে ক্ষেত্রীয় স্তরে কর্মরত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, নানা ধরনের কাজের তত্ত্বাবধায়ক, শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক (CDPO)-দের আরও বেশি করে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করে তোলার কাজে শামিল হন তারা। মন্ত্রকের আওতাধীন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শিশু তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠান, বঞ্চনার শিকার মহিলাদের আবাস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (স্বধর গ্রেহ্), কর্মরত মহিলাদের আবাস বা হোস্টেলে আয়োজন করা হয় পরিচ্ছন্নতাকেন্দ্রিক নানা কর্মসূচির। এর মধ্য ছিল স্থানীয় মানুষকে কাজে লাগিয়ে

নিঃখরচায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির দেওয়ালে সাদা চুনকাম করা, ছবি রঙ করা, দেওয়ালে লোগো আঁকা এসব কাজ। কেন্দ্রগুলির পরিবেশকেও করে তোলা হয় পরিচ্ছন্ন। ভিন্নভাবে সক্ষম বা দিব্যাঙ্গরা শৌচালয় পরিষেবা পাচ্ছেন কি না এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আওতায় তৈরি হওয়া শৌচালয়গুলির অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তারা। সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকেও শামিল করা হয় পরিচ্ছন্নতার কাজে। শিশুদের মধ্যে এসংক্রান্ত সচেতনতা আরও ছড়িয়ে দিতে পরিচ্ছন্নতা বা স্বচ্ছতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজনও করে মন্ত্রক।

২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে সত্তর হাজার শৌচালয় তৈরি করা হয়। ২০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয় পরিচ্ছন্ন নিরাপদ পানীয় জল পরিষেবা। শিশু তত্ত্বাবধায়ক কেন্দ্রগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সেখানে শৌচালয় ব্যবস্থার সংস্থান করা হয়। ঠিক একইভাবে ২০১৮-'১৯-এ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে আরও সত্তর হাজার শৌচালয় তৈরি করে দেওয়া হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয় আরও ২০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। মন্ত্রকের হাতে থাকা তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে শৌচালয়যুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংখ্যা ৯ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৩৯।

স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচিতে শিশুকন্যাদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। স্বাস্থ্যবিধিসম্পন্ন রন্ধন প্রক্রিয়ার বিষয়ে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের কাজ চলছে জোরকদমে। শিশু তত্ত্বাবধায়ক কেন্দ্রগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন এবং এপ্রসঙ্গে সচেনতার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সারা দেশজুড়ে।

২০১৮-র ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর স্বচ্ছতাই সেবা বা 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানে শামিল হয় মন্ত্রক। স্বচ্ছতা পাখোয়াড়ার মতো এই অভিযানেও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক নানা উদ্যোগ নেওয়া

হয়। এর লক্ষ্য হল মন্ত্রকের আওতাধীন সরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষেত্রীয় কেন্দ্রগুলির পরিচ্ছন্নতাবিধান। পাশাপাশি যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব মহিলা এবং শিশুকে এই অভিযানের আওতায় আনতে নেওয়া হয় উদ্যোগ। গ্রাম-ভারতে মায়েদের এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে শিশুদের প্রায় দৈনিক ভিত্তিতে পারস্পরিক আলাপচারিতা এবং মতবিনিময়ের অন্যতম স্থান হল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। কাজেই পরিচ্ছন্নতাবিধান এবং এসংক্রান্ত সচেনতার প্রসারে এই অঙ্গনওয়াড়িগুলি প্রায় স্নায়ুকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। গ্রামের মহিলাদের অনেকেই ঋতুর সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন না বা চলতে জানেন না। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি এবিষয়ে তাদের অবহিত করা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বিতরণে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। ঋতুর সময় মান্য স্বাস্থ্যবিধির প্রসারে বিশেষভাবে উদ্যোগী মন্ত্রক। ২০১৮-র স্বচ্ছতাই সেবা বা 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানে এই বিষয়টিতে শামিল করা হয় গ্রামীণ এলাকায় দেশের সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং সমন্বিত শিশু বিকাশ প্রকল্পের কর্মরত কর্মীদের। 'শৌচ ও স্বাস্থ্যবিধি সকলের জন্যই এবং সকলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ'—এই ভাবনা মানুষের মনে গেঁথে দিতে চায় মন্ত্রক। এজন্য সরকার চায় দেশে প্রতিটি নাগরিকের 'স্বেচ্ছায় শ্রমদান'। এই ধারণাটি বেশ নতুন রকমের। এই 'শ্রমদান'-এ শামিল হয়েছেন এবং হচ্ছেন মন্ত্রী থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী---সকলেই। নিজের বাসগৃহ এবং কাজের জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে হাত লাগাচ্ছেন যৌথভাবে। শ্রমদানে সাধারণ মানুষকে আরও উৎসাহিত করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন মন্ত্রকের আধিকারিকরা।

বিনোদনের মাধ্যমে শিশুদের মনে পরিচ্ছন্নতার বার্তা এবং ধারণা গেঁথে দিতে আয়োজন করা হচ্ছে পুতুলনাচ, দেওয়াল চিত্রণ, পথনাটিকার। এতে, শিশুরা বিষয়টিতে আরও বেশি উৎসাহী হয়ে উঠবে।

প্রকাশ্যে শৌচকর্ম বন্ধ করতে সরকার, নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংবাদমাধ্যম-সহ সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম বিভিন্ন মহলের একযোগে কাজ করা জরুরি। শৌচসম্পর্কিত সমস্যা মোকাবিলায় ব্যক্তিস্তরে, বিশেষভাবে কার্যকর হয়ে উঠতে পারে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। প্রকাশ্যে শৌচকর্ম বন্ধ করার পরিকল্পনায় (Open Defecation Elimination Plan) নারী ও শিশুবিকাশমন্ত্রক রাজ্য ও জেলা স্তরের কর্মীদলের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করছে। শৌচালয়ের সুবিধাবর্জিত, ভাড়া নেওয়া ঘরে চলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে কাছাকাছি এলাকার কোনও বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করার উদ্যোগ নিয়েছে মন্ত্রক। ওই সব কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা যাতে শৌচালয়ের সুবিধা পান তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। মহিলা ও শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধির প্রসারে নানাভাবে এগোনো

হচ্ছে। পোষণ অভিযান, 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কিংবা 'স্বচ্ছতা পাখোয়াড়া' কর্মসূচিতে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র নির্দেশিকা অনুযায়ী হস্ত প্রক্ষালন কীভাবে হতে পারে তাও দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে হাতে-কলমে।

দারিদ্র্য এবং অপুষ্টি শিশুদের মধ্যে ডায়ারিয়া কিংবা নিউমোনিয়ার মতো রোগের প্রকোপ বাড়ায়। বিশেষত, কম ওজন নিয়ে জন্মানো শিশুদের এসব রোগের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। জনবিন্যাসগত এবং সংক্রমণ বিষয়ক সমীক্ষায় দেখা গেছে পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতা, মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার অভাব, মায়ের অপুষ্টি, বাল্যবিবাহ, পরিবারের অত্যধিক সদস্যসংখ্যা, মেয়েদের স্বাধীনতার অভাব এবং চিকিৎসা পরিষেবার সংস্থানের অপ্রতুলতা ইত্যাদি মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এদেশে ডায়ারিয়ায় মৃত ৫ বছরের কমবয়সি শিশুর সংখ্যা এত বেশি হওয়ার প্রধান কারণ প্রকাশ্যে শৌচকর্মের কুঅভ্যাস। বারবার ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হলে শিশু অপুষ্টির শিকার হয়ে পড়ে। তার শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। নিউমোনিয়ার মতো সংক্রমণের বিপদও বেড়ে যায় এর ফলে। গ্রামীণ এলাকায়, শিশুদের অপুষ্টির সমস্যা আরও তীব্র পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। অপুষ্টির সমস্যা মোকাবিলায় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক সূচনা করেছে 'পোষণ অভিযান'-এর। এই কর্মসূচির আওতায় পুষ্টিদায়ক সম্পদের সৃষ্টি এবং কাজে লাগানোয় জোর দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের পাশাপাশি মায়েদের পুষ্টিবিধানেও বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এই অভিযানে।

উল্লিখিত সমস্যাগুলির মোকাবিলায় এগোনো হচ্ছে সমন্বয়, উপযুক্ত নজরদারি, সময়োপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে।

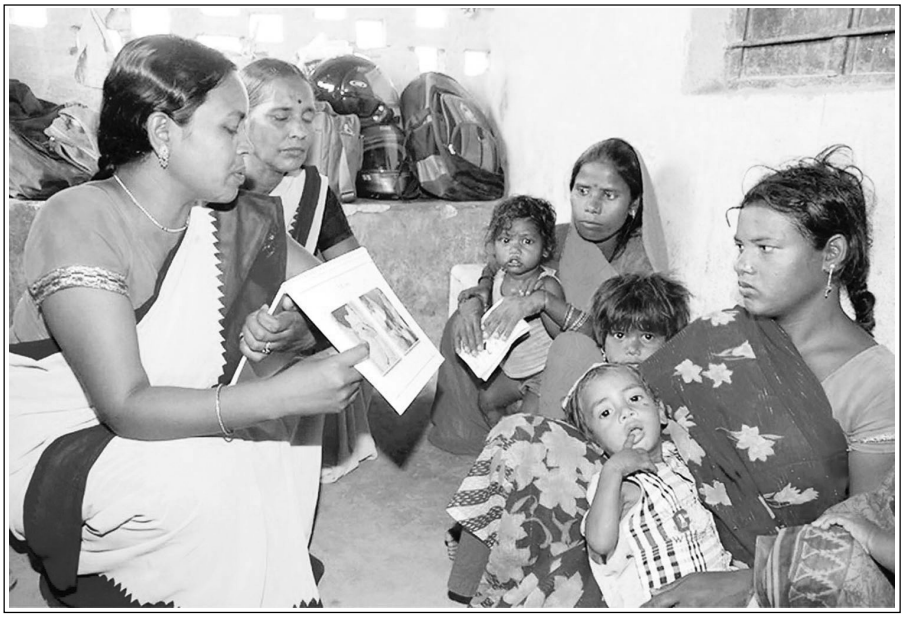

এক্ষেত্রে শামিল করা হচ্ছে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনকেও। প্রয়োজনীয় সচেতনতার প্রসারে কাজ করে চলেছেন 'আশা' ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

প্রধানমন্ত্রী এবং পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রকের আবেদন অনুযায়ী, নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক শৌচ ব্যবস্থার প্রসারের বিষয়টিকেও তাদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছে। শৌচপ্রণালীর প্রশ্নটি নারী এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেজন্যই স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজন সম্পর্কে মহিলা এবং শিশুদের সম্যকভাবে সচেতন করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে মন্ত্রক।

মানুষের অভ্যাসগত পরিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন মহিলারা। শিশুকে বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত করান তারাই। সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং ইতিহাসের ধারা এগিয়ে চলে তাদেরই হাত ধরে। কাজেই দেশের সামগ্রিক বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হল মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যবিধান। এই লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ ভারত। বিভিন্ন মত ও আদর্শের মানুষ এখানে বাস করেন সম্প্রীতি এবং শান্তির আবহে। এদেশে প্রচলিত রীতিনীতিগুলোর বেশিরভাগই কিন্তু মহিলাদের পক্ষে প্রতিকূল। প্রায়শই বঞ্চনা এবং নির্যাতনের শিকার হন মহিলারা— এমনকি শিশুকন্যারাও। কাজেই এখানে কোনও একক সরকারি নীতির যথার্থ রূপায়ণ বেশ কঠিন কাজ। বিশাল জনসংখ্যা, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত বিবিধতার এই দেশে কোনও একক মন্ত্রকের পক্ষে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছোনো অত্যন্ত দুরূহ। তা সত্ত্বেও, শিশু ও নারী মৃত্যুর হার কমানো এবং তাদের দিনযাপনের সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রশাসন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের নিয়ে জোরকদমে কাজ করে চলেছে নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Dr. Y. P. Anand, 'Cleanliness Sanitation : Gandhian Movement and Swachha Bharat Abhiyan'. Bombay Sarvodaya Mandal and Gandhi Research Foundation.

(২) The Times of India, March 30, 2016.

শৌচ বিপ্লব : প্রসঙ্গ নগর ভারতের পরিচ্ছন্নতা

দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

স্বচ্ছ ভারত আন্দোলন দেশের শিশু, যুবা তথা প্রবীণ, সব বয়সের মানুষকেই প্রভাবিত ও উৎসাহিত করে তুলেছে। এটাই সম্ভবত এই অভিযানের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। পরিকাঠামো এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের পাশাপাশি গত চার বছর ধরে ধীরে ধীরে তা হয়ে উঠেছে সামাজিক এক উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ".....এক হাজার মহাত্মা গান্ধী কিংবা এক লক্ষ নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টাও পরিচ্ছন্নতার ধারণার রূপায়ণে সক্ষম হবে না, কিন্তু ১২৫ কোটি নাগরিকের যৌথ প্রয়াসে অল্প সময়েই সেই স্বপ্নপূরণ সম্ভব।" ২০১৯-এর দোসরা অক্টোবরের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণভাবে নির্মল করে তুলতে নাগরিকদের গুরুত্ব কতখানি তা ওই মন্তব্যে স্পষ্ট।

নীতি ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিমার্জনা, ক্রমাগত পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নাগরিক সমাজের সিংহ-ভাগকে শামিল করে মানুষের অভ্যাসগত পরিবর্তন। এই বহুমাত্রিক প্রচেষ্টাই 'স্বচ্ছ ভারত'-এর লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগের মূলকথা।

বেহাল স্যানিটেশনের কুফল

সুস্থায়ী উন্নয়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যসমূহে (SDGs) শৌচব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রমাণিত যে, এই বিষয়গুলি পতঙ্গবাহিত ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যার মোকাবিলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ শ্বাসরোগ এবং পেটের অসুখ (বিশেষত ডায়ারিয়া)-এর প্রকোপ কমায়। মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ২০১১ সালের UNICEF-এর একটি প্রতিবেদন[১] অনুযায়ী, ডায়ারিয়াজনিত শিশুমৃত্যুর ৯০ শতাংশেরই কারণ হল দূষিত জল, স্যানিটেশনের বেহাল দশা বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। স্বাস্থ্যসম্মত প্রতিবেশ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যথাবিহিত সংস্থান জন্মের সময় শিশুর কম ওজন, বিকলাঙ্গ নবজাতক বা অপরিকল্পিত গর্ভপাতের সমস্যাও কমায় অনেকখানি। একাধিক

চিত্র-১
স্বচ্ছ ভারত (নগর) অভিযানের বিভিন্ন দিক এবং লক্ষ্য

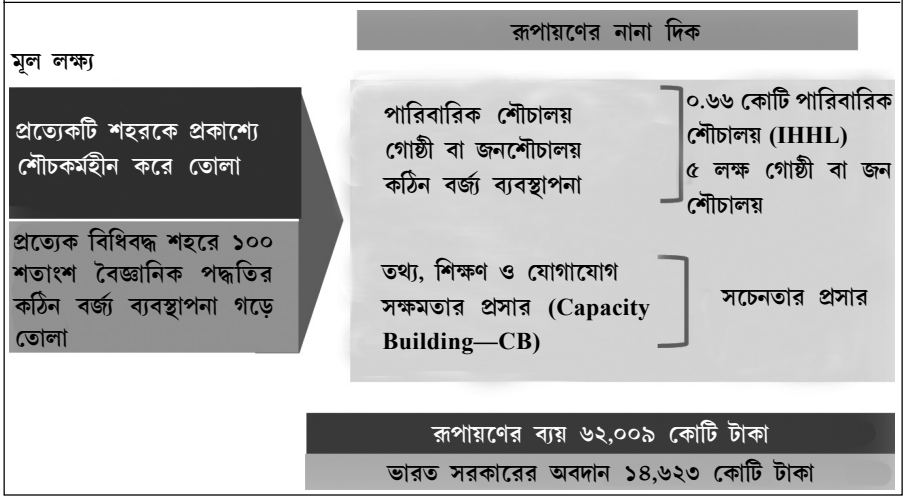

[লেখক সচিব, আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : secyurban@nic.in]

সমীক্ষায় দেখা গেছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বেহাল দশা আরও জটিল হয়ে পড়েছে মাত্রা অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং নগরাঞ্চলে জনঘনত্ব বৃদ্ধির কারণে। জমে থাকা মলমূত্র কিংবা বাড়ির আরও নানা কঠিন ও তরল বর্জ্য এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। এর ফলে মশা-মাছি, ইঁদুর বা আরও নানা রোগবহনকারী প্রাণীর রমরমা বাড়ে।[২]

স্যানিটেশনের প্রসার এবং স্বাস্থ্যবিধির অনুসরণ মানুষকে বেশ ভালো রাখে—এটা স্বতঃসিদ্ধ।

চিত্র-২
স্বচ্ছ ভারত (নগর) অভিযানের সাফল্য—এক নজরে

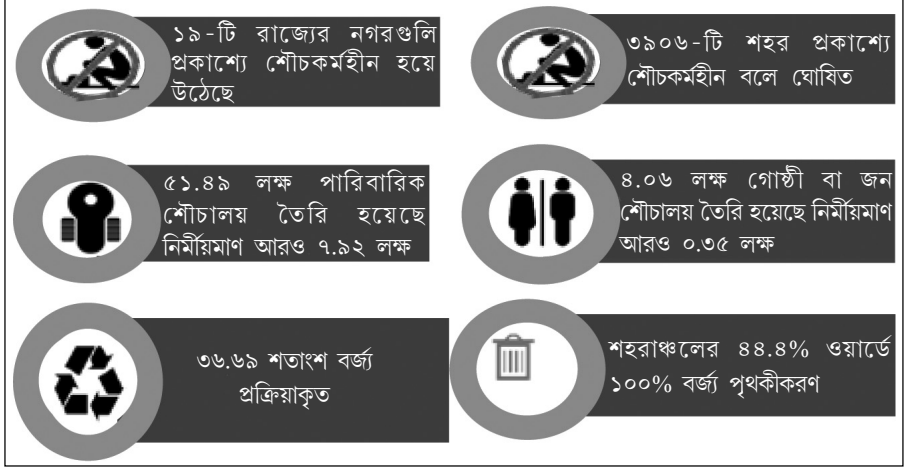

চিত্র-৩
'গুগল'-এ জনশৌচালয় (স্বচ্ছ ভারত অভিযান শৌচালয়) মানচিত্র

গুগল মানচিত্রে জনশৌচালয় খুঁজে নিন

স্বচ্ছ ভারত অভিযান (নগর) বা SBM-U-র আওতায়, আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক গুগল-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে 'শৌচালয় পর্যালোচনা কর্মসূচি' বা Loo Review Campaign হাতে নিয়েছে। এর মাধ্যমে গুগল মানচিত্রে থাকা জনশৌচালয়গুলির পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন সম্ভব। যে কেউই গুগল মানচিত্রে নিজের শহরের জনশৌচালয়গুলির অবস্থান দেখে নিতে পারেন। পাঠাতে পারেন প্রয়োজনীয় পরামর্শ। বর্তমানে ৫০০ শহরে তিরিশ হাজারের বেশি জনশৌচালয় গুগল মানচিত্রে রয়েছে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান শৌচালয়' বা SBM Toilet নামে।

২০১৮-র অক্টোবর এবং নভেম্বরে চলছে এই যৌথ অভিযান/সচেতনতার প্রসার এবং দেশের যে কোনও প্রান্তে জনশৌচালয়-এর সন্ধান অনায়াস করা-এর লক্ষ্য। গুগল মানচিত্রে থাকা শৌচালয়গুলির অবস্থা খতিয়ে দেখার কাজে সামিল করা হচ্ছে স্থানীয় পথনির্দেশক বা গাইডদের। #LooReview-র মাধ্যমে গুগল স্থানীয় পথনির্দেশক বা Google Local Guide-দের কাছে পৌঁছনো যাবে। স্থানীয় পথনির্দেশকরা শৌচালয়গুলির পরিস্থিতি দেখে, ছবি তুলে, নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন।

স্থানীয় পথনির্দেশকদের সঙ্গে যে কেউ যোগ দিতে পারেন। গুগল মানচিত্রে উল্লিখিত স্থানে যেতে পারেন প্রতিটি মানুষই। এজন্য গুগল মানচিত্রে গিয়ে খুঁজতে হবে "Public Toilet near me" Option-এ।

স্থানীয় পথনির্দেশক বা গাইডদের সঙ্গে যোগাযোগের পন্থা :

ফেসবুক—Google Local Guides ● ট্যুইটার—@googlelocalguides ● ইউটিউব—Google Local Guides

ভারতে পুষ্টি সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন—২০১৫ (India Health Report for Nutrition Security in Indian—PHFI 2015) অনুযায়ী[৩], উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মিজোরামে শৌচ পরিষেবার প্রসারের ফলে ২০০৬ থেকে ২০১৪-র মধ্যে শারীরিক বৃদ্ধি কম হওয়া (বয়সের তুলনায় শারীরিক দৈর্ঘ্য কম হওয়া)-র ঘটনা ১৩ শতাংশ এবং কম ওজনের শিশুজন্মের হার ৫ শতাংশ কমেছে। উন্নত শৌচ পরিষেবা শুধুমাত্র শারীরিক স্বাস্থ্যেই নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশেও অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাবে ফেলে। ২০১৭-র আগস্টে UNICEF-এর একটি প্রতিবেদনে[৪] বলা হয়েছে ভারতে প্রকাশ্যে শৌচকর্ম বন্ধ হলে প্রতিটি পরিবারের বছরে ৫০ হাজার টাকা সাশ্রয় হবে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনা

বহু দশক আগে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, ''শৌচব্যবস্থা রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'' ২০১৪ সালের দোসরা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিনে 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানের সূচনা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ সরকারের অগ্রাধিকারের মূল কেন্দ্রে শৌচব্যবস্থার উন্নয়নকে এনে দিয়েছে তো বটেই; তার সাথে সাথে ''পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন করব না এবং করতেও দেব না''—লালকেল্লার প্রাকার থেকেই তার এই ঘোষণা পরিচ্ছন্নতার অভিযানে দেশের প্রতিটি মানুষকে শামিল হতেও প্রাণিত করে তুলেছে। এই প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবে ২০১৯-এর দোসরা অক্টোবর, জাতির জনকের সার্ধজন্মশতবর্ষের আগেই নগর ভারতকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন এবং জঞ্জালমুক্ত করে তুলতে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক স্বচ্ছ ভারত (শহরাঞ্চল) অভিযানের রূপায়ণে আন্তরিকভাবে সামিল (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। জাতির জনকের প্রতি তা হবে যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

বক্স-১
বিভিন্ন রাজ্য এবং শহরের সাফল্য

- শূন্য বর্জ্য নিদর্শ (Zero Waste Model) অনুসরণ করা হচ্ছে ছত্তিশগড়ের নানা শহরে। ওই রাজ্য জমিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনহীন (Zero Landfill State) হওয়ার পথে। ছত্তিশগড়ের অম্বিকাপুরে কোনও উন্মুক্ত বর্জ্যক্ষেত্র নেই। ৯০ শতাংশ বর্জ্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে প্রতি মাসে ১৩ লক্ষ টাকার সাশ্রয় হচ্ছে সেখানে। অনুসৃত হচ্ছে কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি (Solid Liquid Waste Management Approach)।
- বিকেন্দ্রীকৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পথ দেখাচ্ছে কেরল। রাজ্যের বেশিরভাগ শহরেই বাড়িতে বাড়িতে নল মিশ্রসার (Pipe Compost) এবং জৈব গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের নিরিখে রাষ্ট্রসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)-র তৈরি তালিকায় প্রথম ৫-টি শহরের মধ্যে রয়েছে কেরালার আলাপুঝা।
- বর্জ্য কীভাবে সম্পদ হয়ে উঠতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছে গোয়া। উৎসেই বর্জ্যকে এখানে ভাগ করা হয় ৫-টি ভাগে। শহরের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ করেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। বেশিরভাগ আবাসন সমিতিতেই বর্জ্য কাজে লাগিয়ে মিশ্রসার (Compost) তৈরি করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই সার ব্যবহার করা হয় আবাসনের মধ্যে সবজি চাষের বাগানে (Kitchen Garden)।
- গ্যাংটকে ১০০ শতাংশ বর্জ্যেরই উৎসে বিভাজনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ হয়।
- মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, ভোপাল এবং জব্বলপুরে ১০০ শতাংশ বর্জ্য পৃথকীকরণ নীতি অনুসৃত হচ্ছে।
- নভি মুম্বাই-এ পুর অঞ্চলের কঠিন বর্জ্যের ৮৮ শতাংশেরই উৎসে পৃথকীকরণ হয়ে থাকে।
- বেঙ্গালুরুতে বৃহৎ পরিমাণ বর্জ্য উৎপাদনকারীদের (Bulk Waste Generator) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়ম অনুসরণে সহায়তা করতে চালু হয়েছে উদ্ভাবনমূলক অনলাইন পোর্টাল।
- নাগপুরে চালু হয়েছে বিশেষ অনলাইন নজরদারি ব্যবস্থাপত্র। এর মাধ্যমে নগরের স্থানীয় সংস্থা (ULB) স্যানিটারি কর্মীদের কাজে হাজিরার বিষয়টিতে নজর রাখতে পারে। তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা হয় ভূ-চিহ্নিতকরণ (Geo-tagging) প্রক্রিয়ায়।
- আলিগড়ে শুষ্ক বর্জ্য থেকে তৈরি বিশেষ ধরনের ইঁট (Magic brick) ব্যবহার করা হয় নির্মাণ কাজে।
- মহারাষ্ট্রের সাসভাদ-এ বর্জ্য পৃথকীকরণে সামিল নয়, মাঝে মধ্যে সামিল এবং নিয়মিতভাবে সামিল পারিবারিক বাড়িগুলিকে যথাক্রমে লাল, হলুদ এবং সবুজ রঙে চিহ্নিত করা হয় (Colour Coding)।
- এই পন্থাতেই ঝাড়খণ্ডে প্রকাশ্যে শৌচকর্মে লিপ্ত নয় এমন পারিবারিক বাড়িগুলিকে সবুজ, শৌচালয় থাকা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে প্রকাশ্যে শৌচকর্মে লিপ্ত বাড়িগুলিকে হলুদ এবং নিয়মিত প্রকাশ্যে শৌচকর্মে লিপ্ত পারিবারিক বাড়িগুলিকে লাল রঙে চিহ্নিত করা হয়।

কাজ যেভাবে এগোচ্ছে

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনার পর চার বছর ধরে যেভাবে কাজ হয়েছে, তা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। বহুক্ষেত্রে মিলেছে অভাবিত সাফল্য। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো কিছু সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে এখনও। প্রথম ২ বছর এই কর্মসূচি এগিয়েছে সব বিধিবদ্ধ শহরকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন করে তোলা এবং সেখানে ত্রুটিহীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত

গড়ে তোলার স্বপ্নকে সামনে রেখে। এজন্য প্রয়োজন বিশেষে নীতির পরিমার্জন করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শহরের বর্জ্যকে কাজে লাগিয়ে নানান ধরনের মূল্যযুক্ত (value added) পণ্য তৈরির পথে হাঁটা হয়েছে। পাশাপাশি এইসব কাজে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতেও উদ্যোগী হয়েছে সরকার। ফল বেশ আশাব্যঞ্জক (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)। ২০১৯-এর দোসরা অক্টোবর-এর আর এক বছরও বাকি নেই। কিন্তু ফিরে তাকালে যে সাফল্য চোখে পড়ে, তা উৎফুল্ল হওয়ারই মতো। 'নতুন ভারত'-এর পথে এক উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছি আমরা।

স্যানিটেশন : প্রকাশ্যে শৌচকর্ম রোধের পথে

শহরাঞ্চলকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন করে তোলার কাজ লক্ষ্য অনুযায়ী এগোচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল, বর্তমানে স্বচ্ছ ভারত অভিযান (নগর) রূপায়ণের ধরনধারণটাই অনেক পালটে গেছে। কত সংখ্যক শহর বা নগর প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন (ODF) হয়ে উঠেছে তার হিসেব এবং সেই শহরগুলির ওই মর্যাদা বজায় রাখার কাজটিই প্রাধান্য পাচ্ছে। শুধুমাত্র শৌচালয় সংখ্যা গণনার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নেই।

অভিযানের সূচনার সময় দেশের কোনও নগর বা শহরই প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন ছিল না। আজ ১৯-টি রাজ্যের শহরাঞ্চল প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন। কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেছে যে শুধুমাত্র সেইটুকুই একটি শহরের স্যানিটেশন সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান নিয়ে আসে না। যেসব বাড়ির পরিসর সীমাবদ্ধ তাদের সদস্যরা, বস্তিবাসীরা কিংবা শহরে আগন্তুকরা প্রকৃতির ডাক এলে কী করবেন? পরিচ্ছন্ন এবং ব্যবহারযোগ্য শৌচালয় কোথায় পাবেন তারা? সেজন্যই স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন+ এবং প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন++ (SBM ODF+ এবং SBM ODF++) বিধি-র অবতারণা। এর আওতায় গোষ্ঠী বা জন শৌচালয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি জমে থাকা মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সহ সার্বিক অর্থে স্যানিটেশনের উন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে অর্জিত সাফল্য দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা যায়। এরই সঙ্গে 'গুগ্‌ল'-এর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শহরগুলির শৌচালয় মানচিত্র তৈরি করছে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক (চিত্র-৩ দ্রষ্টব্য)। শহরের বাসিন্দা কিংবা আগন্তুকরা ইন্টারনেট-এ সহজেই এই গুগল মানচিত্র পেয়ে যেতে পারেন। এপর্যন্ত দেশের ৫৫০-টি নগর ও শহরের শৌচালয় মানচিত্র তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে ১৭৯-টি শহরের জনসংখ্যা ১ লক্ষের বেশি।

চিত্র-৪
নগর-ভারতের বর্জ্য চিত্র

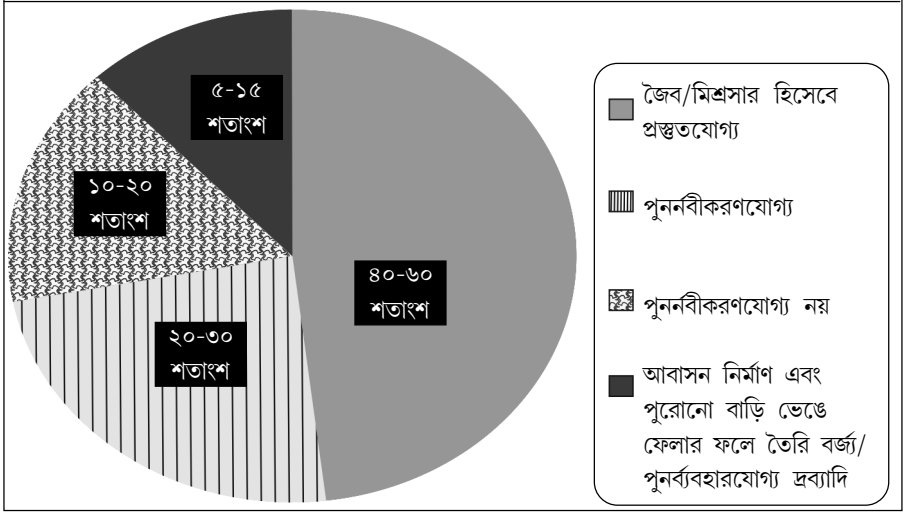

চিত্র-৫
স্বচ্ছতা সর্বেক্ষণ—অভিযানের ওপর নজরদারি এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ বিষয়ক পন্থা

- অভিযান সম্পর্কিত ধ্রুবক (Parameter)-গুলির ওপর ভিত্তি করে শহরগুলির তালিকা তৈরির কর্মসূচি। শহরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার পাশাপাশি নজরদারিও এই সর্বেক্ষণের লক্ষ্য।
- শৌচব্যবস্থা বিষয়ক প্রথম সর্বভারতীয় সর্বেক্ষণের আওতায় প্রায় ৪০ কোটি মানুষ।
- সারা বিশ্বে পরিচ্ছন্নতাসংক্রান্ত বৃহত্তম সর্বেক্ষণ।
- আরও বেশি জোর উদ্ভাবন, ফলাফল এবং সুস্থায়ীত্বে।

সর্বেক্ষণ প্রণালী	স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০১৬	স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০১৭	স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০১৮	স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০১৯
শহরাঞ্চলের স্থানীয় সংস্থা সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশ	১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার ৭৩-টি শহর এবং রাজ্য-গুলির রাজধানী	১ লক্ষের ওপর জনসংখ্যার ৪৩৪-টি শহর এবং রাজ্যগুলির রাজধানী	৪২০৩-টি শহর	সব নগর ও শহর
পক্ষপাতহীন পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই (বা সত্যাখ্যান)				
নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া	পরিচ্ছন্নতম নগর : মাইশোর	পরিচ্ছন্নতম নগর : ইন্দোর	পরিচ্ছন্নতম নগর : ইন্দোর	পরিচ্ছন্নতম নগর : ইন্দোর ২০১৯-এর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : বহুমাত্রিক উদ্যোগ

প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন হয়ে ওঠার কাজে ভারত সাফল্যের খুবই কাছাকাছি। কিন্তু কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দিকটিতে অনেক কাজ এখনও বাকি। এদেশের শহরাঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ৪০ কোটি মানুষের জীবনযাপন সূত্রে দৈনিক প্রায় ৬ কোটি ৫০

লক্ষ কঠিন বর্জ্য তৈরি হয় (চিত্র-৪ দ্রষ্টব্য)। হিসেব মতো এর পরিমাণ ২০৩০-এ ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টন এবং ২০৫০ নাগাদ ৪৫ কোটি টন-এ পৌঁছবে। ফলে বাড়বে জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত নানা চ্যালেঞ্জের মাত্রা। ফি বছরে প্রক্রিয়াকৃত নয় এমন পৌরবর্জ্য ফেলার জন্য বাড়তি ১২৫০ হেক্টর জমি নষ্ট হয়।

একথা মাথায় রেখে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক (MoHUA) শহরাঞ্চলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নানা পণ্য তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া হয়ে 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ"-এর উদ্যোগ। এর মাধ্যমে জঞ্জালমুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শহরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলে বিশেষ স্বীকৃতির (Star Rating) ব্যবস্থা হচ্ছে—যাতে পরিচ্ছন্নতার অভিযান ঝিমিয়ে না পড়ে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান-এর সূচনার সময় মিশ্রসার (Compost), জৈব বর্জ্য থেকে গ্যাস (Bio-methanation) কিংবা জ্বালানি (Refuse derived fuel—RDF) তৈরি করার মতো বিভিন্ন পন্থায় প্রতিবছর ৯৫ লক্ষ টন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা ছিল।[৫] এই ক্ষমতা চার বছরে অনেক বেড়েছে। মোট বর্জ্যের ৩৭ শতাংশ প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা রয়েছে এখন। ছত্তিশগড়, কেরল, গোয়ার মতো রাজ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ইন্দোর, নভি মুম্বাই, আলিগড়, সাসভাদ বা বেঙ্গালুরুর মতো শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যেসব উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত (বক্স-১ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র-৬
শিশুরাই পরিবর্তনের দূত

স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ : অভিযানে নজরদারি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা

স্বচ্ছ ভারত মিশন (নগর) অভিযানের আওতায় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক স্যানিটেশন এবং পরিচ্ছন্নতার নিরিখে বার্ষিক সমীক্ষা বা স্বচ্ছ সর্বেক্ষণের মাধ্যমে শহরগুলির তালিকা তৈরি করে (চিত্র-৫ দ্রষ্টব্য)। এর ফলে পরিচ্ছন্নতাবিধানের ক্ষেত্রে শহরগুলির মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার অভিযানের গতিপ্রকৃতির ওপর নজরদারি এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রেও এই সর্বেক্ষণ বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। ২০১৬ সালের প্রথম সর্বেক্ষণটির আওতায় ছিল ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার ৭৩-টি শহর এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সব রাজধানী। ২০১৭ সালে এই সর্বেক্ষণ বা সমীক্ষার ক্ষেত্র ছিল ১ লক্ষের ওপর জনসংখ্যা রয়েছে এমন ৪৩৪-টি শহর। ২০১৮-র স্বচ্ছতা সর্বেক্ষণ-এর ক্ষেত্র ৪২০৩-টি পুরসভা অঞ্চল। এর আওতায় থাকা মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি। এটি হল প্রথম সর্বভারতীয় স্যানিটেশন বিষয়ক সমীক্ষা। সম্ভবত তা সারা বিশ্বে এধরনের বৃহত্তম সমীক্ষা বা সর্বেক্ষণ। স্বচ্ছ ভারত সর্বেক্ষণ ২০১৯-এ অগ্রাধিকারের দিকগুলি হল উদ্ভাবন, সুস্থায়িত্ব, নাগরিকদের অংশগ্রহণ, জঞ্জাল-

সাফল্যের খতিয়ান
প্লাস্টিকবিহীন সীতামারী

২০১৮-র ১৭ জুলাই বিহারের প্রথম প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন জেলা হিসেবে ঘোষিত হয় সীতামারী। এখানে এখন প্লাস্টিক বর্জনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তা কার্যকর হবে পর্যায়ক্রমে। এই উদ্যোগ স্বচ্ছ ভারত অভিযান (গ্রামীণ), লোহিয়া স্বচ্ছ যোজনা, 'পরিচ্ছন্ন সীতামারী' এবং 'সুন্দর সীতামারী'—প্রকল্পের আওতাধীন।

এক্ষেত্রে সব ধরনের প্লাস্টিক ব্যাগ, প্লাস্টিক বা থার্মোকলের কাঁটা-চামচ, প্লেট, খাবারের পাত্র, বোতল-এর ব্যবহার বন্ধ করা হবে।

জীবিকা প্রকল্পের আওতায় গ্রাম এলাকায় বিভিন্ন স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীর সদস্যাদের উদ্যোগে তৈরি ১০ লক্ষ কাপড়ের ব্যাগ এপর্যন্ত কিনেছে জেলা প্রশাসন। তা বিতরণ করা হবে। প্লাস্টিক বর্জিত সীতামারী যে শুধুমাত্র খাদ্যচক্রে অতিক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণার উপস্থিতি দূর করবে তাই নয়, গ্রামীণ মহিলা উদ্যোগপতিদের পক্ষেও সহায়ক হয়ে উঠবে ব্যাপকভাবে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেও বিশেষ কার্যকর হয়ে উঠবে এই কর্মসূচি।

বিহীনতা ইত্যাদি। ২০১৯-এর জানুয়ারিতে এই কর্মসূচি রূপায়িত হবে দেশের সবক'টি শহর ও নগরে।

জঞ্জালবিহীনতার নিরিখে নগরগুলির অবস্থান (Star Rating)

নগরগুলির জঞ্জালবিহীনতার নিরিখে অবস্থান নির্ধারণের উদ্যোগ নিয়েছে মন্ত্রক। এখানে ১২-টি সূচক (Parameter)-এর ওপর ভিত্তি করে 'SMART' পদ্ধতির মাধ্যমে এগোনো হয়। বিশদে তা হল Single-metric-একক মাত্রিক, Measurable-পরিমাপযোগ্য, Achievable—অর্জনযোগ্য, Rigorous Verification System—পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই প্রণালী এবং Targeted towards outcomes—কার্যকারিতা। বিচার করা হয় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সব দিকগুলিকে— যেমন, সর্বসাধারণের স্থানের পরিচ্ছন্নতা, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্যের উৎসে পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, পয়ঃপ্রণালীর এবং জলাশয়ের পরিচ্ছন্নতা, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বাড়ি নির্মাণ এবং ভেঙে ফেলার

বক্স-২
আয়ত পরিসর : নাগরিকদের অংশগ্রহণের উৎসাহব্যঞ্জক কয়েকটি দৃষ্টান্ত

- চালাপাল্লি জেলায় এক চিকিৎসক দম্পতি নিজেদের আশপাশে দৈনিক ভিত্তিতে পরিচ্ছন্নতার প্রয়াসে ব্রতী।
- কর্ণাটকের রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীরা স্বেচ্ছাসেবক নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে নিয়মিত রাস্তা ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখায় সামিল।
- তিনজন সাতারু এবং ৬ জন নৌকাচালককে (raft-men) নিয়ে 'গঙ্গা আবাহন'-এ সামিল হয়েছিলেন উইং কম্যান্ডার পরমবীর সিং। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বার্তা প্রচার করতে গঙ্গাবক্ষে উত্তরাখণ্ডের দেবপ্রয়াগ থেকে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ২৮০০ কিলোমিটার সাঁতরে পাড়ি দিয়েছিলেন তারা।
- মহারাষ্ট্রের তিন উদ্যোগী মহিলা—নাসিক জেলার মিন্নার-এর সুবর্ণা লোখান্ডে, ওয়াশিম জেলার সাটখেডার সঙ্গীতা আওহালে এবং ইয়াবতমল জেলার মোজার-এর চৈতালী রাঠোর নিজেদের বাড়িতে শৌচালয় তৈরিতে প্রয়াসী হন। খরচ মেটাতে সুবর্ণা স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে ঋণ নিয়েছেন, সঙ্গীতা বিক্রি করেছেন নিজের মঙ্গলসূত্র। চৈতালী বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়িতে শৌচালয় করে দিতে বলেন নিজের বাবা-মা-কে। চাননি আর কিছুই।
- দুর্গ-এ, সব বয়সের মানুষের গোষ্ঠী 'কোশিশ'-এর সদস্যরা নিজের এলাকায় প্রবীণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উদ্যানগুলি প্রতিদিন সকালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলেন।
- রাস্তা, উদ্যান (পার্ক), ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান, জলাশয় এবং রেলস্টেশনে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সামিল হয় সন্ত নিরংকারী মণ্ডল।
- নাগরিক স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে নিয়ে আগ্রার সংগঠন 'India Rising' সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পরিচ্ছন্নতার প্রয়াসে সামিল হয়ে থাকে।

চিত্র-৭
বেতার স্বচ্ছতা নিজস্বী

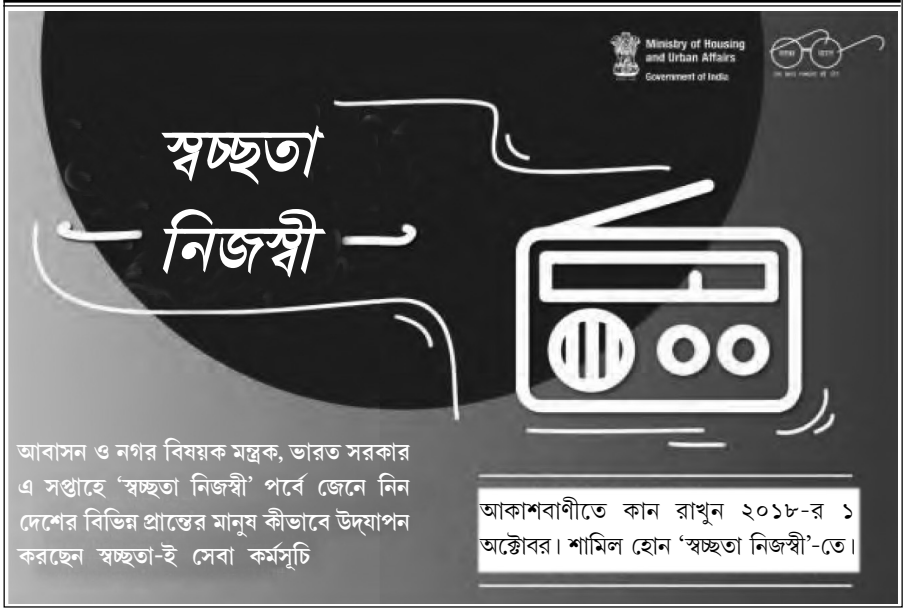

সময় তৈরি হওয়া বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। পদ্ধতি সঠিকভাবে কার্যকর হলে এই তারকা অবস্থান নির্ধারণ পদ্ধতি এদেশে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। যত বেশি সংখ্যায় শহরগুলি তারকাখচিত হবে এবং পরিচ্ছন্নতা তথা বসবাসের পরিবেশগত উন্নয়নে মানুষের প্রত্যাশা বাড়বে; ততই দেশের প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক বুননে আসবে পরিবর্তন। কোনও শহরের নামের পাশে বসা তারকার সংখ্যা, পরিচ্ছন্নতার ধারণার রূপায়ণে প্রশাসন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পারঙ্গমতার পরিমাপক হয়ে উঠতে পারে তখন।

জন আন্দোলনের পথে

স্বচ্ছ ভারত আন্দোলন দেশের শিশু, যুবা তথা প্রবীণ, সব বয়সের মানুষকেই প্রভাবিত ও উৎসাহিত করে তুলেছে। এটাই সম্ভবত এই অভিযানের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। পরিকাঠামো এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের পাশাপাশি গত চার বছর ধরে ধীরে ধীরে তা হয়ে উঠেছে সামাজিক এক উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''.....এক হাজার মহাত্মা গান্ধী কিংবা এক লক্ষ নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টাও পরিচ্ছন্নতার ধারণার রূপায়ণে সক্ষম হবে না, কিন্তু ১২৫ কোটি নাগরিকের যৌথ প্রয়াসে অল্প সময়েই সেই স্বপ্নপূরণ সম্ভব।" ২০১৯-এর দোসরা অক্টোবরের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণভাবে নির্মল করে তুলতে নাগরিকদের গুরুত্ব কতখানি তা ওই মন্তব্যে স্পষ্ট।

অভিযানের সূচনার সময় প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় ৯ জন ব্যক্তিকে 'স্বচ্ছ ভারত মুখপাত্র' বা 'Brand Ambassador' হিসেবে মনোনীত করেন। নিজেদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার প্রয়াসে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখন এই ধরনের ১৫০ জন মুখপাত্র আছেন।

এই ভাবনাকে ঘিরে বিশেষ কর্মসূচি, নাগরিকদের যোগদান, ছাত্রসমাজ এবং

চিত্র-৮
স্বচ্ছতাই সেবা—একটি ঝলক

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সহায়তাকে মূলধন করে সামাজিক অভ্যাসগত পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে (চিত্র-৬ দ্রষ্টব্য)। সারা দেশজুড়ে এই প্রচেষ্টায় শামিল 'স্বচ্ছাগ্রহী'-রা। দৃশ্য-শ্রাব্য এবং অন্য নানা গণ মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে পরিচ্ছন্নতার বার্তা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শৌচব্যবস্থা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে বেতারে সম্প্রচারিত হচ্ছে 'স্বচ্ছতা নিজস্বী' ধারাবাহিক (Swachhata Selfie Series) (চিত্র-৭ দ্রষ্টব্য)। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিন প্রয়োগ প্রণালী বা অ্যাপ-এর সাহায্যে পরিচ্ছন্নতার কর্মসূচিতে সাধারণ নাগরিকদের আরও বেশি শামিল করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। মানুষ এখন বুঝতে পারছেন যে স্যানিটেশন চিত্রের উন্নয়ন বা পরিচ্ছন্নতাবিধান শুধুমাত্র সরকারের একার দায়িত্ব নয়। এক্ষেত্রে দায় রয়েছে প্রত্যেকের (বক্স-২ দ্রষ্টব্য)।

গত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ২ অক্টোবরর পর্যন্ত 'স্বচ্ছতাই সেবা' কর্মসূচিতে নগর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ২৫ হাজার কর্মকাণ্ডের আয়োজন হয়। শামিল হন প্রায় ৪০ লক্ষ নাগরিক। এধরনের 'জন-আন্দোলন' নজিরবিহীন (চিত্র-৮ দ্রষ্টব্য)।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব : কয়েকটি উদাহরণ

ইন্দোর পুরনিগমের সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা (জাগরণ ২০১৭)[৬]-এ দেখা গেছে শৌচালয় ব্যবস্থার প্রসারের ফলে পতঙ্গবাহিত রোগ সংক্রমণ কমেছে ৭০ শতাংশ। ওই শহরে ২০১৬-র জুন থেকে আগস্টে জন্ডিস, কলেরা, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ। ২০১৭-র ওই সময়ে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজারে। ফলে বেঁচে গেছে ২০ কোটি টাকার ওষুধ। ছত্তিশগড়ে গত ২ বছরে ডায়ারিয়া বা টাইফয়েডের মতো রোগ-এর প্রাদুর্ভাব কমেছে অনেকটাই। স্বচ্ছ ভারত অভিযান-এর সুফল মিলছে নানা দিক থেকে। দেশের শহরগুলিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন ৭৪ হাজারেরও বেশি অস্থায়ী কর্মী। জীবিকার

সংস্থান হয়েছে তাদের। বিভিন্ন শহরে অম্বিকাপুর নিদর্শ (Model) অনুযায়ী চালু হওয়া কঠিন তরল সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির হাজার হাজার সদস্যার কর্মসংস্থান হয়েছে। মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করছেন তারা। প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বর্জ্য থেকে প্রয়োজনীয় নানা ধরনের পণ্য তৈরির উদ্যোগ চোখে পড়ছে এখন। এক্ষেত্রেও এসে গেছে স্টার্ট আপ সংস্থাগুলি। কোথাও জমে থাকা ফুল বা মন্দিরের বর্জ্য থেকে তৈরি হচ্ছে ধূপকাঠি, কোথাও বা ফেলে দেওয়া গাড়ির টায়ার থেকে বাড়ির আসবাব। আবার কোথাও কঠিন বর্জ্য থেকে হস্তশিল্প সামগ্রী, বস্ত্র, পাটের থলে তৈরি হচ্ছে।

প্লাস্টিকের থলের বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ। কঠিন বর্জ্যকে ব্যবহার করে উদ্ভাবনমূলক এবং ব্যয়সাশ্রয়ী পন্থায় প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বাড়ছে বাণিজ্যের পরিসর।

১ মেট্রিক টন বর্জ্য থেকে তিন হাজার টাকার মূল্যযুক্ত পণ্য তৈরি সম্ভব বলে ধরলে বর্তমানে কঠিন বর্জ্য থেকে তৈরি হতে পারে ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের পণ্য। ঠিকভাবে এগোনো গেলে এক্ষেত্রে বহু কোটি টাকার শিল্প সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে—যা দেশের অর্থনীতির ওপর অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে।

এগিয়ে চলা

পরিচ্ছন্নতার অভিযান ঘিরে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, নগর প্রশাসক এবং সর্বোপরি সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে যে উৎসাহ এবং আন্তরিকতা তৈরি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আগামী দিনের কর্মসূচি ঠিক করে নিতে হবে আমাদের। স্যানিটেশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রসারে স্বচ্ছ ভারত অভিযান (নগর)-এর সঙ্গে যোগ্য সংগত করে চলেছে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের আওতাধীন নানা প্রকল্প। এপ্রসঙ্গে অটল নগর পুনরুজ্জীবন ও রূপান্তরকরণ অভিযান (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation—AMRUT)- এর উল্লেখ করা যেতে পারে। AMRUT-এ বর্জ্য জল এবং জমে থাকা মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিশেষ অগ্রাধিকার রয়েছে। অত্যাধুনিক নগর অভিযান বা Smart Cities Mission-এর উল্লেখও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সেখানেও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক (Parameter)। যে গতিতে কাজ এগোচ্ছে তা ধরে রাখাই যথেষ্ট নয়। এই কাজ আরও ত্বরান্বিত করতে হবে উদ্ভাবন, সংস্কারমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে। এজন্য চাই শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণমূলক এবং আইনি পরিকাঠামো। কাজে ঢিলেমি বরদাস্ত করা যাবে না। আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের সাম্প্রতিক নানা উদ্যোগ, কেন্দ্র/রাজ্য/স্থানীয় প্রশাসন-এর বিরামহীন প্রয়াস এবং জাতীয় পরিবেশ আদালতের যথাবিহিত হস্তক্ষেপ ও নজরদারির মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যের দিকে আরও দ্রুত এগোবে দেশ—এই আমাদের দৃঢ় আশা।

শেষ কথা

পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশগত নির্মলতার সঙ্গে মানুষের ক্ষমতায়ন এবং জীবনযাপনের উৎকর্ষের প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্যভাবে আজ জড়িয়ে গেছে। শৌচব্যবস্থার উন্নয়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং জঞ্জালমুক্ত শহর, মানুষের জীবনযাত্রার এবং বৃহত্তর পরিমণ্ডলে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম। বিশেষভাবে উপকৃত হবেন আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠী। শিশুদের নিরাপত্তা এবং মহিলাদের মর্যাদা বজায় রাখার স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠবে। পতঙ্গবাহিত রোগ সংক্রমণের ঘটনা যাবে অনেক কমে। তৈরি হবে আরও নানা ধরনের জীবিকার সুযোগ। আবর্জনা-সংগ্রাহক এবং অন্য নানা অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষ পাবেন নতুন কাজ ও আয়ের সুযোগ। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধরনের ব্যবসায়িক উদ্যোগের দরজা যাবে খুলে। দেশ জঞ্জালমুক্ত হলে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা অনেক বাড়বে। আসবে বিদেশি মুদ্রা, যা সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলবে 'সুস্থ, স্বাস্থ্যবান, সমর্থ এবং সমৃদ্ধ' সমাজ। নতুন ভারত—২০২২-এর লক্ষ্যে যাত্রাপথ হয়ে উঠবে আরও সুগম।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) UNICEF. (n.d.). UNICEF. Accessed from https://www.unicef.org/media/media_68359.html

(২) http://edugreen.teri.res.in/exp;ore/solwaste/health.htm

(৩) PHFI. (2015). India Health Report-Nutrition 2015. PHFI. Accessed from http://www.transformation.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/INDIA-HEALTH-REPORT-NUTRITION_2015_for-Web.pdf

(৪) https://mdws.gov.in/sites/default/files/UNICEF_Economic_impact_study.pdf

(৫) The Kasturirangan report

(৬) Jagran. (2017, September). Jagran. Retrieved from Jagran National : http://www.jagran.com/news/national-swachh-bharat-abhiyan-effects-illnesses-70-percent-decreased-in-indore-16744224.html

স্যানিটেশন : প্রতি মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিক বিষয়

অক্ষয় রাউত

রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সরকারি নীতি, বিনিয়োগ, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এমন একটা পরিসর গড়ে তোলা দরকার যেখানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দশকের পর দশক ধরে শৌচব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত অবহেলার ফলে উদ্ভূত অভিশাপের মূলে চরম কুঠারাঘাত সম্ভব। এক্ষেত্রে লেসোথো, কোরিয়া বা মালয়েশিয়ার মতো দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়। এই পথেই এগিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪-র ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে ডাক দিয়েছেন জঞ্জালমুক্ত দেশ গড়ার। মহাত্মার আদর্শের অনুসারী হয়ে শৌচব্যবস্থার প্রসারকে অগ্রাধিকারের বিষয় করে তুলেছেন তিনি।

স্যানিটেশন বা অনাময় এবং পরিচ্ছন্নতা বা স্বচ্ছতার ধারণাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দেহের পরিচ্ছন্নতা, প্রতিবেশ-এর পরিচ্ছন্নতার পরিসর থেকে আরও এগিয়ে অনেকেই এই ধারণার মধ্যে মন ও আত্মার নির্মলতার বিষয়টিকেও নিয়ে আসেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের কাছেই কোনও না কোনওভাবে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় এটি। স্যানিটেশন এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিসম্পদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত একাধিক সমীক্ষায়। কাজেই এই পরিষেবার যথোপযুক্ত সংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজের দায়িত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীভেদে এই পরিষেবার ধরনধারণ, ব্যাপকতা এবং প্রভাব অবশ্যই ভিন্ন। কিন্তু বিষয়টি যে সকলের পক্ষে জরুরি ও প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে না।

যৌথ প্রয়াসের গুরুত্ব

রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সরকারি নীতি, বিনিয়োগ, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এমন একটা পরিসর গড়ে তোলা দরকার যেখানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দশকের পর দশক ধরে শৌচব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত অবহেলার ফলে উদ্ভূত অভিশাপের মূলে চরম কুঠারাঘাত সম্ভব। এক্ষেত্রে লেসোথো, কোরিয়া বা মালয়েশিয়ার মতো দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়।

এই পথেই এগিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪-র ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে ডাক দিয়েছেন জঞ্জালমুক্ত দেশ গড়ার। মহাত্মার আদর্শের অনুসারী

[লেখক পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রকের আওতায় 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' কর্মসূচির মহানির্দেশক। ই-মেল : akashy.rout@gmail.com]

হয়ে শৌচব্যবস্থার প্রসারকে অগ্রাধিকারের বিষয় করে তুলেছেন তিনি। দেশের গ্রাম, শহর, রাস্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মস্থান, হাসপাতাল—সর্বত্রই পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগে সাধারণ মানুষকে শামিল হওয়ার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। স্বপ্ন দেখিয়েছেন 'স্বচ্ছ ভারত'-এর। কিন্তু একটি সংস্থা বা একটিমাত্র মন্ত্রক কিংবা দপ্তরের দ্বারা একাজ সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব

'পরিচ্ছন্নতা সকলের ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক'। এটি শুধুমাত্র স্বচ্ছ ভারত অভিযানের স্লোগানই নয়। নীতি থেকে রূপায়ণের পথে অর্থপূর্ণ প্রয়াসের ভিত্তি তা। স্যানিটেশনের উন্নয়নে এসংক্রান্ত দপ্তর ছাড়া অন্য মন্ত্রকগুলিও উদ্যোগ নিচ্ছে, যাতে পরিচ্ছন্ন দেশের স্বপ্নের স্থায়ী বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রককে পরিচ্ছন্নতার অভিযানে শামিল করে তুলতে হাতে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প। ফলে স্বচ্ছতার জন্য সংগ্রাম হয়ে উঠছে সর্বাত্মক ও সমন্বিত এক ধারাবাহিক প্রয়াস।

স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনা বা SAP (Swachhata Action Plan)

২০১৭-র পয়লা এপ্রিল সূচনা হয় স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনা বা SAP-র। এর আওতায় মন্ত্রক এবং দপ্তরগুলি তাদের কর্মকাণ্ডের আওতায় পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করে নির্দিষ্ট বাজেট এবং কর্মসূচি অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে। সরকারের কর্মকাণ্ডে একটি মাইলফলক এই SAP। ২০১৭-'১৮ এবং ২০১৮-'১৯, দু'টি অর্থবর্ষেই সবক'টি মন্ত্রক এবং দপ্তর তাদের বাজেটে পরিচ্ছন্নতার প্রসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান রেখেছে। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে এর মোট পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার ১৭৯ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত এবাবদ বরাদ্দ অর্থের মোট পরিমাণ ১৭ হাজার কোটি টাকা।

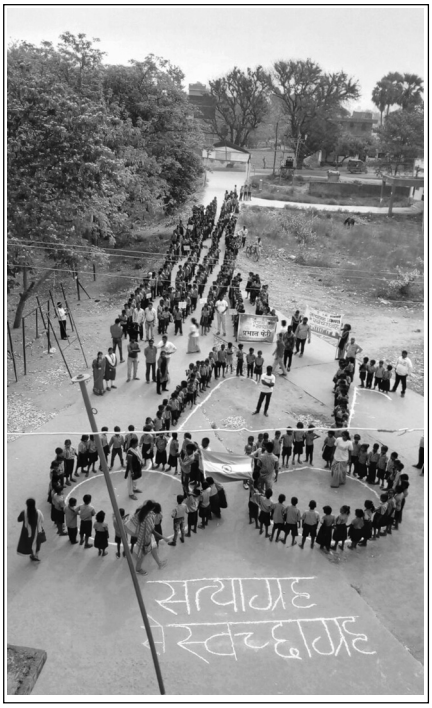

SAP অনুযায়ী, প্রতিবছর পরিচ্ছন্নতার অভিযানে প্রত্যেকটি মন্ত্রকের প্রস্তাবিত বিভিন্ন উদ্যোগের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এতে উল্লেখ থাকছে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণেরও। কাজ কতটা এগোলো, তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে খতিয়ে দেখছে সচিবদের একটি কমিটি।

২০১৮ সালে স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনার আওতায় ভালো কাজের স্বীকৃতিতে পুরস্কৃত হয়েছে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, সড়ক পরিবহণ এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক।

স্বচ্ছতা পাখোয়াড়া বা পক্ষ (SP)

সদাচারের দৃষ্টান্ত প্রথমে নিজেই গড়ে তুলতে হয়। পরিচ্ছন্নতার আন্দোলনে সকলেই সামিল হোক—এমনটাই যদি সরকার চায় তাহলে সর্বাগ্রে সরকারকেই এগোতে হবে। একথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে ২০১৬ সালে চালু হয় স্বচ্ছতা পাখোয়াড়া বা পক্ষ কর্মসূচি। সারা দেশজুড়ে স্যানিটেশনের প্রসারের লক্ষ্যে এর আওতায় চার-পাঁচটি মন্ত্রককে দিনপঞ্জী মোতাবেক বছরে ১৫ দিন করে নিজেদের অধীনে থাকা স্থানগুলিতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত এরকম ৯২-টি পাখোয়াড়া সম্পন্ন হয়েছে। এই ১৫ দিন ধরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলি তাদের বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়ে জানিয়ে দেয় অনলাইন পোর্টাল http://swachhbharatmission.gov.in/SwachhSamiksha/index.aspx-এ। প্রস্তুতি বৈঠকে বসেন মন্ত্রী ও সচিবরা। কর্মকাণ্ডটির রূপায়ণ ও অগ্রগতির মূল্যায়ন করে শেষমেশ কতটা সাফল্য পাওয়া গেল, তা সাংবাদিক সম্মেলনে জানান তারা। বস্তুত, এই ১৫ দিন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রকই হয়ে যায় 'স্বচ্ছ ভারত মন্ত্রক'। পাখোয়াড়া শেষপর্যন্ত কতটা সফল হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হয় প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে।

পাখোয়াড়ার সাফল্যের বিচার করে মন্ত্রকগুলির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকটি আবার অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার

স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিশেষ কয়েকটি উদ্যোগ

- পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক তৈরি করেছে swachhata@petrolpump অ্যাপ। এর মাধ্যমে পেট্রোল পাম্পগুলির পরিচ্ছন্নতার ওপর নজর রাখা হয়।
- বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা দপ্তর প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা শৌচালয় তৈরির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।
- অসামরিক বিমান পরিবহণ, বিদ্যুৎ এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, জল সংরক্ষণ, জৈব জ্বালানির ব্যবহার, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ করছে সাফল্যের সঙ্গে।
- ২০১৯-এর মধ্যে জৈবসংহারক (bio-digester) শৌচালয় গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে রেল মন্ত্রক।
- স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে বাছাই, বিন্যাস, সজ্জা, প্রমিতকরণ, লাগাতার প্রয়াস (5S—Sort, Set in order, Shine, Standardise and Sustain)-এর আদর্শ রূপায়ণে উদ্যোগী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। স্বচ্ছতা সর্বত্র কর্মসূচির রূপায়ণে তারা পানীয় জল মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে এগোচ্ছে।

মাধ্যমে তৈরি তালিকার ভিত্তিতে এই পুরস্কার পাঠিয়ে দেয় পরিচ্ছন্নতার এই কর্মসূচি রূপায়ণে সাফল্যের শীর্ষে থাকা নিজের অধীনস্থ দপ্তরগুলিতে।

নিছক নিয়মমাফিক একটি কর্মসূচি থেকে ধীরে ধীরে শৌচ ব্যবস্থার প্রসারে লাগাতার এবং গঠনমূলক উদ্যোগ হয়ে উঠেছে স্বচ্ছতা পাখোয়াড়া। এতে শামিল হচ্ছেন সরকারের সর্বস্তরের কর্মীরা।

গত দু'বছর ধরে বর্ষপুস্তক বা ইয়ারবুক-এ বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের স্বচ্ছতা পাখোয়াড়া সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করে চলেছে পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক। ২০১৭-এ, এই কর্মকাণ্ডে সাফল্যের ভিত্তিতে পুরস্কৃত মন্ত্রকগুলি হল রেল, জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগ।

২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষে ৭৬-টি মন্ত্রক এবং দপ্তর স্বচ্ছতা পাখোয়াড়ার আয়োজনে শামিল হয়েছে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানগুলির পরিচ্ছন্নতা (Swachh Iconic Places—SIP)

প্রধানমন্ত্রী চিন্তাভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রসিদ্ধ ধর্মীয় স্থানগুলিকে আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। নির্দিষ্টভাবে ওই স্থানগুলিই নয়, তার আশপাশকে পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি—একথা বারবার বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যেই

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আওতায় হাতে নেওয়া হয়েছে পরিচ্ছন্ন প্রসিদ্ধস্থান (Swachh Iconic Places—SIP) প্রকল্প।

প্রকল্পটির রূপায়ণে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক এবং পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের পাশাপাশি রাজ্য, স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন অছি সংস্থা এবং ব্যবস্থাপক সমিতির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক। এই কাজে প্রযুক্তিগত এবং আরও নানা ধরনের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি সংস্থা।

বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় তিরিশটি জায়গায় কাজ চলছে। পর্যায়ক্রমে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে ঐতিহ্যমণ্ডিত ১০০-টি স্থানকে। পর্যটকদের সুবিধার্থে সেখানে শৌচ ব্যবস্থাকে পরিকাঠামো আরও উন্নত করে তোলা হবে ধাপে ধাপে।

গঙ্গা গ্রাম

স্বচ্ছ ভারত অভিযান (SBM) এবং জাতীয় নির্মল গঙ্গা অভিযানের সমন্বয়ে আরও একটি আন্তঃমন্ত্রক প্রকল্প হল গঙ্গা গ্রাম। নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পরিচ্ছন্নতা বিধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে এই প্রকল্প।

২০১৭-র ১২ আগস্ট এলাহাবাদে সরপঞ্চ মহাসম্মেলনে এই প্রকল্পের সূচনা। সেখানে গঙ্গাতীরের ৪৪৭৫-টি গ্রামকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন বলে ঘোষণা করা হয়। পরে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি ২৪-টি গ্রামকে চিহ্নিত করে, যেগুলি পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গা গ্রাম হয়ে উঠবে। এই 'গঙ্গা গ্রাম'-গুলি প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন

Swachh Iconic Places

হওয়ার পাশাপাশি পুকুর ও জলাশয় সংস্কার, বিন্দুসেচ (Sprinkler Irrigation), পর্যটন, আধুনিক শ্মশান পরিকাঠামো, উন্নত বর্জ্য জল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জল সংরক্ষণ প্রকল্প, জৈব চাষ, ফুলচাষ এবং ভেষজ চাষে সমৃদ্ধ হবে।

প্রকাশ্যে শৌচকর্মের কুপ্রভাব সম্পর্কে গ্রামবাসীদের সচেতন করে তুলতে নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ। তাদের বোঝানো হয় যে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো না থাকা শুধুমাত্র নদীর নয়, গ্রামের পক্ষেও হানিকর। 'গঙ্গা গ্রাম' কর্মসূচির রূপায়ণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলিকে। এই উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও শর্ত হল সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ।

সামনের সারিতে ছাত্র ও যুবসমাজ

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পারিপার্শ্বিকের পরিচ্ছন্নতা বিধানে বিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও যুবাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা পরিবর্তনের অণুঘটক হিসেবে কাজ করবে এমনটাই প্রত্যাশা। বিদ্যালয় এবং তার আশপাশে দৈনিক নানা কর্মকাণ্ড এবং স্বচ্ছতা অলিম্পিক্স, স্বচ্ছতা নির্বাচন ও সমাবেশ কিংবা পদযাত্রার মতো বিশেষ আয়োজনেও তারা অপরিহার্য। নিজের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বোঝানো এবং এবিষয়ে ছবি আঁকা, প্রবন্ধ লেখা, চলচ্চিত্র তৈরির মতো কাজে শামিল এরা। বাড়িতে শৌচালয় না থাকলে তা তৈরি করার দাবিতে প্রায়শই সরব হয়ে উঠতে দেখা যায় তাদের।

স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি যুবক-যুবতীরাও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেনতার

প্রসারে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রচার, দেওয়ালচিত্রণ, এলাকায় আবর্জনাহীন করে তোলার মাধ্যমে বার্তা দিয়ে চলেছেন। 'স্বচ্ছতা স্বেচ্ছাসেবক' বাহিনীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এই যুবসমাজ।

এবছর গ্রীষ্মকালে কলেজ পড়ুয়া এবং তরুণ-তরুণীদের জন্য আয়োজন করা হয় 'স্বচ্ছ ভারত গ্রীষ্মকালীন শিক্ষানবিশি' কর্মসূচির (Swachh Bharat Summer Internship)। অন্তত ১০০ ঘণ্টা, পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত রাখা হয় অংশগ্রহণকারীদের। মে থেকে জুলাই স্কুল-কলেজে গরমের ছুটির সময় আয়োজিত এই কর্মসূচির দায়িত্বে পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রকের সঙ্গে ছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকও। কর্মসূচিটির সূচনা হয় প্রধানমন্ত্রীর উদাত্ত আহ্বানের মধ্যে দিয়ে। গ্রামে গ্রামে এলাকা পরিচ্ছন্ন করে তুলতে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে হাত মেলান এই 'শিক্ষানবিশ' বা 'সহকারী'-রা। এই কার্যক্রমে যোগদানকারীরা যাতে ভবিষ্যতে কাজের বাজারে বাড়তি যোগ্যতার শিলমোহর নিয়ে ঢুকতে পারেন সে জন্য দেওয়া হয় শংসাপত্র ও পুরস্কার। পড়াশোনা বা পরীক্ষার মূল্যায়নেও বাড়তি কিছুটা ওজন যাতে অংশগ্রহণকারীরা পান সে ব্যবস্থাও করে সরকার। এই উদ্যোগের আওতায়, পরিচ্ছন্নতার প্রসার এবং সাধারণ মানুষের অভ্যাসগত পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় 'শ্রমদান' করেন প্রায় চার লক্ষ যুবা।

বাণিজ্য সংস্থার অংশীদায়িত্ব

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে বিশেষভাবে সহায়তা করে চলেছে বিভিন্ন বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থা। এই সব প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক অবদানের পথ সুগম করতে গড়া হয় স্বচ্ছ ভারত তহবিল বা 'কোষ'। সেখানে এ বছরের মার্চ পর্যন্ত জমা পড়েছে মোট ৮৩৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। তা ব্যয় করা হচ্ছে চিহ্নিত কয়েকটি অঞ্চলের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক উন্নয়নে।

জনসেবায় বেসরকারি ক্ষেত্রের শামিল হওয়ার উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত হল দক্ষ ও তরুণ পেশাদারদের নিয়ে জেলা স্বচ্ছ ভারত প্রেরক দল গড়ে তোলায় পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক এবং টাটা ট্রাস্টের যৌথ প্রয়াস। এই উদ্যোগে টাটা ট্রাস্ট ৪৭৫ জন উৎসাহী তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষিত করে

তুলেছে। এরা স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ বা SBM-G-র আওতায় নানা কর্মপরিকল্পনার রূপায়ণ ও তদারকিতে জেলা প্রশাসনগুলিকে সহায়তা করছেন। ভারত স্যানিটেশন সমন্বয়জোট (India Sanitation Coalition)-এর মতো অন্যান্য আরও নানান উদ্যোগে যোগ দিয়েছে বেশ কয়েকটি সংস্থা। স্বচ্ছ ভারত-গ্রামীণ অভিযানের প্রচার ও সচেনতা কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্র।

সংবাদ মাধ্যমের সহায়তা

শৌচব্যবস্থার অপর্যাপ্ততাজনিত কুফল-গুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করে সমাজে অভ্যাসগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে বিভিন্ন সংবাদ ও গণমাধ্যম। এর ফলে আরও জোরদার হয়েছে স্বচ্ছতা অভিযানের বার্তা। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, আলোচনার মাধ্যমে তা পৌঁছে যাচ্ছে সমাজের সর্বস্তরে। স্বচ্ছতার অভিযানে ভারতীয় গণ ও সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা প্রশংসিত হচ্ছে সব মহলে।

পরিচ্ছন্নতা বা স্বচ্ছতা দূত

স্বচ্ছ ভারত মিশনে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বিধাহীন সমর্থন প্রসঙ্গে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। এই অভিযানে নিজের মতো করে অবদান রেখে চলেছেন। ধনী থেকে দরিদ্র, যুবা থেকে বৃদ্ধ, বিশিষ্ট জন থেকে সাধারণ মানুষ— সকলেই।

বলিউড অভিনেতা, নামজাদা খেলোয়াড়, অন্য নানা ক্ষেত্রের কৃতীরা পরিচ্ছন্নতার অভিযানে তারা অবদান রাখছেন ব্যস্ত সময়সূচি সত্ত্বেও। শৌচালয় ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করতে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে বিখ্যাত ব্যক্তিদের আবেদন নজর কেড়েছে সবারই। পরিচ্ছন্নতার বার্তা পৌঁছে দিতে সাম্প্রতিককালে তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র। এর মধ্যে রয়েছে 'টয়লেট—এক প্রেম কথা', 'প্যাডমান' ইত্যাদি।

সর্বজনের বিষয়

পরিচ্ছন্নতার সংগ্রামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেনা হলেন সাধারণ মানুষ। এই অভূতপূর্ব জন আন্দোলন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলনে মূল আলোচ্য হয়ে ওঠে। 'জন আন্দোলন' শব্দটি এখন স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রসঙ্গে প্রায়শই ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্বচ্ছতাই সেবা (স্বচ্ছতা হি সেবা) ২০১৭ এবং ২০১৮, চলো চম্পারণ, প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন সপ্তাহ কিংবা পক্ষ উপলক্ষ্যে একত্রিত হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। 'শ্রমদান'-এ সামিল হয়েছেন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনিক কর্তাবক্তি এবং সর্বোপরি দেশের সাধারণ নাগরিকরা। বর্জ্য নিক্ষেপের জন্য গর্ত খোঁড়া, নিক্ষেপিত অবস্থায় চাপা থেকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রূপান্তরিত বর্জ্য তুলে আনা (Pit emptying)-র মতো কাজে হাত লাগান তারা।

লক্ষ্য ছিল, এইসব কাজের সঙ্গে গ্লানির যে ধারণা যুক্তিহীনভাবে জড়িয়ে রয়েছে তা দূর করা। ধর্মীয় এবং বিভিন্ন মতাদর্শের প্রচারক ও নেতারাও স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নিজেদের অনুগামীদের শামিল করার কাজে যুক্ত হয়েছেন।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে মহিলারা যেভাবে গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তার জুড়ি মেলা ভার। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে, ২০১৭ এবং ২০১৮—দু' বছরই আয়োজন হয় 'স্বচ্ছ শক্তি' কর্মসূচির। এই উপলক্ষ্যে গ্রামে শৌচব্যবস্থার প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিতে মহিলাদের সম্মানিত করা হয়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল এ বছর জুলাইতে চালু হওয়া 'স্বচ্ছ জীবিকা স্বচ্ছ বিহার'। এর লক্ষ্য হল 'দিদি' (স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীর সদস্যা)-দের বাড়িতে বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয়ের সংস্থান। 'জীবিকা ভগ্নী'-দের নিজেদেরই নেতৃত্বে ইতোমধ্যেই ১০ লক্ষ Twin Pit শৌচাগার তৈরি হয়ে গেছে।

ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ

'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' হল সাধারণ মানুষের অভ্যাসগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে গৃহীত বৃহত্তম কর্মসূচি। আবেগের বশে হঠাৎ করে তা চালু করে হয়েছে এমনটা নয়। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে শামিল করে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট এবং চিন্তাপ্রসূত পরিকল্পনা এই অভিযানের ভিত্তি। শৌচ ব্যবস্থা সংক্রান্ত স্থায়ী ও সর্বাত্মক উন্নয়নে প্রতিটি মানুষকেই নিজস্ব ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী অবদান রেখে যেতে হবে। এ কেবল কথার কথা নয়। কারণ, বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত সকলেই।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

ডিজিটাল ভারত

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

Erfan Habib
WBCS 2015 (Gr-A)
Dr. Dipanjan Jana
WBCS 2016 (Gr-A)
Suman Rajbangshi
WBCS 2016 (Gr-A)
Sam Mohammed Sk.
WBCS (Gr-C)
Ajijul Shaikh
WBCS (Gr-A)
Surajit Mondal
(DSP)
Shayan Ahmed
(WBCS) DSP
Ramanath Das
WBCS
বিশিষ্ট লেখক তুজামমেল হোসেনের কোচিং সেন্টার
NEW HORIZON STUDY CIRCLE
POSTAL COACHING | CLASS COACHING | MOCK TEST | INTERVIEW PROGRAMS
C(P) 2/2, 66 Barnaparichay Market (Block A, 1st floor), College st. Kolkata - 700 007
Ph: 033 2241 6899 / 98364 84969
No. 1
Courses Offered
WBCS (Exe.) Full Course
Class Coaching | Mock Tests | Interview Preparation
Special Coaching
Maths, Econ., Current Affairs & Anthro. Optional
Only Mock Test Program
WBCS (Preli.) Crash Course is going to start immediately.
at minimum possible course free.
Come soon—Limited Seats
তুজামমেল হোসেন-এর বইগুলি WBCS ও অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের শেষ কথা
WBCS Arithmetic & Reasoning
WBCS (Preli. & Mains) পরীক্ষার জন্য যে সব Maths & Reasoning এর materials দরকার তা chapterwise অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে exclusive tips সহ সমাধান করা হয়েছে। সঙ্গে আছে WBCS (Preli. & Mains), Central SSC-এর প্রায় সব পরীক্ষা ও IBPS পরীক্ষার প্রশ্নগুলির সঠিক সমাধান।
INDIAN ECONOMY PLUS
FREE Supplement Copy Upto Jan. 2019
This book deals with basic concept of Economics that is essencial for the non-economic students. The essential study materials including solutions of questions of WBCS (Preli. & Mains), IAS (Preli.), SSC (CGL) & IBPS etc. Examinations. This is essential for success.
Golden opportunity - Upto WBCS (Preli.) Exam. 2019 suggestive MCQs and current data sets are provided at FREE of cost alongwith this book.
ভারতের অর্থনীতি- বিশেষণে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
FREE Supplement copy available Upto Jan. 2019
WBCS (Preli. & Mains) ও IAS (Preli. & Mains) সহ যে কোনো ধরনের চাকরির পরীক্ষার উপযোগী ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ে সব ধরণের পঠ্যবস্তু স্বযত্নে বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সব ধরনের চাকরির পরীক্ষার পূর্বতন বছরগুলি প্রশ্নের সঠিক সমাধান সুত্র এই বই।
WBCS Compulsory
Practice Sets & Solutions of Previous Years Questions
Compulsory Bengali & English
ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস
Target WBCS Preliminary
Practice Sets
Current Affairs
Competitive Mathematics for all Competitive Exam.
T. Hossain
Comming Soon
... etc.
Krishnendu Khan
(WBCS 2016)
Durbar Banerjee
(DSP)
Kalyan Laha
WBCS (Gr-C)
Tarikul Islam
(WBCS) R.O.
Rathin Sarkar
WBCS (Gr-C)
Nilanjan Sinha
WBCS (Gr-C)
Eleyas
WBP (S.I.)
Mofijur Rahaman
WBCS (ACTO)
Anjan Chatterjee
(A.P.O)
Aparna Das
(WBCS 216)
Md. Saiful Rahaman
(WBCS) C.T.O
Piyali Mondal
WBCS (Exe.) BDO
Chitra Majumdar
(WBCS) JSWS
Dip Sankar Das
(WBCS) R.O.
Souvik Chatterjee
(WBCS) R.O.
Chandrani Bandhyapadhyay
WBCS (Gr-C)
Sounak Banerjee
WBCS (Gr-A)
Monirul Islam
(WBCS) R.O

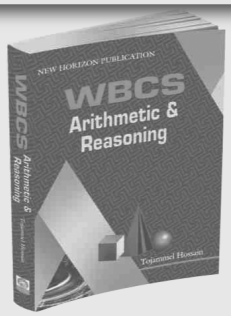

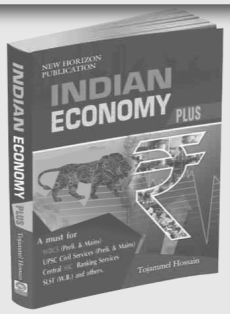

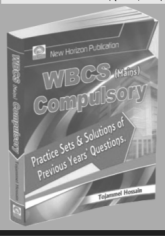

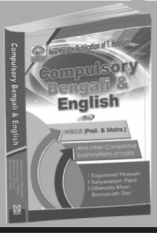

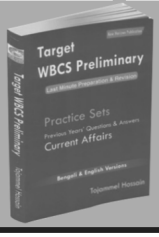

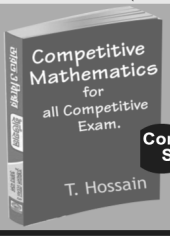

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

স্বচ্ছ ভারত মিশন বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন

সন্তোষ কুমার

'পরিচ্ছন্নতার স্থান ঈশ্বরের ঠিক পরেই'—শতাব্দী প্রাচীন এই ভারতীয় মূল্যবোধের মধ্যেই আমরা বেড়ে উঠেছি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের ওপরেই জাতির দৃঢ়ত্ব নির্ভর করে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিচ্ছন্নতা বোধ। পরিচ্ছন্নতার যে অভিযান সরকার শুরু করেছে, নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে তা এক জন-আন্দোলনের রূপ না নিলে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া সম্ভব নয়।

ভাগবত গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'শৌচম' অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতার কথা বলা হয়েছে। কোনও মানুষ আত্মোন্নতি করতে চাইলে তাকে এই গুণটি অর্জন করতে হয়। 'শৌচ' থেকে আসে মনের বিশুদ্ধতা, স্থৈর্য, ইন্দ্রিয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং আত্মোপলব্ধির যোগ্যতা। দেহ, মন ও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য; তাই আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও নৈতিকতা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। 'পরিচ্ছন্নতার স্থান ঈশ্বরের ঠিক পরেই'—শতাব্দী প্রাচীন এই ভারতীয় মূল্যবোধের মধ্যেই আমরা বেড়ে উঠেছি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের ওপরেই জাতির দৃঢ়ত্ব নির্ভর করে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিচ্ছন্নতা বোধ। পরিচ্ছন্নতার যে অভিযান সরকার শুরু করেছে, নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে তা এক জন-আন্দোলনের রূপ না নিলে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া সম্ভব নয়। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী, স্বচ্ছ ভারত মিশনকে জাতির একান্ত অঙ্গীকারে পরিণত করার যে ডাক দিয়েছিলেন, আজ ধীরে ধীরে তা বাস্তব চেহারা নিচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরের, সব রকম প্রেক্ষাপটের, সব বয়সের মানুষ বিপুল সংখ্যায় এই অভিযানে নিজেদের যুক্ত করেছে।

একথা সত্য যে, জীবিকার সংস্থান করা ছাড়াও ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল, একটি শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করা, যাতে সে জীবনের প্রতি সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রেখে সকলের সাথে মিলেমিশে চলতে পারে। শিক্ষা একটি শিশুকে শুধু সমসাময়িক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতেই শেখায় না, তাকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি করে দেয়। বলা হয়, 'মূল্যবোধ শেখানো যায় না, এটা ভেতর থেকে আসে' একটি শিশু যখন বড়ো হতে থাকে, আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও নীতিবোধ তাকে নিজের শিকড়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এখান থেকেই তার মধ্যে স্বাভাবিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। যুবমন যখন আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে মেশে, ভাবনাচিন্তার আদান-প্রদান ঘটায়, তখন সেখানকার মূল্যবোধ তার ভিতরে চারিয়ে যায়।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন—কেভিএস, দেশ এবং দেশের বাইরে ছড়িয়ে থাকা ১১৯০-টিরও বেশি স্কুলের একটি মঞ্চ, যারা সমাজের সর্বস্তরের শিশুদের প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ গুণমানের শিক্ষা দেয়। কেভিএস সব সময়েই শিশুর সঙ্গে তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সংযোগসাধনের ওপর জোর দিয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে কেভিএস সভা, প্রতিযোগিতা, স্কাউটিং-এর

[লেখক কমিশনার, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন, মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রকের আওতাধীন বিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রের এক স্বশাসিত সংস্থা। ই-মেল : skmall1973@gmail.com]

আয়োজন-সহ নানা উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন মঞ্চ ও কর্মসূচিতে 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে, কেভিএস শিশুদের পরিচ্ছন্নতার দূত হিসাবে গড়ে তুলছে।

কেভিএস, স্বচ্ছতা মিশনকে স্কুলের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে একে শিক্ষার অভিন্ন অঙ্গ করে তুলেছে।

- পরিচ্ছন্নতা এখন স্কুলের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।
- স্কুলগুলি তাদের প্রাত্যহিক কাজের অঙ্গ হিসাবে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আঁকা বা রচনা লেখা প্রতিযোগিতা, নাটক, প্রচারাভিযান প্রভৃতিরও আয়োজন করা হয়। মনে রাখতে হবে, কোনও বিশেষ দিন নয়, এই কাজ চলে নিয়মিতভাবে।
- ছাত্র-ছাত্রীরা এই ধারণাকে তাদের পরিবার এবং প্রতিবেশীদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেয়। স্কুলের কর্মসূচিতে স্থানীয় গোষ্ঠীর মানুষজনের উপস্থিতি ভালোমতোই চোখ পড়ে।
- ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু তাদের পরিবার ও প্রতিবেশেই পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়ায় না, তারা কাজ করে স্বচ্ছতার দূত হয়ে।
- কেভি এফআরআই দেরাদুন, ২০১৬ সালের পরিচ্ছন্নতম সরকারি স্কুল হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা পুরস্কার পেয়েছে।

কেভিএস-এ স্বচ্ছ ভারত অভিযান অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করা হয়। ২০১৪ সাল বা তার আগের সময়ের তুলনায় আমাদের স্কুলগুলি কেবল পরিচ্ছন্নতর হয়েই ওঠেনি, সেইসঙ্গে অনেক বেশি সবুজ হয়েছে। কেভিএস-এর লক্ষ্য স্বচ্ছতার পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা প্রসারের উদ্দেশ্যে স্কুলগুলিকে আরও সবুজ করে তোলা।

- সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের গ্রিন স্কুল প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্কুলগুলি শেখে কীভাবে তত্ত্বকথা আর বইয়ের বাইরে বেরিয়ে হাতে-কলমে এসংক্রান্ত কাজ করা যায়।

কেভিএফআরআই দেরাদুনের ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মতৎপরতা।

- প্রাকৃতিক সম্পদের অডিট করা এবং অডিটের মাধ্যমে যেসব পরিবেশগত খামতি ধরা পড়ে, সেগুলি কীভাবে পূরণ করা যায় তার পন্থা-পদ্ধতি নিরূপণে পরিবেশ ব্যবস্থাপক হিসাবে কী করে কাজ করা যায়, তা স্কুলগুলি এই কর্মসূচির মাধ্যমে জানতে পারে।
- স্কুলগুলি যে প্রতিবেদন পেশ করে তার মূল্যায়ন করে তাদের কাজের শংসাপত্র দেওয়া হয়। স্কুলগুলির দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জানানো হয় প্রতিক্রিয়া।
- ২০১৫ সাল থেকে অনলাইন অডিট চালু হয়েছে এবং এর পর থেকেই অডিটের জন্য নাম নথিভুক্ত করা কেভি-র সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।
  - ✓ ২০১৫ সালে নথিভুক্ত স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩২৯, ২০১৬ সালে ৭৩৬ এবং ২০১৭ সালে ৮৫৮।
  - ✓ সারা ভারতে যে ৫৪-টি সবুজ স্কুল আছে, তার মধ্যে প্রায় ১৮ শতাংশই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়।
  - ✓ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি প্রতি বছর অন্তত একটি করে গ্রিন স্কুল প্রোগ্রাম পুরস্কার পায়।
  - ✓ পরিবেশ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কেভি ওট্টাপালামা এবং কেভি পাঙ্গরে 'পরিবর্তনকারী' বিভাগে স্থান পেয়েছে (সম্মানজনক নতুন এই বিভাগে ভারতের মাত্র চারটি স্কুল আছে। তার মধ্যে দু'টি কেভি)। পরিবেশ সম্মানে ভূষিত এই দু'টি স্কুলে চোখে পড়ার মতো কাজগুলি হল :

☐ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, আর্মি ক্যান্টনমেন্ট, পাঙ্গরে, কেরালা

- সবুজ চাদর—স্কুল প্রাঙ্গণের অর্ধেকেরও বেশি এলাকা সবুজে মোড়া।
- বাতাসের গুণমান—ছাত্র-ছাত্রীদের ৭১ শতাংশই স্কুলে যাতায়াতের জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রিত যানবাহন ব্যবহার করে। ৮ শতাংশ যাতায়াত করে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে।
- বর্জ্য—স্কুলের বর্জ্য তাদের নিজেদের বায়ো গ্যাস কারখানার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে গ্যাসের সরবরাহ সুনিশ্চিত করা যায়। স্কুল চত্বরে প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- বৃষ্টির জলকে বিভিন্ন নালা দিয়ে বাহিত করে স্কুলের ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এর কিছুটা গড়িয়ে যায় জঙ্গল এবং কর্মনা নদীর দিকে।

☐ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ওট্টাপালাম, কেরালা

- শক্তি—গত এক বছরে এই স্কুল বিদ্যুতের বিল ব্যাপক হারে কমিয়েছে। স্কুলের প্রশাসনিক ব্লকের পুরোটাই সৌর বিদ্যুতে চলে। এছাড়া বায়ো গ্যাস কারখানায় ৫০ কেজি পর্যন্ত বর্জ্য রাখার সংস্থান রয়েছে। সেখান থেকে প্রায় ১০ কেজি

গ্যাস তৈরি হয়।

- বাতাসের গুণমান—ছাত্র-ছাত্রীদের মাত্র ১ শতাংশ নিজেদের যানবাহন ব্যবহার করে।
- বর্জ্য—স্কুল আবর্জনা কমানোর নীতি নিয়ে চলে। প্রাথমিক বিভাগে রয়েছে 'দুই ঝুড়ি' ব্যবস্থা। দিনের শেষ পিরিয়ডের পাঁচ মিনিট বরাদ্দ থাকে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য।
- জল—বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে তা ব্যবহারের একটি ব্যবস্থা আগে থেকেই এই স্কুলে ছিল। তার সংস্কারসাধন করা হয়েছে। বৃষ্টির জল এখন শেড থেকে মাটির নিচে থাকা ট্যাঙ্কে চলে যায়। সেই সঞ্চিত জলই সরবরাহ করা হয় স্কুলের শৌচাগারে। এছাড়া স্কুলের খেতে ও বাগানেও এই জলই যায়।

ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের 'তোমার স্কুল সবুজ করো' প্রতিযোগিতা

- কেভিএস এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। এর প্রথম পুরস্কার ট্রফি ও নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ট্রফি ও আড়াই লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ট্রফি ও দু' লক্ষ টাকা।
  - ✓ কেভি এএফএস বেগমপাট ২০১৫ সালে এতে প্রথম স্থানাধিকারী হয়।
  - ✓ কেভি সেক্টর টু আর কে পুরম ২০১৬ সালে ৩০৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম হয়।
  - ✓ কেভি আইআইটি কানপুর ২০১৭ সালে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়।

পরিচ্ছন্নতা, নিকাশি, স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে সার্বিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেভিএস, ক্যাম্পাস এবং ক্যাম্পাসের বাইরে নিয়মিতভাবে নানা কার্যসূচি হাতে নেয়। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল :

- বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা নিয়ে প্রতিটি স্কুলে সচেনতা গড়ে তোলা। বর্জ্য যাতে স্কুল চত্বরের মধ্যেই গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলা হয় সেব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। এই বর্জ্যই স্কুলের বাগানের সার হিসাবে কাজ করে।
- ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে খাবার নষ্ট না করে তা দেখা হয়। খাবারের অবশিষ্টাংশ নির্দিষ্ট জায়গাতেই ফেলা হয়।
- ছাত্র-ছাত্রী, বিশেষত মেয়েদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত ক্লাস নেন।

কেভিএস-এ পরিচ্ছন্ন শৌচাগার অভিযান—দেওয়ালে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর—কেভি এএফএস বোরঝাড়-অসম।

> *"পরিচ্ছন্নতা, নিকাশি, স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে সার্বিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেভিএস, ক্যাম্পাস এবং ক্যাম্পাসের বাইরে নিয়মিতভাবে নানা কার্যসূচি হাতে নেয়।"*

- প্লাস্টিকের ব্যবহার যথাসাধ্য কমানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। কয়েকটি স্কুলকে তো প্লাস্টিক বর্জিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিতও করা হয়েছে।
- জুনিয়রদের বই উপহার দিতে সিনিয়রদের উৎসাহিত করা হয় এখানে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বইয়ের যত্ন নেওয়ার প্রবণতা বাড়ে। সে বুঝতে পারে, এই বইটা আরও একজনকে দিতে হবে। একই সঙ্গে এর ফলে গাছ বাঁচানো যায়।
  - ✓ ২০১৬-'১৭ সালে সিনিয়ররা ২৫৮৩৮৫-টি বই তাদের জুনিয়র এবং স্কুল লাইব্রেরিকে উপহার দিয়েছে। এতে মোটামুটিভাবে ৫১.৬৭৭ টন কাগজ এবং প্রায় ১৭১৬-টি গাছ বেঁচেছে।
  - ✓ ২০১৭-'১৮ সালে ছাত্র-ছাত্রীরা ৫০৪৬৭৯-টি বই উপহার দেয়। বাঁচে প্রায় ১০০.৯৩৫ টন কাগজ এবং ১৭১৬-টি গাছ।
  - ✓ ছাত্র-ছাত্রীদের বলা হয় তাদের জন্মদিনে একটি করে গাছ লাগাতে। স্কুলে অতিথি হিসাবে যারা আসেন তাদের ফুলের বোকের বদলে চারাগাছ উপহার দেওয়া হয়।
- ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নাগরিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করার যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তাতেও ক্রমশ আরও বেশি করে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্লাস শেষের পর শ্রেণিকক্ষের আলো ও পাখা নেভাবার অভ্যাস গড়ে উঠেছে।

- বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং বিদ্যুতের প্রচলিত উৎসের ওপর নির্ভরতা কমাতে প্রথম পর্যায়ে দিল্লি, বিহার, অসম, ত্রিপুরা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের ২৭৩-টি কেভিএস-এ সৌর পিভি সিস্টেম বসানো হচ্ছে। দিল্লির ১২-টি কেভিএস স্কুলেও সৌর প্যানেল বসানোর কাজ শেষ। এখনও পর্যন্ত ৫৪৪১৯-টি সাধারণ বাল্ব/টিউব সরিয়ে সেখানে বিদ্যুতসাশ্রয়ী এলইডি লাইট এবং ৯৪৮-টি সৌর আলো বসানো হয়েছে। আরও কাজ চলছে।
- বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ওপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মোট ৭৫৫-টি পাকা স্কুল বাড়ির মধ্যে ২৩১-টিতে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকিগুলিতেও এই ব্যবস্থা করার কাজ চলছে। যেসব স্কুলবাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেগুলিতে এর সংস্থান রাখাই থাকছে।

স্বচ্ছতা অভিযানের আওতায় গত চার বছরে কেভিএস-এর করা উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলির কয়েকটি হল :

- ✓ কেভিএস-এর সব ছাত্র-ছাত্রী, কর্মী ও আধিকারিককে স্বচ্ছতার শপথ নেওয়ানো।
- ✓ ক্যাম্পাস ও সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার করা।
- ✓ পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের বক্তব্য শোনানো।
- ✓ সকালে সমবেত হওয়ার সময়ে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি পরীক্ষা করে দেখা।
- ✓ স্কুলের শৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ অভিযান, শিশু ও কর্মীদের জন্য বহনযোগ্য জলের ব্যবস্থা করা।
- ✓ স্কুল, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং সদর দপ্তরে স্বচ্ছতা পক্ষ উদ্‌যাপন।
- ✓ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে পরিবেশ দূষণ রোধে উৎসাহ দিতে ২০১৬-'১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুরস্কার এবং হরিৎ বিদ্যালয় পুরস্কার প্রবর্তন। আঞ্চলিক স্তরের এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ট্রফি ও নগদ টাকা দেওয়া হয়।
- ✓ স্বচ্ছতা নিয়ে ক্যুইজ চালু।
- ✓ বসুন্ধরা দিবস উদ্‌যাপন/জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মসূচিতে যোগদান।
- ✓ স্বচ্ছতা নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন।
- ✓ হরিৎ দিওয়ালি-স্বচ্ছ দিওয়ালি প্রচারাভিযান।
- ✓ চলতি বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া 'স্বচ্ছতাই সেবা' প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ।

কেভিএস তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষকে নিয়ে স্বচ্ছতা অভিযানকে এক আন্দোলনে রূপান্তরিত করার প্রয়াসে শামিল হয়েছে। তা একদিন বা এক সপ্তাহের কোনও অনুষ্ঠান নয়, নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকা এক কর্মসূচি। এই কর্মসূচিকে কেভিএস-এর প্রাত্যহিক কর্মপন্থায় অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এসংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচির সঙ্গে শিশুদের যুক্ত করে তাদের মধ্যে এই বোধ জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। বেড়ে ওঠার সময়কার এই শিক্ষা তাদের মনে চিরকাল গেঁথে থাকবে, তারাই হয়ে উঠবে এই অভিযানের প্রকৃত বার্তাবাহী।❑

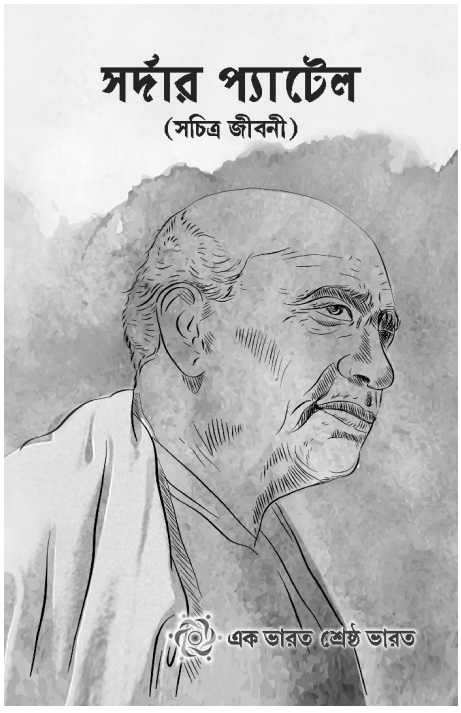

আমাদের প্রকাশনা

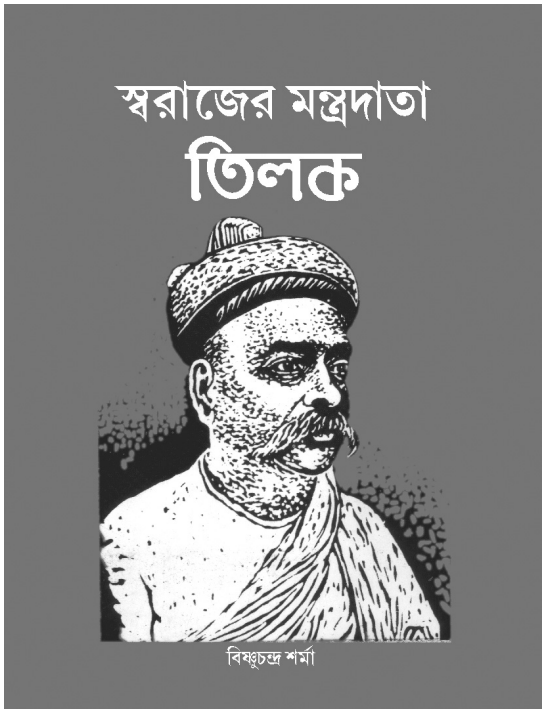

স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত : ধারণা থেকে বাস্তব

অলোক কুমার তিওয়ারী

২০১৪ সালের ২ অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫-তম জন্মবার্ষিকীতে ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর সূচনা করে। জাতীয় স্তরের এই প্রচারাভিযান শুরু হবার ঠিক পরেই রেল মন্ত্রক শুরু করে "স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত" অভিযান। উদ্দেশ্য স্টেশন চত্বর ও ট্রেনগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। ভারতীয় রেল প্রতিদিন গড়ে ১৩ হাজরেরও বেশি ট্রেন চালায়; স্টেশনের সংখ্যা ৮৭০০-র বেশি। কেবলমাত্র বিপুল এই পরিকাঠামোর জন্যই এখানে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এক বিশাল কঠিন কাজ। কাজটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে বড়ো বড়ো স্টেশনে ওঠা-নামা করা বিপুল সংখ্যক যাত্রী, তাদের নানারকম অভ্যাস, অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার প্রভৃতির কারণে।

যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের যতগুলি জনপ্রিয় মাধ্যম আছে, তার মধ্যে রেল সবথেকে দক্ষ এবং পরিবেশ-বান্ধব। বিপুল পরিমাণ যাত্রীসংখ্যা এবং আঞ্চলিক নানা প্রভাব সত্ত্বেও ভারতীয় রেল সব সময়েই পরিবেশের ক্ষতি যতটা সম্ভব কম করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট থেকেছে।

২০১৪ সালের ২ অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫-তম জন্মবার্ষিকীতে ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর সূচনা করে। ২০১৯ সালের ২ অক্টোবরের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ভারত গঠনের স্বপ্ন সফল করা এর লক্ষ্য। জাতীয় স্তরের এই প্রচারাভিযান শুরু হবার ঠিক পরেই রেল মন্ত্রক শুরু করে "স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত" অভিযান। উদ্দেশ্য স্টেশন চত্বর ও ট্রেনগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

ভারতীয় রেল প্রতিদিন গড়ে ১৩ হাজরেরও বেশি ট্রেন চালায়; স্টেশনের সংখ্যা ৮৭০০-র বেশি। কেবলমাত্র বিপুল এই পরিকাঠামোর জন্যই এখানে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এক বিশাল কঠিন কাজ। কাজটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে বড়ো বড়ো স্টেশনে ওঠা-নামা করা বিপুল সংখ্যক যাত্রী, তাদের নানারকম অভ্যাস, অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার প্রভৃতির কারণে। যাত্রীদের ভূমিকা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্টেশন ও ট্রেনে তাদের অনেকটা সময় কাটাতে হয়।

[লেখক মুখ্য কার্যনির্বাহী অধিকর্তা (পরিবেশ ও হাউস কিপিং ব্যবস্থাপনা), রেলওয়ে বোর্ড, রেল মন্ত্রক। ই-মেল : alok_tewari60@hotmail.com]

''স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত'' প্রচারাভিযানের আওতায় রেল মন্ত্রক একগুচ্ছ উদ্যোগ নিয়েছে। যার মধ্যে আছে—(১) বড়ো বড়ো স্টেশনগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের আউটসোর্সিং, (২) প্ল্যাটফর্মে যন্ত্রের সাহায্যে সাফাইয়ের ব্যবস্থা করা, (৩) বিভিন্ন ধরনের নোংরা-আবর্জনার জন্য আলাদা আলাদা ডাস্টবিনের ব্যবস্থা, (৪) সাফাইয়ের কাজের ওপর নজরদারির জন্য সিসিটিভি বসানো, (৫) যাত্রীবাহী ট্রেনের কামরায় বায়ো-টয়লেট বসানো, (৬) যাত্রীদের অভিযোগ ও মতামত জানার জন্য একটি পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ চালু, (৭) বিভিন্ন স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের ব্যবস্থা (৮) নির্দিষ্ট কিছু ট্রেনে On Board Housekeeping Services (OBHS), Clean my coach এবং কোচমিত্র পরিষেবার ব্যবস্থা, (৯) এই প্রথম ট্যুইটারে ২৪ ঘণ্টা অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা এবং যাত্রীদের জন্য চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য জরুরি পরিষেবার সুব্যবস্থা।

Clean Train Station (CTS) বা পরিচ্ছন্ন ট্রেন স্টেশন পরিষেবার আওতায় কতগুলি নির্দিষ্ট স্টেশনে যন্ত্রচালিত সাফাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই স্টেশনগুলিতে থামা ট্রেনগুলিকে এই পরিষেবার মাধ্যমে সাফসুতরো করে দেওয়া হচ্ছে। এযাবৎ এই রকম ৩৯-টি CTS চালু হয়েছে।

এছাড়া যাত্রীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে জায়গায় জায়গায় বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান চালানো হচ্ছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, ট্রেন ও স্টেশনগুলিতে পরিচ্ছন্নতার নিরিখে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা।

বড়ো বড়ো স্টেশনে এই যে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হচ্ছে, তার প্রভাব আদৌ কতটা পড়ছে, তা বুঝতে নিরপেক্ষ পক্ষকে দিয়ে নিয়মিত সমীক্ষা করানো হয়। ৪০৭-টি বড়ো স্টেশনে এমন ব্যবস্থা আছে। পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠিতে আরও উন্নতি করতে চাইলে কী কী করার দরকার, সমীক্ষার রিপোর্টে তার দিকনির্দেশও থাকে।

এক্ষেত্রে উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, ন্যায়সঙ্গত ও প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মাধ্যমে যোগ্য এজেন্সিকে বেছে নিয়ে তাদের সঙ্গে পরিষেবা সংক্রান্ত চুক্তি করা হয়। যন্ত্রের মাধ্যমে সাফাই এবং সঠিক গুণমানের জিনিষপত্র সুনিশ্চিত করতে বড়ো স্টেশনগুলিতে থাকে হাউসকিপিং সংক্রান্ত সংযুক্ত চুক্তি। ভারতীয় রেল, আঞ্চলিক শাখাগুলিকে দিকনির্দেশ করতে পরিষেবা সংক্রান্ত চুক্তিতে কতগুলি সাধারণ শর্ত সংযোজন করেছে। এতে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে আঞ্চলিক শাখাগুলির সুবিধা হয়। আগে পরিষেবা সংক্রান্ত চুক্তিতে আলাদাভাবে কোনও শর্ত আরোপ করা থাকত না। এতেও সাধারণ চুক্তির শর্তাবলীই লেখা থাকতো। সেগুলি পরিষেবা বিষয়ক

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার আদৌ পক্ষে যথেষ্ট নয়।

স্টেশন, কোচিং ডিপো এবং ট্রেনগুলিতে হাউসকিপিং-এর জন্য নিলাম ডাকার যে নথিপত্র এখন তৈরি করা হচ্ছে, তাতে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারের মূল্যায়নের জন্য ১০ শতাংশ ওয়েটেজ দেওয়া হচ্ছে। কী ধরনের যন্ত্রপাতি ও মালমশলা ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরে মূল্যায়ন করা হয়। এর ওপরেই ওই ঠিকাদারের প্রাপ্য মাসিক টাকার অঙ্ক নির্ভর করে।

টেন্ডারে দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা ন্যূনতম যোগ্যতামান পেরিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা কারিগরি মূল্যায়নে অন্তত ৭০ শতাংশ পাচ্ছেন, একমাত্র তাদের অর্থনৈতিক প্রস্তাবই বিবেচনা করা হয়। বায়োমেট্রিক উপস্থিতি, ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী অর্থ প্রদান, ন্যূনতম মজুরি প্রদান সুনিশ্চিত করতে মূল্যের ওঠানামা সংক্রান্ত শর্ত প্রভৃতি হাউসকিপিং সংক্রান্ত চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পড়ে। এই প্রামাণ্য নথি অনুযায়ী রেলের আঞ্চলিক শাখাগুলিও টেন্ডার ডাকে। পরিস্থিতির যথাযথ মোকাবিলা যাতে করতে পারেন সেজন্য ফিল্ড অফিসারদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়ার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কোনও অভিযোগ এলে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। চুক্তির শর্ত অনুসারে জরিমানা করা হয় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকেও।

রেলস্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। রয়েছে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটও। ভারতীয় রেল (রেলওয়ে চত্বরে পরিচ্ছন্নতা নষ্টের জন্য জরিমানা) বিধি, ২০১২ আরও কড়াভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বড়ো স্টেশনগুলিতে সাফাই কাজের ওপর সিসিটিভি-র মাধ্যমে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

রেলের আঞ্চলিক শাখাগুলিতে বিভিন্ন স্টেশনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালু করা হয়েছে। চালানো হচ্ছে নির্দিষ্ট ভাবনা-নির্ভর অভিযানও। স্বচ্ছতা নিয়ে সচেতনতা বাড়াবার কাজে যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী

সংগঠনকেও। রেল যাত্রীদের মধ্যে স্বচ্ছতা সচেতনতা গড়ে তুলতে সোশ্যাল মিডিয়া, বৈদ্যুতিন মাধ্যম প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, করা হচ্ছে ঘোষণা। ২০১৭-'১৮ সালে পরিচ্ছন্নতা ও বায়ো-টয়লেট বাবদ রেলের ২৫২২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যাত্রীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ভারতীয় রেল ইতোমধ্যেই ট্যুইটারকে হাতিয়ার করেছে। রেল মন্ত্রকের ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট @RailMinIndia, ফেসবুক পেজ হল "Ministry of Railway—India"। এছাড়া সমস্ত ডিভিশনাল ও জেনারেল ম্যানেজারদের ট্যুইটার অ্যাড্রেসও যাত্রীদের সুবিধার জন্য দেওয়া হয়েছে। এতে যাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং তাদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে সুবিধা হচ্ছে।

যাত্রীরাও এখন সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমতা বুঝতে পেরে তাদের প্রশ্নের উত্তর ও অভিযোগের দ্রুত প্রতিকারের জন্য ট্যুইটার ও ফেসবুকের শরণাপন্ন হচ্ছেন। ট্রেনে ভ্রমণকালীন যেকোনও যাত্রীই এখন এগুলির মাধ্যমে সরাসরি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এই সুবিধা আগে ছিল না।

যাত্রীদের সঙ্গে সংযোগসাধনকারী ব্যবস্থা যেভাবে কাজ করে তা হল :

- সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ট্যুইট/পোস্টটি পড়ে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ট্যাগ করে দেন (জোন/ডিভিশন/রেল বোর্ড নির্দেশনালয়)।
- ট্যুইট/পোস্টটি একটি ডিভিশনে পৌঁছোবার পর সংশ্লিষ্ট শাখা আধিকারিক অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং সমস্যার সমাধান করেন। বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে গেলে ওই আধিকারিক ট্যুইট করে অভিযোগ নিরসনে কী ব্যবস্থা নেওয়া হল তাও জানিয়ে দেন।
- কামরা ও স্টেশনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে কোনও ট্যুইট/পোস্ট এলে একইভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
- ট্যুইটার ছাড়াও যাত্রীরা আগের "Clean My Coach" ব্যবস্থাতেও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারেন (এক্ষেত্রে অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য নিজের পিএনআর নম্বর ৫৮৮৮৮ নম্বরে এসএমএস করে দিতে হয় বা হেল্পলাইন ১৩৮-এ ফোন করতে হয়।)।

এছাড়া একটি অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ ব্যবস্থাও রয়েছে, যেখানে যাত্রীরা তাদের অভিযোগ নথিবদ্ধ করতে পারেন।

ভারত সরকার ২০১৬ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে প্রকাশ্যে শৌচকর্ম বন্ধ করার যে অভিযান শুরু করেছে, রেল তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। ভারতীয় রেল এবং প্রতিরক্ষা গবেষণা উন্নয়ন সংস্থা DRDO যৌথভাবে বায়ো-টয়লেট প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। ট্রেনের ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব, কম খরচের দুর্দান্ত এই প্রযুক্তির প্রয়োগ সারা বিশ্বে এই প্রথম। এই পদ্ধতিতে যে জীবাণু কাজে লাগানো হয়, DRDO তার কার্যকারিতা সিয়াচেনের মতো জায়গার চরম আবহাওয়াতেও পরীক্ষা করে দেখেছে। এই প্রযুক্তির সবথেকে বড়ো সুবিধা হল, জীবাণু মানব শরীরের বর্জ্যকে জল এবং বায়ো-গ্যাসে পরিণত করে (মূলত মিথেন CH_4 এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড CO_2)। গ্যাস ব্যায়ুমণ্ডলে মিশে যায়, নোংরা জল মাটিতে। এর ফলে রেললাইনে মল-মূত্র পড়ে না, রেললাইন ও স্টেশন চত্বর পরিচ্ছন্ন থাকে। বায়ো-টয়লেটের অপব্যবহার এড়াতে এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে, কী করে বায়ো-টয়লেট ব্যবহার করতে হয়—কী করবেন, কী করবেন না শীর্ষক প্রচারাভিযান রেলের আঞ্চলিক শাখাগুলিতে নিয়মিতভাবে চালানো হয়। এর আওতায় কামরার টয়লেটের দরজায় স্টিকার লাগানো, অডিও ও ভিশ্যুয়াল ক্লিপিংস চালানো, মডেল টয়লেট প্রদর্শন প্রভৃতি নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রথম যে ট্রেনটিতে ভারতীয় রেল ও DRDO উদ্ভাবিত বায়ো-টয়লেট বসানো হয় সেটি হল, গোয়ালিয়র-বারাণসী-বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেস। সময়টা ছিল ২০১১ সালের জানুয়ারি। ভালো সাড়া পাওয়ায় আরও বেশি কামরায় পরীক্ষামূলকভাবে এগুলি চালু হয়। ২০১৪ সাল থেকে বায়ো-টয়লেট বসানোর কাজে উল্লেখযোগ্য গতি আসে। ২০১৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সমস্ত কামরায় বায়ো-টয়লেট বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রেলের ২৭-টি সেকশনকে গ্রিন ট্রেন করিডোর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সেকশনগুলিতে যেসব ট্রেন যাতায়াত করে সেগুলির সবক'টিতে বায়ো-টয়লেট বসানো আছে। ফলে ট্রেন থেকে মানব শরীরের কোনও বর্জ্য রেললাইনে পড়ে না। পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি এবং জলের ব্যবহার কম হবে—এমন টয়লেটের লক্ষ্যে রেল এখন বায়ো-ভ্যাকুয়াম টয়লেট পরীক্ষামূলকভাবে বসাচ্ছে। এতে বিমানের মতো বায়ো-ডাইজেস্টার ট্যাঙ্ক বসানোর ব্যবস্থা আছে।

রেল স্টেশনগুলিতে এখন সংযুক্ত যন্ত্রচালিত সাফাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এক হাজারেরও বেশি ট্রেনে যাত্রাকালীন হাউসকিপিং পরিষেবা চালু করা হয়েছে, এসি কামরার যাত্রীদের জন্য চালু হয়েছে যন্ত্রচালিত লন্ড্রি।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আরেকটি ক্ষেত্র, যেখানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এর জন্য বর্জ্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে হয়। পরিবেশে মিশে যায় এমন বর্জ্য (ভিজে বর্জ্য), পরিবেশে মেশে না এমন বর্জ্য (শুকনো বর্জ্য) এবং বিপজ্জনক বর্জ্য। রেলস্টেশনগুলিতে জমা হওয়া কঠিন বর্জ্য যাতে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় সেজন্য রেল একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনাও আছে। এজন্য জয়পুর ও নতুন দিল্লিতে প্রাথমিকভাবে দু'টি কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

এখানে বায়ো-মেথানেশন পদ্ধতিতে পরিবেশে মেশে না এমন বর্জ্যের থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ হবে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ কাছের স্টেশনগুলিতে ব্যবহার করা হবে।

রেলের ইতিহাসে সর্বপ্রথম, ২০১৬ সালে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে এ ওয়ান এবং এ শ্রেণিভুক্ত ৪০৭-টি স্টেশনের পরিচ্ছন্নতা অডিট করানো হয়। ২০১৭ এবং ২০১৮ সালেও তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। একইভাবে ২১০-টি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের র‍্যাঙ্কিং নিয়েও একটি সমীক্ষা চালানো হচ্ছে, সেটি শেষের পথে।

'স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত' ২০১৮-র মূল্যায়ন বলছে, রেল স্টেশনগুলির পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। রেল আধিকারিক ও যাত্রীদের যৌথ প্রয়াসের জেরেই এই সাফল্য। যাত্রীদের মানসিকতা ও ব্যবহারে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, সেটাই আমাদের স্বচ্ছ ভারতের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ২০১৭ সালের তুলনায় এবার ৪০৭-টি এ ওয়ান এবং এ স্টেশনের সার্বিক স্বচ্ছতা স্কোর ১৭.৬ শতাংশ বেড়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি হল—

(১) বটল ক্রাশিং মেশিন বসানোর ফলে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ কমা;

(২) স্যানিটারি ন্যাপকিন মেশিন বসানোর ফলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন;

(৩) বড়ো রেল স্টেশনগুলিতে সাফাইয়ের কাজের আউটসোর্সিং;

(৪) স্কুল, অসরকারি সংগঠন এবং গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে সচেতনতা অভিযান।

রেলের কামরাগুলিতে যাতে আরশোলা, ইঁদুর, পোকামাকড় প্রভৃতি না থাকে সেজন্য অনুমোদিত সংস্থাগুলিকে দিয়ে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অভিযান চালানো হয়।

- এসি কামরা ও প্যান্ট্রি কারে ১৫ দিন অন্তর;
- সংরক্ষিত নন এসি কামরায় ৩০ দিন অন্তর;
- অসংরক্ষিত নন এসি কামরায় ৬০ দিন অন্তর।

যাত্রীদের পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সুরক্ষিতভাবে যাতায়াতের সুযোগ দিতে রেল তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেতন। এক্ষেত্রে যাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতাও অপরিহার্য। অনেক সময় রেলের পরিষেবার অপব্যবহার, ভাঙচুর প্রভৃতির খবর পাওয়া যায়। এমন হলে পরিষেবা পুনর্বহাল করতে বিপুল অর্থ ও শ্রম খরচ করতে হয়। ''স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত'' অভিযানকে সফল করে তুলতে রেল, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রার্থনা করে।❑

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে, স্বচ্ছতার পথে

সুদর্শন আয়েঙ্গার

গান্ধীজীর মতে সাফাইয়ের কাজ উপাসনার মতোই জরুরি ও পবিত্র; তা সত্ত্বেও সমাজে এই কাজকে নীচু নজরে দেখা হ'ত। এর ফলে এই বিষয়টি বহুলাংশে উপেক্ষিত ও এক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করা অত্যাবশ্যক। একথা ভুললে চলবে না যে গান্ধীজী একজন অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ ছিলেন, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তের হিসাব রাখতেন। তা সত্ত্বেও তিনি সাফাইয়ের কাজে যোগদানের জন্য প্রতিনিয়ত সময় দিতেন। এর থেকে আমাদের সকলের শিক্ষা নেওয়া উচিত। আমরা হয়তো শৌচালয় ও আশপাশের পরিবেশ একদিন পরিষ্কার করার মতো প্রতীকী কার্যকলাপের পর থেমে যাই, এই আশায় যে এবার প্রশাসনই বাকি দায়িত্ব পালন করবে।

প্রায় চার বছর আগে দেশের ১৫-তম প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে লাল কেল্লা থেকে নিজের ভাষণে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন—

ভাই ও বোনেরা, ২০১৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০-তম জন্মজয়ন্তী...মহাত্মা গান্ধী সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন পরিচ্ছন্নতা। সেই কারণেই আগামী চার বছরের জন্য আমি দোসরা অক্টোবর থেকে 'স্বচ্ছ ভারত' শুরু করছি। আমি আজ থেকেই এর সূচনা করতে চাই—দেশের প্রত্যেকটি স্কুলে শৌচালয় থাকবে আর মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে আমাদের মেয়েরা মাঝপথে পড়াশুনো ছেড়ে দিতে আর বাধ্য হবে না।[১]

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমরা সংবিধানের প্রস্তাবনায় নিজেরা নিজেদেরকে যে কথা দিয়েছিলাম, এবারে সেই কথা রাখতে অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পালা। সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়, স্বাতন্ত্র, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সুনিশ্চিত করার শপথ গ্রহণ করেছিলাম আমরা। একটি নাগরিকও পরিস্রুত পানীয় জল ও পর্যাপ্ত অনাময় পরিকাঠামোর সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে সমাজে অসাম্য ও অন্যায়ের ধারাবাহিকতা কায়েম থাকবে। জল ও স্যানিটেশন দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আসলে, 'স্বচ্ছ ভারত'-এর দিশায় এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে আমাদের সকলের ওপরই বর্তায়।

গান্ধীজীর পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্ন

শৌচালয় গড়া ও প্রকাশ্য শৌচকর্ম বন্ধ করা দেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম ও অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ; কিন্তু গান্ধীজীর পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্ন শুধুমাত্র এইটুকুনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সামগ্রিকভাবে সাফসুতরো দেশ গান্ধীজীর কাম্য ছিল। তিনি শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছতার ওপর জোর দিতেন। পরিচ্ছন্নতার নিরিখে দেশবাসীর জীবনশৈলী আর তাদের ঘরদোর ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বেহাল দশা দেখে তিনি মনঃকষ্ট পেতেন। আবর্জনা ও মলমূত্র সাফাই করার কাজে নিযুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষজনের সাথে হওয়া দুর্ব্যবহারও তার কাছে দুঃখদায়ক ছিল। গান্ধীজী এ কথাও বুঝতে পারছিলেন যে সময়ের সাথে সাথে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে ভারতবাসীদের মনোভাব ক্রমশ অবৈজ্ঞানিক হয়ে উঠছিল। আবর্জনা ও মলমূত্র সাফাইয়ের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনদের সঙ্গে অন্যদের বৈষম্যের অন্যতম কারণ এই চিন্তাধারা।

আবর্জনা ও মলমূত্র সাফাইকর্মে নিযুক্ত সম্প্রদায়কে সেই যুগে মূল বসতি এলাকার বাইরে, চরম দারিদ্র্যে বসবাস করতে বাধ্য করা হ'ত। শারীরিক ও মানসিক পর্যায়ে তাদের অত্যন্ত অমানবিক পরিস্থিতির সঙ্গে জুঝতে হ'ত।

[লেখক আমেদাবাদের গুজরাত বিদ্যাপীঠ-এর প্রাক্তন উপাচার্য ও গান্ধী হেরিটেজ মিশন-এর সদস্য। ই-মেল : sudarshan54@gmail.com]

"Everyone must be his own scavenger. If you become your own sweeper, not only will you ensure perfect sanitation for yourself, but you will make your surroundings clean."*
—Mahatma Gandhi (Bapu)

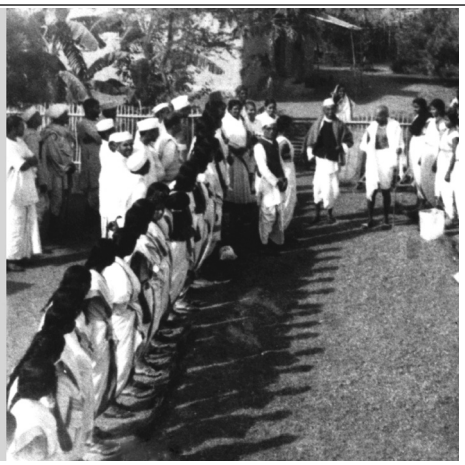

*সূত্র : https://www.mkgandhi.org/articles/gandhian-thoughts-about-cleanliness.html

এমন সময় গান্ধীজী ঘরবাড়ি, আশ্রম, আশপাশের এলাকা, অলিগলি ও শৌচালয় সাফাইয়ের জন্য নিজের হাতে ঝাঁটা তুলে নেন। সব ধরনের বৈষম্য ব্যতিরেক এই বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মানুষগুলিকে বাকি সকলের সঙ্গে সংযুক্ত করা তথা তাদের সম-মর্যাদা দেওয়ার কথা মাথায় রেখে তিনি সাফাইয়ের পরিস্থিতি শুধরানোর জন্য আহ্বান করেন।

ঝাড়ু শুধু ভৌত স্তরে সাফাইয়ের প্রতীক নয়। তিনি ঝাঁটাকে অন্ত্যোদয়ের প্রতীক বানান। বলা বাহুল্য তিনি অন্ত্যোদয় থেকে সর্বোদয় পর্যন্ত মানুষের কল্যাণকল্পে নেতৃত্ব দেন এবং সেই বিষয়ে প্রচার চালান। পরিচ্ছন্নতা শুধুমাত্র শরীর ও পরিবেশের মধ্যেই সীমিত নয়।

গান্ধীজীর মতে মন বা আত্মার শুদ্ধি মানুষের অন্তিম লক্ষ্য। তাঁর নজরে চরিত্র গঠনের জন্য সত্যকে অনুসরণ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। অহিংসাকে শক্তিস্বরূপ স্বীকার করাই তাঁর মতানুসারে আত্মা শুদ্ধিকরণের উপায়। গান্ধীজী উপলব্ধি করেন যে আমরা সংকটগ্রস্ত, যার কারণ আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসকদের তাঁবেদারি করতে করতে ভারতীয়রা নিজেদের মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলেছে। নিজেকে মানব ও সমাজসেবার জন্য উৎসর্গ করে দিয়ে, গান্ধীজী নিজের গোটা জীবন কাটিয়েছেন নিজের এবং নিজের আত্মার শুদ্ধিকরণে। গান্ধীজী এই দেশকে এভাবেই স্বচ্ছ ভারতে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখেন, যেখানে প্রত্যেক নাগরিক শারীরিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে পরিষ্কার ও পবিত্র।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী ও স্বচ্ছতা

দাদা আব্দুল্লার কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের অপমানজনক ও বিদ্বেষী আচরণ কয়েক দিনের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন। ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরা থেকে যখন তাকে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হল, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারতে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষজন প্রতিনিয়ত কী ধরনের দুর্ব্যবহারের শিকার হন। তিনি শুনেছিলেন যে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় সাধারণত মনে করত যে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা নোংরা পরিবেশে বসবাস করে এবং সাফাই করে না।

গান্ধীজী এও লক্ষ্য করলেন যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকজনেরা সত্যি সত্যি খুব একটা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে না। গান্ধীজীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার ভারতীয় বাসিন্দাদের জন্য শহরাঞ্চল ও অন্যান্য এলাকায় সাফসুতরো বাসস্থান খোঁজা। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের পরিচ্ছন্নতার পরিস্থিতি বদলাতে গান্ধীজী আগে তাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করলেন। তার পরে তিনি এই বিষয়টি পৌর কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপন করেন এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ও তার রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানাতে থাকেন। পৌর আধিকারিকদের উপেক্ষা ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে আফ্রিকা ও ভারতের সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার ও ঔপনিবেশিক সচিবালয়ে অভিযোগ জানাতে তিনি তৎপর হন। জনজীবনে গান্ধীজী এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি ব্যক্তিগত তথা সর্বজনীন স্তরে স্বচ্ছতার বিষয়ে সোচ্চার হন।

ভারতে অপরিচ্ছন্নতা

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজী সদলবলে ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। ভারত যাত্রা চলাকালীন তিনি নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আর সারা দেশে ধুলো ও আবর্জনার সম্মুখীন হন। তাঁর দলের প্রথম গন্তব্য ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন। সেখানে তিনি দেখলেন যে ব্রাহ্মণ রাঁধুনিরা শুদ্ধ-অশুদ্ধের পরম্পরার পালন করছে বটে, কিন্তু তারা স্বাস্থ্যবিধি মানছে না। পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই। গান্ধীজী সদলবলে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের সঙ্গে রান্নাবান্না ও সাফাইয়ের কাজে যোগ দিলেন।

তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে ট্রেন ও জাহাজে তৃতীয় তথা নিম্ন শ্রেণিতে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন। জাহাজে যাত্রা করার সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, ''এই শ্রেণিতে স্নানাগার অত্যন্ত নোংরা, পায়খানা পূতিগন্ধময়। সেখানে ঢোকার জন্য মলমূত্র পাড়িয়ে বা ডিঙিয়ে আসতে হ'ত। এই নোংরা, দুর্গন্ধময় দৃশ্যে অবশিষ্ট ভূমিকাটুকু যাত্রীরা নিজেরাই নিজেদের অবহেলা দিয়ে পূরণ করতেন, যত্রতত্র থুতু ফেলে ও আবর্জনা ছড়িয়ে।'' একটি রেলযাত্রা সম্পর্কে গান্ধীজী মন্তব্য করেন, ''সাফাইয়ের বুনিয়াদি নিয়ম আমাদের অজানা। রেলের কামরার মেঝে শোয়ার জন্যও ব্যবহার করা হয়,

সেকথা না ভেবে আমরা যেখানে-সেখানে থুতু ফেলি। আমাদের এই বেপরোয়া আচরণের ফলে গোটা কামরা নোংরা হয়ে থাকে। তথাকথিত উচ্চশ্রেণির যাত্রীরা তাদের নিম্নশ্রেণির ভ্রাতৃবর্গের তুলনায় কিছু কম যায় না। এদের মধ্যে আমি ছাত্র সম্প্রদায়কেও লক্ষ্য করেছি। অনেক সময় দেখেছি, তাদের আচার-আচরণও যথেষ্ট নিন্দনীয়। তারা ইংরেজিতে কথা বলে আর বিদেশি জ্যাকেট পড়ে, জোর খাটিয়ে মনের মতো বসার জায়গা দাবি করে। আমি সব দিকে আলোকপাত করেছি আর যেহেতু আপনারা আমায় আমার বক্তব্য পেশ করার বিশেষাধিকার দিয়েছেন, তাই সব কথা খুলেই বলছি। স্বশাসনের দিকে এগানোর সময় আমাদের এই সব সমস্যার সমাধান অবশ্যই করতে হবে।”

ভারতীয় শহরাঞ্চলে স্যানিটেশন

মন্দিরগুলিতে গিয়েও গান্ধীজী সেই একই চিত্র দেখলেন। হরিদ্বার ও ঋষিকেশ যাওয়ার পথে তিনি লক্ষ্য করলেন যে লোকে রাস্তাঘাট ও গঙ্গার তীর নোংরা করছে। এমন কী তারা গঙ্গার পবিত্র জলও নোংরা করতে দ্বিধা বোধ করছে না। রাস্তার ধারে ও গঙ্গার ধারে মলমূত্র ত্যাগ করার দৃশ্য দেখে তিনি মর্মাহত হন। বৃন্দাবন-মথুরা, বেনারসের বিশ্বানাথ মন্দির ও গুজরাতের ডাকোরের অবস্থাও তথৈবচ। গান্ধীজী যত শহর, মফস্বল ও গ্রাম পরিদর্শন করেন, সব জায়গাতেই অনাময় ও স্বাস্থ্যবিধির বেহাল দশা।

ঘরদোর তথা বসতি এলাকার পরিস্থিতিও সেই একই রকম। ১৯১৬ সালে গান্ধীজী বেনারস যান। এই পুরানো শহরের মহল্লাগুলো দুর্গন্ধময় এবং সেখানে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির নিয়মকানুন মানার কোনও বালাই নেই। অলিগলি দিয়ে যাতায়াতের সময় কোনও বাড়ির ছাদ থেকে মাথায় থুতু বা পানের পিক এসে পড়ার মতো ঘটনা ঘটত আকছার। মাদ্রাজের নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং অহংকারী উচ্চবর্ণের সাফাইয়ের কাজে যুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি নীচু মনোভাব নিয়েও কড়া টিপ্পনী করেন গান্ধীজী। বিহারের পবিত্র গয়া শহরের পরিস্থিতি ছিল সবচেয়ে খারাপ।

স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির বিষয়টি গান্ধীজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সভা-সম্মেলনের মতো জনসমাবেশে উত্থাপন করেন প্রথমবার। গান্ধীজীর দেশে ফেরার পর উনি যে যে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন, সেখানে সবার আগে স্যানিটেশন কমিটি গঠন করা হ’ত; অংশগ্রহণকারী সকল নেতৃবৃন্দকে অস্থায়ী শৌচালয় পরিষ্কার করা-সহ দৈনন্দিনের সাফাইয়ের কাজে যোগদান করতে হ’ত। স্বাধীনতা অর্জন করা পর্যন্ত গান্ধীজীর উপস্থিতি নির্বিশেষে কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে এই রেওয়াজ চালু ছিল। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আশ্রমের সঙ্গে গান্ধীজী যুক্ত ছিলেন, সেখানকার সব আবাসিকেরই রোজনামচার অঙ্গ ছিল দৈনন্দিন সাফাইয়ের কাজ।

গান্ধীজীর স্যানিটেশন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড

গান্ধীজী ও তার আশ্রমের বাসিন্দারা প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। আমেদাবাদের আশ্রমের জন্য গান্ধীজী যে নিয়মকানুন বানিয়েছিলেন সে বিষয়ে তিনি বলেছেন যে সাফাইয়ের কাজ উপাসনার মতোই জরুরি ও পবিত্র; তা সত্ত্বেও সমাজে এই কাজকে নীচু নজরে দেখা হ’ত। এর ফলে এই বিষয়টি বহুলাংশে উপেক্ষিত ও এক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করা অত্যাবশ্যক। অতএব, আশ্রমে সাফাইকার্যের জন্য বাইরে থেকে শ্রমিক নিযুক্ত করার ওপর কড়াকড়ি ছিল। পালা করে আবাসিকরা সাফাই সংক্রান্ত সব কাজকর্ম দেখতেন। নবাগতদের সর্বপ্রথম এই বিভাগের সঙ্গেই যুক্ত করা হ’ত। একথা ভুললে চলবে না যে গান্ধীজী একজন অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ ছিলেন, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তের হিসাব রাখতেন। তা সত্ত্বেও তিনি এই সব আশ্রম-আবাসনে সাফাইয়ের কাজে যোগদানের জন্য প্রতিনিয়ত সময় দিতেন। এর থেকে আমাদের সকলের শিক্ষা নেওয়া উচিত। আমরা হয়তো শৌচালয় ও আশপাশের পরিবেশ একদিন পরিষ্কার করার মতো প্রতীকী কার্যকলাপের পর থেমে যাই, এই আশায় যে এবার প্রশাসনই বাকি দায়িত্ব পালন করবে।

১৯৩০-এর দশকের শেষের দিকে ওয়ার্ধার সেবাগ্রাম আশ্রমে থাকাকালীনও গান্ধীজীর স্যানিটেশন নিয়ে উৎসাহ কমেনি। সেখানকার আবাসিকদের তিনি এই বার্তা দেন—

“সবার নিজের এঁটো বাসন ধুয়ে যথা স্থানে রাখা উচিত। অতিথি ও আগুন্তুকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন নিজেদের থালা, জল খাওয়ার পাত্র, বাটি, চামচের পাশাপাশি লণ্ঠন, বিছানা, মশারি ও গামছা নিয়ে আসেন...সব কিছু সঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখা উচিত। সব ধরনের আবর্জনা জঞ্জালপাত্রে ফেলা উচিত। জল একেবারে অপচয় করা চলবে না। ফোটানো জল পান করা হয়। বাসনপত্র সবশেষে ফোটানো জলে ধোয়া হয়। আশ্রমের কুয়োর জল না ফুটিয়ে খাওয়াটা ঠিক নয়...আমাদের পথেঘাটে থুতু ফেলা বা নাক পরিষ্কার করা উচিত নয়, এসব কাজ এমন স্থানে করা উচিত যেখান দিয়ে কেউ যাতায়াত করে না।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্থানই ব্যবহার করা উচিত। মলমূত্র ত্যাগ করার পর নিজেকে সাফসুতরো করা জরুরি। শৌচকর্ম সারার পর হাত পরিষ্কার মাটি ও বিশুদ্ধ জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গামছা দিয়ে মুছে নিতে হবে। শুকনো মাটি দিয়ে মল পুরোপুরি ঢেকে দিতে হবে, যাতে তার ওপর মাছি না বসতে পারে। শৌচালয়ের সিটে সাবধানে বসা উচিত যাতে সেটা নোংরা না হয়ে যায়। যদি অন্ধকার থাকে, তবে শৌচালয়ে অবশ্যই লণ্ঠন নিয়ে যাওয়া উচিত। যে জিনিসের প্রতি মাছিরা আকৃষ্ট হয়, সেটিকে ঠিকঠাক করে ঢেকে রাখতে হবে।’[২]

দেশের ‘স্বচ্ছ ব্যক্তি’-র এই কৃতিত্বও মনে রাখতে হবে যে তিনি আজীবন এই বিষয় নিয়ে চর্চা চালিয়ে গেছেন। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে ও ১৯৪৮-এর জানুয়ারিতেও প্রার্থনা সভাতে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি অনেকবার লোকজনকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাফসুতরো থাকা ও নিজের

আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপদেশ দেন।

দেশে স্বচ্ছতার পরিস্থিতি

দেশে শৌচালয় নির্মাণের পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে ২০১৪ সালে দেশে শৌচালয় ছিল ৪০ শতাংশ অঞ্চলে, যা বর্তমানে ৯০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় ৪.৫ লক্ষ গ্রামে শৌচালয় আছে। এই পরিসংখ্যান আগের তুলনায় ভালো হলেও এটি স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির প্রসারে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এমন কী 'টোটাল স্যানিটেশন ক্যাম্পেন' বা সর্বজনীন স্বচ্ছতা অভিযানেও বাড়িতে বাড়িতে ও গ্রামীণ স্কুলে শৌচালয় নির্মাণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত। আমাদের পরের দু'টি ক্ষেত্রেও এগোতে হবে।

রাজ্যগুলিকেও আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। ভারতে হাত দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ২০১৭ সালে এর জেরে ৩০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন।[৩] এক আন্তঃমন্ত্রক কার্যদলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৭ সাল পর্যন্ত এ ধরনের সাফাই কাজে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২,২৩৬। মোট ৬০০ জেলার মধ্যে ১২১-টি জেলায় এই সব মানুষের বাস। রেল এই শ্রেণির মানুষদের সবচেয়ে বড়ো নিয়োগকর্তা, যদিও পূর্বোক্ত পরিসংখ্যান তা ব্যতিরেক। নালা ও সেপ্টিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার কাজের জন্য রেল এদের নিযুক্ত করে।[৪] এক্ষুনি এই প্রথা সমূলে উৎপাটন করতে তৎপর হতে হবে। পূর্ণ স্যানিটেশনের বিষয়টি সরকার, সমাজ ও নাগরিক, সকলেরই পাখির চোখ করা উচিত।

স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে অগ্রগতি

গান্ধীজীর স্যানিটেশনের উন্নতিসাধন ও অস্পৃশ্যতার প্রথার অবসান ঘটানোর প্রয়াস নিজের ও সমাজের সঙ্গে সত্যাগ্রহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সত্যাগ্রহের অর্থ 'আত্ম-শুদ্ধিকরণ'। এমন কী তাঁর কাছে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করার জন্যও জরুরি ছিল। সত্যের খোঁজ থেকে তিনি উপলব্ধি করেন যে সব মানুষ তথা সমস্ত জীবিত প্রাণী পরম সত্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে সমান। গান্ধীজীর মতে আত্ম-শুদ্ধিকরণের প্রথম পদক্ষেপ নিজেকে এবং পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। আত্ম-শুদ্ধিকরণের দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল সাফাইকর্মে নিযুক্ত মানুষজন—যারা নীরবে সমাজের জ্বালা-যন্ত্রণা সইছেন—অর্থাৎ দলিতদের বিরুদ্ধে চলে আসা পরম্পরাগত বৈষম্যমূলক প্রথাগুলির অবসান। গান্ধীজী চাইতেন যে যুগ যুগ ধরে দলিতদের বিরুদ্ধে যে অন্যায়-অবিচার চলছে সেটা যাতে জাতপাতে নির্বিশেষে প্রত্যেকটি হিন্দু অনুধাবন করতে পারে। পরবর্তী পর্যায় স্বীকারোক্তি ও প্রায়শ্চিত্ত। অন্তিম চরণে, তিনি চাইতেন যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণের প্রত্যেকটি হিন্দু অস্পৃশ্যতার অবসান ও দলিতদের কল্যাণসাধনে সোচ্চার হবে।

গান্ধীজী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, গ্রাম ও শহরে স্যানিটেশনকে এক গঠনমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। অস্পৃশ্যতার অবসান এক গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সত্যাগ্রহীর এগারোটি সংকল্পের অন্যতম। এ দেশের স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি বাকি। আমরা এখনও পুরোপুরি গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে উঠতে পারিনি। গান্ধীজী সমাজশাস্ত্র বুঝেই সাফাইয়ের কাজকে সম্মানজনক বানানোর প্রচেষ্টা করেন যাতে বংশানুক্রমে এই কাজ করতে বাধ্য প্রথাগত সাফাইকর্মীরা মর্যাদা পান। স্বাধীনতার পর আমরা ব্যক্তিবিশেষ ও ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষাদীক্ষার ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে ভুলে গেছি। এর পরিবর্তে সরকার সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়, অভিযানকে প্রকল্পে রূপান্তরিত করে। প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা, কাঠামো ও পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গান্ধীজী স্যানিটেশন-শিক্ষার ওপর জোর দিতেন। বর্তমান ভারতে আমাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই প্রয়োজন 'টয়লেট ট্রেনিং' (শৌচালয় ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি শেখা) এবং স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে শিক্ষা।

আমরা এখনও দায়িত্বশীল আচার-আচরণ শিখিনি। আমরা অজ্ঞ, অহংকারী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন। আমরা শৌচালয় অপরিষ্কার করে রাখি, আশপাশের পরিবেশ নোংরা করি এবং বাস, ট্রেন, জাহাজ-সহ সর্বজনীন স্থানে আবর্জনা ছড়াই। 'স্বচ্ছ ভারত' এখনও এক অধরা স্বপ্ন, যার জন্য আরও অনেক পথ চলা বাকি। এর জন্য আমাদের আরও পরিশ্রম করতে হবে।

আমাদের সমাজ আজও অতি সূক্ষ্মভাবে বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার প্রথা কায়েম রেখেছে। এখনও আমরা পুরোপুরি জাতপাতের অভিশাপমুক্ত হতে পারিনি। আমাদের অন্তরাত্মা নির্মল নয়। স্ব-নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের তত্ত্ব এখনও সবার বোধগম্য নয় এবং রাজনৈতিক ও জনজীবনে সক্রিয় ব্যক্তিরা কলঙ্কমুক্ত নয়।

এখন সময় এসেছে—গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পূরণ করতে—স্ব-মূল্যায়ন ও উন্নতিসাধনের।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) http://www.pmindia.gov.in/en/tag/speech/18December, 2015

(২) M.K. Gandhi, 1955. Ashram observances in Action, translated from Gujarati by Valji Govindji Desai, Navajivan Publishing House, Ahmedabad pp 149-51. Can be also accessed at Gandhi Heritage Portal.

(৩) https://www.sundayguardianlive.com/news/12448-over-300-manualscavengers-died-2017

(৪) https://indianexpress.com/article/india/53000-manual-scavengers-in-12-states-four-fold-rise-from-lastofficial-count-5218032/

স্বরাজের সোপান : স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী

ডি. জন চেল্লাদুরাই

ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে গান্ধীজীর একটি সার্বিক ধারণা ছিল। সেই জন্যেই স্বরাজের প্রেক্ষাপটে স্বচ্ছতার অনন্য ভূমিকা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। হোম রুলের অধিকারের দাবিতে গর্জে উঠে বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার।" গান্ধীজীর কাছে কিন্তু স্বরাজ শব্দের অর্থ আরও গভীর ছিল। ইয়ং ইন্ডিয়ায় তিনি বলেছিলেন, "স্বরাজ বেদের সময়কার এক পবিত্র শব্দ। এর অর্থ স্বশাসন, স্বনিয়ন্ত্রণ। স্বাধীনতা বলতে প্রায়শই আমরা যেসব অনুশাসন থেকে মুক্তি বুঝি, স্বরাজ কিন্তু তা বোঝায় না।" প্রকাশ্য স্থানে থুতু ফেলা থেকে নিজেকে সংযত রাখা অবশ্যই স্বনিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়ে।

আই সি এস-এর প্রাথমিক পর্যায়েরপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর মধ্য মহারাষ্ট্রের এক তরুণ, গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিতে তাঁর সেবাগ্রাম আশ্রমে যান। গান্ধীজী তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আই সি এস হতে চাইছ কেন?" তরুণ উত্তর দেয়, "দেশের সেবা করার জন্য"। গান্ধীজী বলেন, "গ্রামে গিয়ে স্বচ্ছতার জন্য কাজ করলে তুমি সব থেকে ভালোভাবে দেশের সেবা করতে পারবে।" আইসিএস হতে চাওয়া সেই তরুণ, আপ্পা পট্টবর্ধন পরবর্তীকালে অসাধারণ এক স্বাধীনতার সেনানি হয়ে ওঠেন। 'সাফাই' অভিযান বিষয়ক কর্মকাণ্ডে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মকাণ্ডে 'সাফাই' ও 'স্বচ্ছতা'-কে কষ্টিপাথর হিসাবে গণ্য করা হ'ত। বিনোবা ভাবে, ঠক্কর বাবা, জে সি কুমারাপ্পার মতো অসংখ্য ঝকঝকে তরুণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে সাফাই ও স্বচ্ছতাকে স্বাধীনতার মূল ভিত্তি বলে মনে করে নিরবে কাজ করে গেছেন।

সত্যের পূজারি গান্ধীজী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাপনে পরিচ্ছন্নতাকে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছিলেন। জাতি গঠনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা যে অপরিহার্য, জাতির জনক হিসাবে তা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। সেই জন্যেই বলেছিলেন, "আধ্যাত্মিকতার ঠিক পরেই পরিচ্ছন্নতার স্থান।"

উন্নয়নের পূর্বশর্ত

মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই উন্নয়ন তার হাত ধরাধরি করে চলেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিকারসন্ধানী থেকে আজকের আধুনিক শহুরে নাগরিক হবার পথে আমরা জীবনকে অনেকটাই পালটে ফেলেছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন যে উত্তরণ ঘটিয়েছে, তাকেই আমরা উন্নয়ন বলতে পারি। এই উন্নয়ন মানুষের জীবনের সব ক্ষেত্রকেই ছুঁয়ে গেছে, তাকে ভালো রেখেছে। খাদ্য নিরাপত্তা, দূষণমুক্ত বাতাস, নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও নিকাশি ব্যবস্থা, নানা রকম সুযোগসুবিধা, উন্নতমানের শিক্ষা, বিকল্প বেছে নেবার স্বাধীনতা—উন্নয়নের ধারণার মধ্যে এই সবকিছুই ঠাঁই হয়েছে।[১]

উন্নয়নের এই উপাদানগুলির অধিকাংশকেই আব্রাহাম মাসলোর অনুসরণে শারীরবৃত্তীয় চাহিদা পূরণের মধ্যে ফেলা যায়।

উন্নয়নশীল সভ্যতার অংশীদার হিসাবে আমরা অনেক কষ্ট সয়ে, অনেক যত্ন করে এই শারীরবৃত্তীয় চাহিদা পূরণের একটি দিকের ওপরেই নজর দিয়েছি। তা হল জোগানের দিক। কিন্তু অন্য দিকটি, অর্থাৎ এর যথাযথ নিষ্পত্তির দিকটি অবহেলিত রয়ে গেছে।

[লেখক অ্যাসোসিয়েট ডিন, গান্ধী রিসার্চ ফাউন্ডেশন, জলগাঁও, মহারাষ্ট্র।]

কোনও উন্নয়ন প্রকল্পেই সচরাচর এই দিকটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

আমরা বলি, ''শুরুটা ভালো হলে অর্ধেক কাজই হয়ে গেল।'' কিন্তু এই অন্য দিকটির ক্ষেত্রে যে প্রবাদটি যথাযথ তা হল, ''শুরুটা যেমনই হোক, আসল কথা হল শেষটা কীভাবে হচ্ছে।''

যে মানবসভ্যতা সৃজনশীল সৌকর্যে উন্নয়নের একের পর এক হাতিয়ার গড়ে তুলেছে, উন্নয়নের উপজাতগুলির নিষ্পত্তিতেও তার একই রকম মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, মানবদেহজাত বর্জ্যই হোক বা শিল্পের উপজাত, ভোগ্য-পণ্যের জঞ্জাল বা উন্নয়নের আবর্জনা— আমাদের সভ্যতা কোনও দিকেই বিশেষ মনোযোগ দেয়নি।

জন স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীনতা

এই জন্যই আমাদের রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, বাজার, এমনকী মন্দির চত্বরগুলিকেও মাছি-মশা-পোকা পরিপূর্ণ এক একটা জঞ্জালের স্তূপ বলে মনে হয়। গান্ধীজী এগুলিকে বলতেন, ''দুর্গন্ধে ভরা গর্ত।''[২] আমরা পবিত্র গঙ্গাকেও একটা বিশাল নর্দমা বানিয়ে ফেলেছি।

জনস্বাস্থ্যের প্রতি নাগরিকদের এই উদাসীনতা দেখে গান্ধীজী বলেছিলেন, ''বোম্বের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যদি সবসময় পথচারীর মনে ভয় থাকে যে এই হয়তো পাশের উঁচু বাড়ি থেকে বাসিন্দাদের ফেলা থুতু মাথায় এসে পড়ল, তাহলে তা ভাবতে খুব অস্বস্তি হয়।''[৩] প্রকাশ্যে মল-মূত্র ত্যাগকে তিনি অসভ্যতা বলে মনে করতেন, কারণ ''চোখকে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক করে রাখতে হয়, এই বুঝি কারওর অসভ্যতা চোখে পড়ে গেল।''

সত্যের উপলব্ধি

গান্ধীজীর কাছে পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন কেবল একটি জৈবিক প্রয়োজন ছিল না,

জীবনযাপনের ধরন এবং সত্য অনুধাবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। বিশ্বব্যাপী এক সত্যের যে উপলব্ধি তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল, তা থেকেই তাঁর নিজস্ব স্বচ্ছতার ধারণার জন্ম। গান্ধীজী সত্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করতেন। সত্যকে তিনি চরম অখণ্ড মণ্ডলাকার রূপে দেখেছিলেন এবং সেজন্যই দেবত্বের পাশে রেখেছিলেন পরিচ্ছন্নতাকে। আঠারোটি গঠনমূলক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে পরিচ্ছন্নতাকে তিনি স্বাধীনতা লাভের জন্য একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের মর্যাদা দিয়েছিলেন।[৪]

সত্যের পূজারি গান্ধীজী, সত্যের নিবিড় প্রকাশ হিসাবে জীবনকে দেখেছিলেন আর তাই জীবনকে তিনি সত্য বা ঈশ্বরের সমান মনে করতেন। জীবনের যাবতীয় প্রক্রিয়া তাঁর কাছে সত্যোপলব্ধির অংশ ছিল। সেই অর্থেই গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, স্বচ্ছতা এবং নিজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শুদ্ধতা হল ঈশ্বরকে অনুভবের অন্যতম মাধ্যম। ''দৈহিক ও মানসিক শুচিতা ছাড়া ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়। আর একটি শুদ্ধ দেহ কখনওই অপরিচ্ছন্ন একটি শহরে বাস করতে পারে না।''[৫]

স্বরাজ

ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে গান্ধীজীর একটি সার্বিক ধারণা ছিল। সেই জন্যেই স্বরাজের প্রেক্ষাপটে স্বচ্ছতার অনন্য ভূমিকা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

হোম রুলের অধিকারের দাবিতে গর্জে উঠে বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, ''স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার।'' গান্ধীজীর কাছে কিন্তু স্বরাজ শব্দের অর্থ আরও গভীর ছিল। ইয়ং ইন্ডিয়ায় তিনি বলেছিলেন, ''স্বরাজ বেদের সময়কার এক পবিত্র শব্দ। এর অর্থ স্বশাসন, স্বনিয়ন্ত্রণ। স্বাধীনতা বলতে প্রায়শই আমরা যেসব অনুশাসন থেকে মুক্তি বুঝি, স্বরাজ কিন্তু তা বোঝায় না।''[৬] প্রকাশ্য স্থানে থুতু ফেলা থেকে নিজেকে সংযত রাখা অবশ্যই স্বনিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়ে। গান্ধীজী আরও বলেছেন, ''আমার স্বপ্নের স্বরাজ হল গরিব মানুষের স্বরাজ।'' অর্থাৎ প্রান্তিকতম মানুষটিও যাতে স্বনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হন, তা সুনিশ্চিত করা দরকার।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশাল জনতার সামনে গান্ধীজী কাশীর মতো পবিত্র শহরে ছড়িয়ে থাকা

আবর্জনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, ''যতই বক্তৃতা দেওয়া হোক না কেন, তা আমাদের স্বশাসনের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে না। একমাত্র আমাদের আচরণই আমাদের স্বাধীনতার যোগ্য করে তুলতে পারে।''[৭] পরিচ্ছন্নতা তাঁর কাছে ছিল এক ''স্বরাজ্য যজ্ঞ।''

গান্ধীজী ব্যক্তিগত ও জনজীবনে যে স্বনিয়ন্ত্রণের কথা বলেছিলেন, তা বাহ্যিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত দুই স্তরের সঙ্গেই জড়িত। গান্ধীজী বলেছিলেন, ''প্রতিটি মানুষ যতদিন না জীবনের সাধারণ সুযোগসুবিধাগুলি পাচ্ছেন, ততোদিন স্বরাজ, পূর্ণ স্বরাজে পরিণত হবে না।[৮]

স্বচ্ছতা জাতিগঠনের অভিন্ন অঙ্গ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে গান্ধীজী স্বাধীনতার বহুমাত্রিক রূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং বিশেষ জোর দিয়েছিলেন পরিচ্ছন্ন ব্যবহারের গুরুত্বের ওপর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ''স্বশাসনের আগে এর যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য আমাদের পরিশ্রম করতে হবে।''[৯]

স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমাদের গ্রামগুলির পরিস্থিতি শোচনীয় বলে গান্ধীজী মনে করতেন। তিনি বলেছেন, ''আমাদের দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ হল স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অত্যাবশ্যক জ্ঞানটুকু আমাদের না থাকা।''[১০] সেই জন্যেই স্বরাজ বলতে তাঁর কাছে ''কেবল ইংরেজ শাসনের অবসান নয়, সব ধরনের জোয়াল থেকে ভারতের মুক্তি।''[১১]

আর এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন, ''স্বরাজ হল অবিরাম পরিশ্রম এবং পরিবেশের বুদ্ধিদীপ্ত কদরের ফল।''[১২]

অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস পরিচ্ছন্নতা

গান্ধীজী অহিংসা ও সত্যকে ঈশ্বর আরাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মানতেন। পরিচ্ছন্নতাকেও তিনি পরিশুদ্ধির উপায় বলে মনে করতেন এবং এর থেকে প্রভূত আনন্দ পেতেন।

এই বিষয়ে গান্ধীজীর সচিব পেয়ারেলাল এক চমৎকার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ঘটনা ঘটেছিল নোয়াখালিতে, গান্ধীজী যেখানে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের জন্য পদযাত্রা করেছিলেন।

পেয়ারেলাল লিখছেন, ''নোয়াখালিতে সেদিন রাতে অস্বাভাবিক শিশির পড়েছিল। গান্ধীজী যে সরু ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাবেন, তা খুব পিচ্ছিল হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের ১৯ জানুয়ারির সেই সকালে গান্ধীজী বাদলকোট থেকে আটাকারার উদ্দেশে রওনা দিলেন। তাঁর অন্যতম সহযাত্রী কর্নেল জীবন সিং কঠিন যাত্রায় অভ্যস্ত, দু'-দু'বার পা হড়কে পড়ে গেলেন। গান্ধীজী হাসতে হাসতে নিজের লাঠি বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে উঠতে সাহায্য করলেন।

ফুটপাথটি এতই সরু ছিল যে সেখান দিয়ে এক এক করে সারি বেঁধে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। হটাৎ করে গোটা দলটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ফুটপাথ নোংরা করে রেখেছে কিছু অসভ্য লোক। গান্ধীজী নির্বিকারভাবে কয়েকটি শুকনো পাতা দিয়ে ফুটপাথের ওপর পড়ে থাকা মল সাফ করে দিলেন।

''আপনি আমাকে পরিষ্কার করতে দিলেন না কেন? কেন এভাবে আমাদের লজ্জায় ফেলেন?'' প্রশ্ন করল মনু। গান্ধীজী হেসে বললেন, ''আসলে এই কাজ করে আমি যে কতটা আনন্দ পাই, তা তুমি ধারণাই করতে পারবে না।''[১৩]

গ্রাম-রাজ্য

গ্রাম হল সব প্রাথমিক উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল, পুষ্টির উৎস, ''ভারতের হৃদয়।'' গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, গ্রামের ওপরেই সারা ভারত নির্ভর করে রয়েছে। তাই স্বরাজ বা স্বশাসন এবং 'গ্রাম-রাজ্য' তাঁর কাছে এক ছিল।

স্বাধীন ভারতের গ্রামের কল্পনা করে গান্ধীজী বলেছিলেন, ''সেই গ্রামে গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় সবকিছু নিজেরাই উৎপাদন করবেন, কেউ নিরক্ষর থাকবেন না, সেখানে শৌচকর্মের নির্দিষ্ট স্থান থাকবে, কুয়োগুলো পরিষ্কার থাকবে...''[১৪]

''একটি আদর্শ গ্রামে ত্রুটিহীন শৌচ ও নিকাশি ব্যবস্থা থাকবে। গ্রামে কুঁড়েঘরগুলি যথাযথ আলো-বাতাসযুক্ত হবে। সেগুলি বানানো হবে স্থানীয় উপকরণ দিয়েই, এমন উপকরণ যা গ্রামের পাঁচ মাইলের মধ্যেই পাওয়া যায়।''[১৫]

গ্রামগুলির শোচনীয় অবস্থা দেখে খেদ প্রকাশ করে গান্ধীজী লিখেছিলেন, ''গ্রামের শৌচ ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করা গেলে লক্ষ লক্ষ টাকা সহজেই বাঁচানো যাবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে। একজন রুগ্ন লোক কখনওই সুস্থসবল লোকের সমান কাজ করতে পারে না।''[১৬]

শৌচ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

গান্ধীজী চেয়েছিলেন, ''প্রত্যেক গ্রামে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় খুব কম খরচে জলশৌচের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।'' আসলে এই পুরো বিষয়টি নিয়ে সেভাবে কখনও চর্চাই হয়নি। এর সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের জীবিকাকে নোংরা বলে ভাবা হয়। আসলে তারা আমাদের শুদ্ধ করে তোলার কাজ করেন, আমাদের জীবন বাঁচান। আমরা না বুঝে তাদের কাজকে খাটো করে দেখি। আমাদের উচিত তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া।[১৭]

গান্ধীজী সত্যাগ্রহ এবং গঠনমূলক কর্মসূচিকে পাখির দু'টি ডানা বলে মনে করতেন। একটি না থাকলে অপরটিরও কোনও কার্যকারিতা নেই। সেইজন্যই তিনি পরিচ্ছন্নতার মতো গঠনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। শৌচাগার সাফ ও পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে অন্যান্য কাজ একজন সত্যাগ্রহীর যোগ্যতার মাপকাঠি বলে মনে

করা হ'ত। প্রতিটি জনসভা, তা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের ডাক দেওয়ার জন্যেই হোক বা কোনও সামাজিক সংস্কারের বিষয়ে হোক, তার সূচনা হ'ত গ্রাম সাফাই অভিযানের মধ্যে দিয়ে।

ভারতীয়দের মধ্যে একটি সম্প্রদায়, যাদের ভাঙ্গি বলা হ'ত, তাঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মল মাথায় করে নিয়ে যেতেন। এমনকি অন্য হরিজনরাও এজন্য তাদের নীচু নজরে দেখতেন। গান্ধীজী এদের নিয়ে ভারি উদ্বিগ্ন ছিলেন। এই মানুষগুলোকে সমাজের একেবারে নীচুতে রাখা হ'ত, অথচ এরাই গোষ্ঠীস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন। ''এদের সামাজিকভাবে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে অথচ এরাই সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে সবথেকে প্রয়োজনীয় কাজটা করছে। এদের ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন। সমাজের অন্য কোনও অংশের তুলনায় এরা অনেক বেশি অপরিহার্য"।[১৮] ভাঙ্গিরা নিজেদের হাত দিয়ে সাফাইয়ের কাজ করতেন এবং পাত্রে করে মল-মূত্র নিয়ে যেতেন। জীবাণু থেকে নিজেদের রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থাও ছিল না। এদের এই অসামান্য কাজকে স্বীকৃতি দিতে গান্ধীজী বলেছিলেন, ''আমরা সবাই নিজেদের ভাঙ্গি।" যতবার তিনি দিল্লি যেতেন, হয় ভাঙ্গি কলোনিতে গিয়ে থাকতেন অথবা তাদের সঙ্গে দেখা করতেন।

গান্ধীজীর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্নতার অভিযান শুরু করে। দেহু রোডের সাফাই বিদ্যালয়, নাসিকের নির্মল গ্রাম নির্মল কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজে যুক্ত হয়।

গুজরাটের আমেদাবাদে সবরমতী গান্ধী আশ্রমে ১৯৬৩ সালে হরিজন সেবক সংঘ, সাফাই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।[১৯] এর লক্ষ্য ছিল মলবাহকদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা কাজের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা, সাফাই কর্মীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো, গ্রামে-শহরে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছতার উন্নয়ন প্রভৃতি।

উপসংহার

গান্ধীজী সত্য ও অহিংসার ধারণাকে পুজো করতেন। এটাই তার কাছে জীবনে চলার পাথেয় ছিল। গান্ধীজী বলতেন, পথ আর লক্ষ্যের মধ্যে আমি পথকেই বেছে নেব, কারণ পথ আমার আয়ত্তের মধ্যে। কার্যকরভাবে সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'তুমি যদি পথকে গুরুত্ব দাও, গন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই একসময়ে ঠিক কাছে চলে আসবে।' জাতি হিসাবে ভারত যখন বিশ্বসভায় গৌরবের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, তখন এই চলার পথটা পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করে তোলা একান্ত আবশ্যক। তখন গৌরব আপনিই আসবে। গান্ধীজী বলেছিলেন, ''বসন্তের উচ্ছ্বাস যখন প্রতিটি গাছে মুকুল ধরায়, তখন সারা পৃথিবী মেতে ওঠে যৌবনের উৎসবে। ঠিক তেমনি স্বরাজের ভাবনা গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়লে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন শক্তি ও উদ্যমের জোয়ার আসবে।"[২০] ❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) 'Beyond Economic Growth: Meeting the Challenges of Global Development', Book On Line, Oct, 06, 2004, http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/beyondco/beg_01.pdf, P. 04
(২) CWMG., Vol.13, P.213
(৩) Speech at Banares Hindu University, CWMG, Vol.13, P.213
(৪) Constructive Programme: Its meaning and place, Navjivan, Ahmedabad, 1941.
(৫) Young India 19/11/1925
(৬) YI, 19 -03 -1931,p. 38
(৭) Ibid, P.212
(৮) YI 26 – 03 – 1931, P.46
(৯) Speech at Banares Hindu University, CWMG, Vol.13, P.213
(১০) Shikshan Ane Sahitya, 18 -08 – 1929; 41:295
(১১) YI 12 -06 – 1924, p.195
(১২) YI 05 01 1922, P.4 and YI 27 08 1925, P.297, MoMG P. 319
(১৩) Pyarelal – The Last Phase
(১৪) Letter to Munnalal Shah, 4-4-1941; 73:421
(১৫) Harijan 18-08-1940
(১৬) Shikshan Ane Sahitya, 18 -08 – 1929; 41:295
(১৭) Harijan, 05 – 12 – 1936: 64:105
(১৮) Young India: Nov. 5, 1925
(১৯) http://www.esi.org.in/about_history.htm
(২০) H 18 01 1942, p 4

স্যানিটেশন বিপ্লব : এক জন আন্দোলন

পরমেশ্বরণ আইয়ার

বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় সম্প্রতি একটি সর্বেক্ষণে দেখা যাচ্ছে সমীক্ষার আওতাধীন ৯৩ শতাংশ পরিবারেরই শৌচালয় রয়েছে এবং তা ব্যবহার করা হয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে মানুষের বদভ্যাস পরিবর্তনে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে সমীক্ষার এই ফলাফল সাযুজ্যপূর্ণ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ—স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মী, নাগরিক সমাজ—সকলের কাছেই মুখে মুখে ফেরা একটি নাম 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'। আর যে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই অভিযান বয়স, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম এবং শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জীবনচর্যায় অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

বৈচিত্র্যের দেশ ভারত। ২৯-টি রাজ্য এবং ৭-টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভাজিত এই দেশে ১৩০ কোটি মানুষের বাস। তার ৭০ শতাংশই থাকেন গ্রামাঞ্চলে। ভারতে মোট ৭০০-টি জেলায় গ্রামের সংখ্যা ৬ লক্ষ। ২০১৪-র আগের ছবিটা দেখা যাক। দেশের প্রায় ৬০ কোটি মানুষ প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্মে অভ্যস্ত ছিলেন সেসময়ে (যা সারা বিশ্বে প্রকাশ্যে শৌচকর্মে অভ্যস্ত মানুষের ৬০ শতাংশ)। রোগ সংক্রমণ, কাজের সময়ের অপচয়, নারী ও শিশুদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা এবং সর্বোপরি মানুষের ন্যূনতম মর্যাদার প্রশ্নেও ছবিটা ছিল খুবই শোচনীয়।

২০১৪-র ১৫ আগস্ট। লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তার প্রথম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে নরেন্দ্র মোদী প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন দেশ গড়ে তোলার ডাক দিলেন। শুরু হল 'স্বচ্ছ ভারত'-এর যাত্রা।

এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রীই শৌচব্যবস্থা পরিকাঠামোয় প্রসার ও উন্নয়নকে বিকাশ কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেননি। শৌচব্যবস্থাপত্রের প্রশ্নে বিশ্বের আঙিনায় এই দেশ ছিল একটা দগদগে ক্ষতচিহ্নের মতো। প্রকাশ্যে শৌচকর্ম সারতেন এখানকার প্রায় ৬০ কোটি মানুষ। গত চার বছরের বিরামহীন প্রয়াসে এখন ৫০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে শৌচালয় ব্যবহারের সুযোগ। বর্তমানে গ্রামীণ ভারতের ৯৫ শতাংশই এসে গেছে শৌচালয় পরিষেবার আওতায়; যা চার বছর আগে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। এই চার বছরে, ৮ কোটি ৭০ লক্ষ পারিবারিক শৌচালয় তৈরি হয়েছে দেশ জুড়ে। ভারতের ৫ লক্ষ ১০ হাজার গ্রাম, ৫২৯-টি জেলা এবং ২৫-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এখন প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন (Open Defecation Free—ODF)। বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় সম্প্রতি একটি সর্বেক্ষণে দেখা যাচ্ছে সমীক্ষার আওতাধীন ৯৩ শতাংশ পরিবারেরই শৌচালয় রয়েছে এবং তা ব্যবহার করা হয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে মানুষের বদভ্যাস পরিবর্তনে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে সমীক্ষার এই ফলাফল সাযুজ্যপূর্ণ।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ—স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মী, নাগরিক সমাজ—সকলের কাছেই মুখে মুখে ফেরা একটি নাম 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'। আর যে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই অভিযান বয়স, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম এবং শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জীবনচর্যায় অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

প্রকাশ্যে শৌচকর্মের প্রশ্নে বিশ্বে সবচেয়ে লজ্জাজনক অবস্থান থেকে উঠে এসে ভারত কীভাবে মানুষের অভ্যাসগত পরিবর্তনের

[লেখক সচিব, কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : param.iyer@gov.in]

মাধ্যমে এযাবৎ এধরনের সর্ববৃহৎ অভিযান রূপায়ণে সাফল্যের দৃষ্টান্ত রাখল? শৌচব্যবস্থা পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের বিশেষজ্ঞরা বহুদিন ধরেই বলে আসছিলেন যে অভ্যাস পরিবর্তন-এর মূল পন্থা হল গোষ্ঠীগত উদ্যম (Community Approach to Sanitation—CAS) এবং গোষ্ঠী নেতৃত্বে সার্বিক ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলায় উদ্যোগ (Community Led Total Sanitation—CLTS)। কিন্তু দেখা গেল এই বিষয়গুলি জরুরি হলেও, সমস্যার ব্যাপকতা এবং মাত্রা বেশি হওয়ায়, শুধুমাত্র এই দিকগুলি মাথায় রেখে এগোলেই হবে না।

'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এ তাই কৌশলগত পরিমার্জন এবং সুস্পষ্ট নীতি নিয়ে চলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মূলত চারটি বিষয়—মাত্রা (Scale), গতি (Speed), ভ্রান্ত ধারণা (Stigmas and Myths)-র মোকাবিলা এবং সুস্থায়ীত্বের (Sustainability)-র ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে পরিচ্ছন্নতার অভিযানে। সংক্ষেপে একে Four S বলা হচ্ছে।

● **মাত্রা (Scale) :** ৬০ কোটি লোকের বদভ্যাস পরিবর্তন সহজ কাজ ছিল না। এজন্য, তৈরি করা হয় স্বচ্ছ ভারত জাতীয় দল। দলের সদস্যরা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত আচরণে পরিবর্তন আনতে কাজে নামেন জোরকদমে। দলটিতে এখন রয়েছেন ১২ কোটি স্কুল পড়ুয়া, ১০ লক্ষ রাজমিস্ত্রি (এর মধ্যে ১ লক্ষ মহিলা), ৫ লক্ষ স্বচ্ছাগ্রহী, আড়াই লক্ষ সরপঞ্চ, ৭০০ জেলা কালেক্টর, ৪০০ স্বচ্ছ ভারত প্রেরক, ২০ জন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। সর্বোপরি প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

● **দ্রুততা (Speed) :** অভিযান শুরু এবং রূপায়ণে জরুরি ভিত্তিতে এগোনোর মনোভাব দরকার। কাজ শুরুর জন্য প্রধানমন্ত্রী জোরালো আবেদন রাখার পাশাপাশি ২০১৯-এর ২ অক্টোবর তা শেষ করে ফেলার কথাও বলেছেন।

গয়ংগচ্ছ মনোভাব সরিয়ে রেখে জোরকদমে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি।

পরিচ্ছন্নতার যাত্রায় কর্মীদল গড়ে তোলাতেও দ্রুততা অপরিহার্য। স্বচ্ছ ভারত অভিযান-এ এই কাজ যেভাবে হয়েছে তাকে বলা যেতে পারে 'শূন্য থেকে শুরু'। দলের প্রতিটি সদস্যের নির্দিষ্ট দায়বদ্ধতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা দরকার। তবেই আচরণগত পরিবর্তন সম্ভব। এবং একমাত্র তখনই সার্থকভাবে কাজ হতে পারে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী-জেলাশাসক-গ্রাম স্তরের চালক শৃঙ্খল বিন্যাস মারফত (PM-CM-DM-UM Model)। ২০১৯-এ প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ শৌচকর্মহীন ভারত (ODF India) গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, রাজ্য স্তরে এই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীরা, শৌচব্যবস্থার প্রসারে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের দিকে মানুষের আগ্রহ তৈরি করেছেন জেলাশাসকরা। ফলে এই কাজে গ্রাম স্তরের পরিচালক এবং স্বচ্ছাগ্রহীরা আরও উৎসাহিত হয়ে কাজ করেছেন সর্বস্ব পণ করে। তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও বাড়ি বাড়ি প্রচারে তৈরি হয়েছে জনসচেতনতা। গ্রামের মানুষের আচরণে ও অভ্যাসে এসেছে পরিবর্তন।

● **কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণার মোকাবিলা :** সাধারণ মানুষের বদভ্যাস ও আচরণগত পরিবর্তন আনতে চাইলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা ভ্রান্ত ধারণা নির্মূল করা দরকার। ওই দিকটিতেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে। ভারতের গ্রামীণ এলাকায় শৌচব্যবস্থা সম্পর্কে নানা রকম ধ্যানধারণার চলন বহুকাল ধরে। অনেকেই মনে করতেন শৌচালয়ের প্রয়োজন শুধু মহিলা কিংবা শিশুদের। কেউ বা আবার ভাবতেন বাড়ির চত্বরে শৌচালয় থাকা অপবিত্র। কারও বা ধারণা ছিল শৌচালয় পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ তার নয়—অন্য কারও।

এইসব উদ্ভট ধ্যানধারণা এবং কুসংস্কারের মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্তরে হাতে নেওয়া হয় নানা প্রচারাভিযান। গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত এইসব প্রচারাভিযানের প্রত্যেকটিরই বিশেষ নিজস্ব বার্তা রয়েছে। 'দরওয়াজা বন্ধ' প্রচারাভিযানে শামিল অমিতাভ বচ্চন, অনুষ্কা শর্মার মতো বলিউড তারকারা। শৌচালয় ব্যবহার, তার প্রয়োজনীয়তা যে শুধুমাত্র মহিলা বা শিশুদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে এখানে। তৈরি হয়েছে অক্ষয় কুমার অভিনীত চলচ্চিত্র 'টয়লেট—এক প্রেম কথা'। ছবিটিতে তুলে ধরা হয়েছে নানা ধরনের, মূলত মহিলাদের সমস্যার কথা। শেষ পর্যন্ত সব বাধা পেরিয়ে উল্লিখিত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচব্যবস্থা এবং অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব হল—এমনটাই দেখানো হয়েছে সিনেমাটিতে।

● **বিরামহীনতা :** স্বচ্ছ ভারত অভিযানে শৌচালয় ব্যবস্থা প্রসারের কাজ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে কর্মকাণ্ডের গতি বজায় রাখা এবং এসংক্রান্ত জন আন্দোলন যাতে স্তিমিত না হয়ে পড়ে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এজন্য কৌশলগত দিক থেকে কয়েকটি বিষয়ে জোর দিয়েছে প্রশাসন।

→ প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন---গুণবত্তা (ODF Quality বা ODF Q) : স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আওতায় তৈরি প্রতিটি শৌচালয়ের ভূ-চিহ্নিতকরণ (Geo-tagged)। প্রতিটি গ্রামে দ্বিস্তরীয় নজরদারি ব্যবস্থাপত্র। প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীনতা এবং শৌচালয়ের অবস্থা সম্পর্কে গ্রামবাসীদের নিজেদের মূল্যায়নের পাশাপাশি তৃতীয় পক্ষের নজরদারি। কোনও রকম হেরফের দেখলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের তরফে রিপোর্ট চাওয়া এবং ব্যবস্থা গ্রহণ।

→ প্রকাশ্যে শৌচকর্মবিহীন-ধারাবাহিকতা (ODF—Sustainability—ODF-S) : প্রকাশ্যে শৌচকর্মবিহীন তকমা অর্জিত হওয়ার পরেও তা বজায় রাখতে দরকার নিরন্তর প্রচার। শৌচালয়ের সঠিক ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। এজন্য স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার সংস্থান রয়েছে। ব্যবস্থা রয়েছে আর্থিক উৎসাহ ভাতারও (financial incentives)। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের পরবর্তী সময়ে পরিচ্ছন্নতা এবং প্রকাশ্যে শৌচকর্মবিহীন তকমা বজায় রাখতে দশমবার্ষিকী কৌশল পরিকল্পনা গড়ে তুলছে পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক।

→ প্রকাশ্যে শৌচকর্মবিহীনতা ও আরও কিছু (ODF +) : শুধুমাত্র শৌচালয় নির্মাণ-এর মধ্যেই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের পরিসর সীমাবদ্ধ নয়। সার্বিকভাবে পরিচ্ছন্ন প্রতিবেশ গড়ে তোলা এর লক্ষ্য। এজন্য প্রকাশ্যে শৌচকর্মবিহীন গ্রামগুলিতে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংস্থানের পাশাপাশি সেখানে জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে জল সরবরাহ পরিষেবা গড়ে তোলা হচ্ছে।

গত চার বছর ধরে পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক অন্য সব কেন্দ্রীয় দপ্তর, রাজ্য সরকার, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, অসরকারি কিংবা আধা-সরকারি সংস্থা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংগঠন, সংবাদমাধ্যম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করে চলেছে। শুধুমাত্র স্যানিটেশন দপ্তরের আওতার মধ্যেই পরিচ্ছন্নতাবিধানের বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ না রেখে শামিল করা হচ্ছে সব পক্ষকে। এজন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ এবং কর্মসূচি।

কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছতা পক্ষ বা পাখোয়াড়া (যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তরগুলি পক্ষকাল পরিচ্ছন্নতাবিধান সংক্রান্ত কাজে শামিল হয়ে থাকে), স্বচ্ছ প্রসিদ্ধ স্থান (ঐতিহ্য, ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ১০০-টি অঞ্চলের পরিচ্ছন্নতাবিধানে বহুপাক্ষিক উদ্যোগ), স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনা (এর আওতায় পরিচ্ছন্নতার পরিকল্পনায় ৭৬-টি মন্ত্রক/দপ্তর ৫২৪৮ কোটি টাকা আলাদাভাবে বরাদ্দ করেছে) কিংবা গঙ্গা তীরবর্তী গ্রামগুলিকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মবিহীন করে তোলার উদ্যোগ। সাম্প্রতিকতম উদাহরণটি হল স্বচ্ছতা সর্বেক্ষণ গ্রামীণ ২০১৮। এর আওতায় দেশের ৬৯৮-টি জেলার ৬৯৮০-টি গ্রামে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক নিরপেক্ষ সমীক্ষা চালানো হয়।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান শৌচব্যবস্থার উন্নয়নে সারা বিশ্বে বৃহত্তম উদ্যোগ—একথা অতিরঞ্জিত নয়। এই অভিযান বর্তমানে জন আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অভ্যাসও আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের প্রচেষ্টায় শামিল। এবং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই কাজে মহিলাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি তাদের নিরাপত্তা এবং সম্মান ও মর্যাদার আশ্বাস দিয়েছে তো বটেই, তাদের পরিবার এবং সার্বিকভাবে গোষ্ঠীগত কল্যাণ সুনিশ্চিত করতেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যই এসংক্রান্ত সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা মেয়েরা করছেন বলিষ্ঠভাবে। পরিবারের দেখভালের পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার অভিযানে যথেষ্ট সময় দিচ্ছেন তারা। প্রয়োজনে রুখে দাঁড়াচ্ছেন অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। শৌচালয় নির্মাণের মতো যেসব কাজ আগে শুরুমাত্র পুরুষেরই বলে গণ্য করা হ'ত—সেসব কাজে দায়িত্ব এখন কাঁধে তুলে নিচ্ছেন মহিলারাও।

প্রকাশ্যে শৌচকর্মবিহীনতা এবং পরিচ্ছন্নতার অভিযানে যে বিষয়টি সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক তা হল মানুষের অভ্যাস ও আচরণগত পরিবর্তন। জনতা এখন জাগ্রত। দাবি করছেন নিজেদের অধিকার। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন কয়েকজনের বাহিনী :

● মহিলাদের সামনেও যখন রাজমিস্ত্রির কাজের প্রশিক্ষণের সুযোগ এনে দেওয়া

হল তখন তা লুফে নিলেন সুনীতা দেবী। শিখলেন জোড়া-গহ্বর শৌচাগার (Twin Pit Toilets) কীভাবে তৈরি করতে হয়। তার দক্ষতার পরিচয় পেয়ে জেলা প্রশাসন তাকে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব দেয়। কাজ হল গ্রামে গ্রামে ঘুরে অন্য 'রানিমিস্ত্রি'-দের প্রশিক্ষণ দেওয়া। ১৬০০-র বেশি 'রানিমিস্ত্রি'-কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সুনীতা দেবী।

● আট সদস্যের পরিবারের দেখভালের দায়িত্ব সামলেও রাজস্থানের বান্‌স্‌ওয়ারা জেলার কাজরি পঞ্চায়েতের শঙ্করী মাভি হয়ে উঠেছেন 'রানিমিস্ত্রি'। নিজের শৌচাগার বানিয়েছেন নিজেই। কাজ করেছেন অহোরাত্র। সবটুকুই করেছেন নিজে। দিনের বেলা করেছেন ক্ষেতের কাজ। আর রাতে নিজের মোবাইল ফোনের টর্চের আলোটুকু সম্বল করে যন্ত্রপাতি নিয়ে শৌচালয় তৈরির কাজ করে গেছেন এই অনন্যা।

● পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের শামশাল বেগম স্বচ্ছ ভারত অভিযান গ্রামীণ-এর সক্রিয় প্রচারক। সেলফোন দোকানের মালিক তওসেফ রাজা আহমেদ-এর বিবাহের প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করলেন। কিন্তু শর্ত দিলেন বেশ কিছু। তার একটি হল—শ্বশুরবাড়িতে ঠিকঠাক শৌচাগার থাকতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ফলে ২০১৪ থেকে ২০১৯-এর মধ্যে এদেশে ডায়ারিয়া এবং অপুষ্টিজনিত ৩ লক্ষের বেশি মৃত্যু রুখে দেওয়া সম্ভব হবে। প্রকাশ্যে শৌচকর্মের অভ্যাস কমা এবং শৌচালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিই এর কারণ।

অন্যদিকে, UNICEF-এর একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, প্রকাশ্যে শৌচকর্মবিহীন সমাজে, চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাশ্রয়, সময়ের অপচয় কমা এবং মৃত্যুহার কম হওয়ার ফলে পরিবার প্রতি বছরের ৫০ হাজার টাকা সাশ্রয় হতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাশ্রয়ের মুখ দেখেন দরিদ্রতম গোষ্ঠীর মানুষজন।

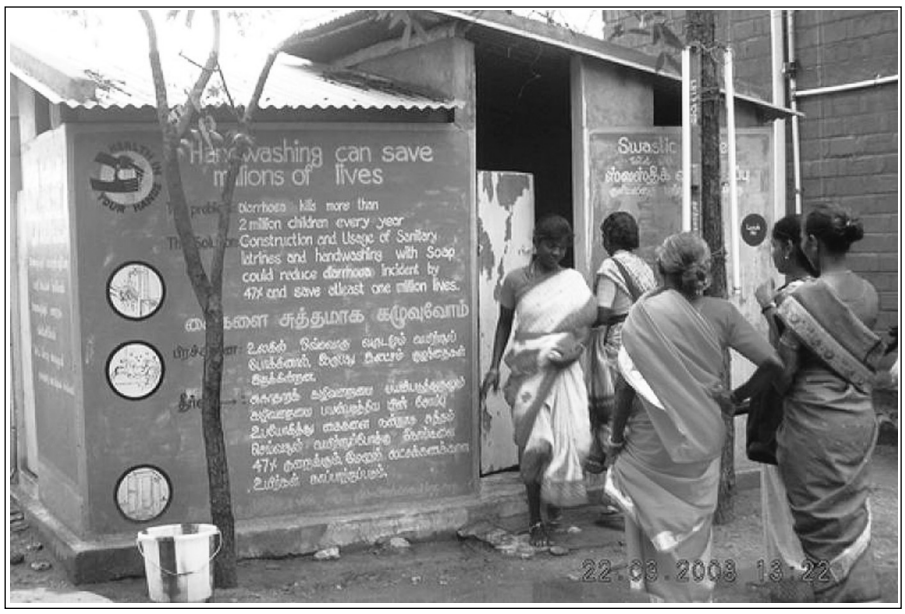

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ইতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যেই অনুভূত। পাশাপাশি, ব্যাপক পর্যায়ে মানুষের বদভ্যাস ও আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে সার্বিক উন্নয়নের পথে এগোনো যায়—তাও দেখিয়ে দিয়েছে এই অভিযান। চার 'S' বা Scale (মাত্রা), Speed (দ্রুততা), Stigmas and Myths (কুসংস্কারের মোকাবিলা) এবং Sustainability (বিরামহীনতা)-র দিশায় এগিয়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযান আমাদের চার P-র গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করে তুলেছে। এই চার P হল Political Leadership (রাজনৈতিক নেতৃত্ব), Public Funding (সরকারি অর্থসংস্থান), Partnership (অংশীদারিত্ব) এবং People's Portion (সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ)।

→ **রাজনৈতিক নেতৃত্ব :** রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং শীর্ষ স্তর থেকে সক্রিয়তা অত্যন্ত জরুরি।

→ **সরকারি অর্থসংস্থান :** অর্থের যাতে কোনও রকম অভাব না হয় সেজন্য স্বচ্ছ ভারত অভিযানে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

→ **অংশীদারিত্ব :** অসরকারি সংগঠন, বেসরকারির ক্ষেত্র, নাগরিক সমাজ, সংবাদমাধ্যম-সহ সংশ্লিষ্ট সব মহলের মধ্যে প্রতিনিয়ত সমন্বয়সাধন।

→ সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ : পরিচ্ছন্নতাবিধান এবং স্যানিটেশনের প্রসার শুধুমাত্র সরকারের একটি কর্মসূচি মাত্র নয়। তা আসলে এক জন আন্দোলন।

নিজস্ব শৌচ ব্যবস্থাপত্র এবং পরিচ্ছন্নতা-বিধানের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে পূর্ব ঘোষণা মতো ২০১৯-এর ২ অক্টোবরের মধ্যে স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে গ্রামীণ সমাজ। বিশ্বের সামনে নজির তৈরি করছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশ এগিয়ে চলেছে জোরকদমে। স্থায়ী সদর্থক পরিবর্তনের প্রধান শর্ত হল মানুষের অভ্যাস ও আচরণগত পরিবর্তন এবং যথার্থ সমন্বয়সাধন—একথা প্রমাণ করে দিয়েছে ভারত। ২০১৮-র ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৫৯-টি দেশের স্যানিটেশন মন্ত্রকই এক বাক্যে স্বীকার করেছে একথা। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে এদেশ যে জন আন্দোলন গড়ে তুলেছে তার বার্তা অনুরণিত সারা বিশ্বে।❑

লক্ষ্য নির্মল রোগব্যাধি মুক্ত গ্রাম

নরেন্দ্র সিং তোমর

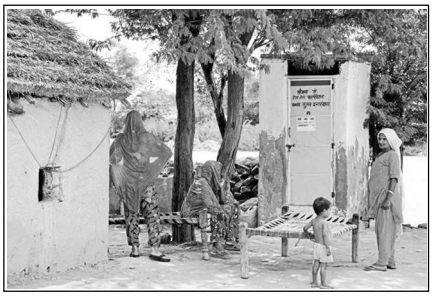

পল্লি এলাকার উন্নয়নে সরকার মনোযোগী এবং সর্বার্থেই গ্রামগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছে। দেশের প্রাণভোমরা গ্রামের উন্নয়নের জন্য, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক প্রতি গ্রামের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা সুনিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই দিকটি কোনওভাবেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না। দেশের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা রূপায়ণ করছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। এই প্রকল্প এর গুরুত্ব বুঝেছে এবং এর অজস্র সাফল্য কাহিনী প্রমাণ করেছে যে দেশবাসী গ্রামের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের বিষয়ে সচেতন ও তারা গ্রাম-ভারতকে পরিচ্ছন্ন করতে দৃঢ়সংকল্প।

গ্রামই আমাদের দেশের প্রাণ-ভোমরা। গ্রামগুলি উন্নত হলে তবেই দেশের সার্বিক এবং সকলের উন্নয়ন সম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই সরকার গ্রামাঞ্চলের সর্বতোমুখী উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পল্লি ভারতকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে না পারলে, উন্নয়নের এই স্বপ্ন পূরণ কিন্তু অধরা থেকে যাবে। সরকার গ্রামে ব্যাপক উন্নয়ন আনতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এই প্রয়াসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। গ্রামগুলি পরিচ্ছন্ন না হলে তাদের উন্নয়ন অসমাপ্তই থেকে যাবে। মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যা গ্রামাঞ্চলে কোটি কোটি মানুষের জীবনে রূপান্তর এনেছে বা রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ চালাচ্ছে। গাঁয়েগঞ্জে লোকের জীবনযাত্রার মান বদলাতে যে উদ্যোগটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, তা হল 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'।

২০১৪-র ২ অক্টোবর সূচিত স্বচ্ছ ভারত মিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবনকে আরও পরিচ্ছন্ন, রোগবালাইমুক্ত এবং মর্যাদাময় করে তোলা। শুধুমাত্র জীবনের সক্ষমতা বৃদ্ধি নয়, পরিচ্ছন্নতা মানব উন্নয়নের বনেদও বটে। পরিচ্ছন্নতা ব্যতিরেক, কোনও জাতি এবং সমাজ সফল হতে পারে না। পরিচ্ছন্নতার অভাব থাকলে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গরিবি হটানো, মানব উন্নয়ন ইত্যাদি সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পরিচ্ছন্নতা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও যথেষ্ট অবদান রাখে। লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী তার প্রথম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ার জন্য জোরালো ডাক দেন। পরিচ্ছন্নতা তার কাছে পায় জাতীয় অগ্রাধিকারের স্বীকৃতি। দিল্লিতে স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচির উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ভারতের নাগরিক হিসেবে গান্ধীজীর পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্ন ২০১৯-এ তার ১৫০-তম জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে পূরণ করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রীর সেই ডাকে একযোগে সাড়া দিয়েছে গোটা জাতি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ পরিচ্ছন্নতার এই গণ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং এই কর্মসূচি জোর কদমে এগিয়ে চলছে। তাতে ভাঁটা পড়েনি এতটুকুও। হররোজ বহু সংখ্যক দেশবাসী পরিচ্ছন্ন ভারত কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছে। বর্তমানে ২২-টি রাজ্য, ৪৬৮-টি জেলা এবং ৪ লক্ষ ৬৮ হাজারের বেশি গ্রাম উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত বলে ঘোষিত। ২ অক্টোবর, ২০১৪ থেকে আজ অবধি তৈরি হয়েছে ৮.৫৯ লক্ষ শৌচালয়। ২০১৪-র ২ অক্টোবরে অনাময় (স্যানিটেশন) ব্যবস্থা ছিল মাত্র ৩৮.৭০ শতাংশ এলাকায়। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩.৯০ শতাংশ। এহেন বিপুল অগ্রগতি বিশ্বে বেনজির। সামাজিক উদ্বেগ সংক্রান্ত বিষয়ে দেশকে কীভাবে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করা তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত দুনিয়ার সামনে হাজির করেছে

[লেখক কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েতি রাজ ও খনি মন্ত্রকের মন্ত্রী। ই-মেল : ns.tomar@sansad.nic.in]

ভারতের এই প্রচেষ্টা। ভারতের এই কর্মসূচি থেকে প্রেরণা পেয়ে বহু দেশ এখন তাদের অনাময় (স্যানিটেশন) ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করছে।

গ্রামের কপাল ফেরানো

স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি পল্লিভারতের মুখ। সমীক্ষায় প্রকাশ, উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ হওয়া গ্রামের প্রতিটি বাড়ি ফি বছর বাঁচাচ্ছে হাজার পঞ্চাশেক টাকা। শৌচালয় না থাকলে রোগব্যাধির দরুন এই অঙ্কের টাকা গাঁটের থেকে খসাতে হ'ত তাদের। বাঁচানো টাকা তারা কাজে লাগাচ্ছে বাচ্চাদের আরও ভালো মানের লেখাপড়ার ব্যবস্থা এবং উন্নত মানের জীবনযাপনের জন্য। মানুষের চিকিৎসাপাতির খরচ কমেছে এবং তারা আগের চেয়ে বেশিসংখ্যক দিন কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব,স্বচ্ছ ভারত মিশন রূপায়ণের সুবাদে আমরা গ্রামাঞ্চলে প্রতি বছর বহু শিশুকে মারণ ব্যাধির কবলে পড়ার থেকে রক্ষা করতে পারছি।

অসাধারণ প্রচেষ্টা

স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামাঞ্চলে অভূতপূর্ব কিছু নয়া উদ্যোগ এনে দিয়েছে। পরিচ্ছন্নতা আন্দোলনে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত মহিলারা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কাজকর্মে নিজেদের জমানো টাকা লগ্নি করে তারা পরিবেশ সাফসুতরো এবং সুন্দর রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টাকাকড়ির অভাবে পড়া বহু সংসারকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা। পারস্পরিক সহযোগিতা মারফত সামাজিক সমন্বয় জোরদার করতেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এসব গোষ্ঠী। আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যরা প্রশংসনীয় আগ্রহ দেখিয়েছেন স্বচ্ছ ভারত মিশনে। নিজেদের পঞ্চায়েতে মাঠেঘাটে শৌচকর্ম বন্ধ করতে তারা বেশ কার্যকর কর্মসূচি ছকেছেন, উৎসাহ নিয়ে এবং দক্ষতার সঙ্গে তা রূপায়ণ করেছেন। এই কর্মসূচিতে মানুষকে শামিল করতে শুধুমাত্র আন্তরিক চেষ্টা চালিয়েই তারা ক্ষান্তি

দেননি, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড হাতে নিয়ে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়েছেন।

স্বচ্ছ ভারত মিশন এখন এক গণ আন্দোলনের রূপ নিয়েছে এবং তা এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প মারফত বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। গ্রামাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে সচেনতা প্রসার এবং জীবিকার সুযোগ সৃষ্টির জন্য গ্রামবাসীদের উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া এসবের অন্যতম। মন্ত্রক বাড়ি বাড়ি শৌচাগার তৈরি, কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থপনা, জল ধরে রাখার জন্য পুকুর কাটা, জল সংরক্ষণ এবং নোংরা জল পরিশোধনের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার করার কাজ চালাচ্ছে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরিচ্ছন্ন পঞ্চায়েত রূপে গড়ে তোলায় জোর দেওয়া হচ্ছে।

"সমীক্ষায় প্রকাশ, উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ হওয়া গ্রামের প্রতিটি বাড়ি ফি বছর বাঁচাচ্ছে হাজার পঞ্চাশেক টাকা। শৌচালয় না থাকলে রোগব্যাধির দরুন এই অঙ্কের টাকা গাঁটের থেকে খসাতে হ'ত তাদের। বাঁচানো টাকা তারা কাজে লাগাচ্ছে বাচ্চাদের আরও ভালো মানের লেখাপড়ার ব্যবস্থা এবং উন্নত মানের জীবনযাপনের জন্য। মানুষের চিকিৎসাপাতির খরচ কমেছে এবং তারা আগের চেয়ে বেশিসংখ্যক দিন কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।"

বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা

এখন গোটা বিশ্বের কাছেই বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। কি গ্রাম, কি শহর, বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা এবং পরিকাঠামোর খামতির দরুন মানুষের জীবন অপরিচ্ছন্নতায় ভোগে। অসুখবিসুখ ও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে, এটা জানাতে খুব ভালো লাগছে যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে তেলেঙ্গনায় তৈরি করা হচ্ছে বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনার জন্য বর্জ্য জল শুষে নেওয়ার গহ্বর (Soakage pits)। এই প্রকল্পের টাকায় মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলায় সোকেজ পিট নির্মাণের সুবাদে খান তিরিশেক গ্রাম বেঁচেছে মশার হাত থেকে। বর্জ্য জল শুষে নেওয়ার গহ্বরের সৌজন্যে মশার জন্ম আটকানোয় গ্রামবাসীরা শান্তিতে ঘুমোতে পারে এবং মশাবাহিত রোগ থেকে পায় রেহাই। প্রকল্পটির আওতায় মিজোরামে আইজল জেলার তেলনগুয়াম আর জি ব্লকের লিংপুই জলের ট্যাঙ্ক এক উদ্ভাবনী

পরীক্ষা। বিমানবন্দরমুখী রাস্তার ধারে তৈরি এই ট্যাঙ্কটি দেখতে উড়োজাহাজের পারা। ট্যাঙ্কের আশপাশে বসানো কল থেকে সাধারণ মানুষ শুদ্ধ পানীয় জল পায়। ট্যাঙ্কটির চত্বরে আছে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য শৌচাগার। পয়সা দিয়ে তা ব্যবহার করা যায়। এতসব সুযোগসুবিধা এবং বন্দোবস্তের দরুন এই ট্যাঙ্ক এক বহু উদ্দেশ্যসাধক সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দৌলতে কিছু আয়পত্রও হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতের।

গ্রামাঞ্চলে বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের তহবিল কাজে লাগাচ্ছে হরিয়ানা সরকার। গাঁয়েগঞ্জে বর্জ্য জল নিকাশ এবং জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করার মাধ্যমে গ্রামের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এর মূল লক্ষ্য। ইমারতি সামগ্রী তৈরির এক প্রকল্প চালু করেছে কেরালার ত্রিশুর জেলায় মাতিলকম ব্লকের আরিয়াদ গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানে তৈরি কংক্রিটের চাঙড় (ব্লক) ব্যবহার করা হয় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে শৌচালয় নির্মাণের মতো কাজকর্মে। কর্মসংস্থান প্রকল্পটির আওতায় তৈরি করা হচ্ছে কেঁচো-সার (Vermi Compost) উৎপাদনের ইউনিটও।

বাড়ি বাড়ি স্যানিটেশন

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের একটা মোটা তহবিল খরচ করা হচ্ছে গ্রাম সাফসুতরো রাখতে এবং ফলও মিলছে হাতেনাতে। ২০১৪-'১৫-এ ৯২৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বাড়িতে শৌচালয় বানানো বাবদ। গত অর্থ বছরে এ খাতে খরচের অঙ্ক ১৩৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। সোকেজ পিট তৈরির জন্য গত অর্থবর্ষে ব্যয় হয় ১৫৫.৯৮ কোটি টাকা। তার আগের বছরে এর পরিমাণ ছিল ২৯.৩৮ কোটি টাকা। ২০১৪-'১৫-তে ভার্মি কমপোস্ট পিট তৈরির জন্য খরচ হয়েছিল ১৬.৭৬ কোটি টাকা।

গত বছর এসব কাজে ৫৪৮.৫৩ কোটি টাকা খরচ হয়। ২০১৪-'১৫-তে কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজকর্মে খরচের অঙ্ক ছিল ৪৯৫.১২ কোটি টাকা। ২০১৭-'১৮-এ এসব কাজের খাতে ব্যয় ৮৫২.২১ কোটি টাকা। জল সংরক্ষণের জন্য ৪৭১২.৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল ২০১৪-'১৫-তে। ২০১৭-'১৮-এ এ খাতে ব্যয় ৬৯২২.১৬ কোটি টাকা। পরিচ্ছন্নতার জন্য ২০১৪-'১৫-তে মোট ব্যয় ৬১৭৭.৯২ কোটি টাকা, ২০১৫-'১৬-এ ৬৯৮৩.৫৭ কোটি টাকা এবং ২০১৭-'১৮-তে ৯৮৭৮.২২ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরে এযাবৎ খরচ ৫৯৩০.৭০ কোটি টাকা। এভাবে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প তহবিলের একটা বড়ো অংশ ব্যয় হয়েছে বা ব্যয় করা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সার্বিক পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কাজকর্মে।

সাফল্য

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের তহবিল কাজে লাগিয়ে ২০১৪-'১৫-তে ১৩.৮৮ লক্ষ পরিবারের জন্য শৌচাগার বানানো হয়েছে। ২০১৫-'১৬-এ তৈরি হয় ৭.৫ লক্ষ শৌচালয়। ২০১৭-'১৮-তে প্রায় ৯ লক্ষ। ২০১৬-'১৭-এ সোকেজ পিট তৈরির ক্ষেত্রে দারুন উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৫-'১৬-এর ৩৭ হাজার পিটের জায়গায় ২০১৬-'১৭-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪,২১,৫৫৩। ২০১৭-'১৮-তেও তৈরি হয়েছে ২,১৯,০০০-এর বেশি পিট। ভার্মি কম্পোস্ট পিট নির্মাণের মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে।

এক্ষেত্রে ২০১৪-'১৫-এ ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৬-'১৭-তে কাজ হয়েছে ১,৮২,০০০। ২০১৭-'১৮ তা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৫৪,০০০। নিকাশি নর্দমা, তরল জৈব সার, স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ির শৌচালয় ইত্যাদি মারফত কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতেও অগ্রগতি হয়েছে যথেষ্ট। ২০১৫-'১৬ সালে এহেন ৮২,৫৬৪-টির কাজ সম্পূর্ণ হয়। ২০১৭-'১৮-তে এরকম কাজ হয়েছে ১,৮৩,০০০-এর বেশি। কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পটির তহবিল বেশ ভালোভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে জল সংরক্ষণের জন্য এবং এতেও সাফল্য মিলেছে যথেষ্ট। জল সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নে ২০১৪-'১৫ সালে ২,৭৭,০০০ কাজ সম্পূর্ণ করা গেছে। এবং ২০১৬-'১৭ ও ২০১৭-'১৮-এ তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬,০০,০০০ এবং ৩,৮৪,০০০।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

এসব তথ্য থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে যে পল্লি এলাকার উন্নয়নে সরকার মনোযোগী এবং সর্বার্থেই গ্রামগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছে। দেশের প্রাণভোমরা গ্রামের উন্নয়নের জন্য, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক প্রতি গ্রামের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা সুনিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই দিকটি কোনওভাবেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না। দেশের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা রূপায়ণ করছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। এই প্রকল্প এর গুরুত্ব বুঝেছে এবং এর অজস্র সাফল্য কাহিনী প্রমাণ করেছে যে দেশবাসী গ্রামের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের বিষয়ে সচেতন ও তারা গ্রাম-ভারতকে পরিচ্ছন্ন করতে দৃঢ়সংকল্প।

গ্রাম পঞ্চায়েত এখন আর শুধুমাত্র শৌচাগার তৈরির মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোযোগ দিয়েই খালাস নয়, ভার্মি কম্পোটিং পিট মারফত বর্জ্য অপসারণেও পদক্ষেপ করছে। কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প রূপায়ণে নর্দমা, তরল জৈব সার, স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচাগার, সোকেজ চ্যানেল ইত্যাদি কাজে নেমে পড়ে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখভালের কর্মকাণ্ডে পালন করছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তবে গ্রামের হরেক বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে, বোঝা দরকার যে দেশের ২,৩৮,৬১৭-টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য স্যানিটেশনের একটিমাত্র মডেল গ্রহণ করা যায় না। তবে হ্যাঁ, দেখতে হবে আমরা যেন এমন সব ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকি যা সোজাসাপটা, কম খরচার এবং কারিগরির দিক থেকে সহজতর। গ্রাম-ভারতকে পরিচ্ছন্ন করতে রোজগার নিশ্চয়তা প্রকল্পটির বৈপ্লবিক উদ্যোগ এবং বর্তমান সরকার তা সার্থক রূপায়ণ করায় সুফল মিলতে শুরু করেছে।

"গ্রামের হরেক বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে, বোঝা দরকার যে দেশের ২,৩৮,৬১৭-টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য স্যানিটেশনের একটিমাত্র মডেল গ্রহণ করা যায় না। তবে হ্যাঁ, দেখতে হবে আমরা যেন এমন সব ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকি যা সোজাসাপটা, কম খরচার এবং কারিগরির দিক থেকে সহজতর। গ্রাম-ভারতকে পরিচ্ছন্ন করতে রোজগার নিশ্চয়তা প্রকল্পটির বৈপ্লবিক উদ্যোগ এবং বর্তমান সরকার তা সার্থক রূপায়ণ করায় সুফল মিলতে শুরু করেছে।"

বস্তুত, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের সুবাদে বাস্তুতন্ত্রের (ইকোলজি) উন্নতি হচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য তা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়তে সাহায্য করছে প্রচুর। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ২০১৮-র ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর তক **'স্বচ্ছতাই সেবা'** কর্মসূচি চালু করেছেন। এই কর্মসূচিতে জনগণের সোৎসাহ যোগদান খুবই তারিফযোগ্য। এই প্রসঙ্গে, আমি দেশের সব গ্রামবাসীকে আর্জি জানাই যে পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ শুধুমাত্র ২০১৮-র ২ অক্টোবর অবধি সীমাবদ্ধ না রেখে তারা যেন এটা তাদের রোজকার জীবনের অঙ্গ করে নেন এবং লাগাতার কাজ করে যান তাদের গ্রাম, পথঘাট, পরিবেশ সাফ রাখতে এবং অবদান রাখেন গ্রাম-জীবনের সমৃদ্ধিতে। বস্তুত, তা হবে নতুন ভারত গড়ায় তাদের অনন্য অবদান।❑

যোজনা ? ক্যুইজ

১। এবছর ক্লিনম্যান সেন্টার ফর এনার্জি পলিসি 'কার্নট প্রাইজ'-এ কাকে ভূষিত করছে?

২। "Nehru and Bose : Parallel Lives" বইটির রচয়িতা কে?

৩। সম্প্রতি আবিষ্কৃত "poly-Oxime"-এর বৈশিষ্ট্য কী?

৪। মাইক্রোসফ্ট-রে প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম বিল গেটস। এই সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা কে?

৫। ভুটানে ক্ষমতায় এসেছে কোন নতুন দল?

৬। ইতালীয় বৈজ্ঞানিক Giuseppe "Bepi" Colombo-র নামাঙ্কিত একটি মানববিহীন মহাকাশযান বুধ গ্রহের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। কোন কোন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হচ্ছে?

৭। সম্প্রতি ওলন্দাজ চিত্রগ্রাহক মার্সেল ভন ওস্টেন সম্মানিত হয়েছেন। কেন?

৮। ভারতে সর্বপ্রথম কোনও সরকারি কর্পোরেশন chat-enabled help-desk service program চালু করেছে। পরিষেবা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার নাম কী?

৯। ২০১৮ সালের জন্য কে IOC Sports and Active Society Development Grant পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন?

১০। সম্প্রতি ভারতের শাহী লিচু Geographical Indication (GI) tag পেয়েছে। এটির ফলন দেশের কোন অঞ্চলে হয়?

১১। "OneerTM" কী?

১২। দেশের সর্বপ্রথম ধোঁয়াহীন রাজ্যের শিরোপা অর্জন করতে চলেছে কোন রাজ্য?

১৩। 'ওয়ার্ল্ড ট্রমা ডে' কবে পালন করা হয়?

১৪। ১২-তম Asia-Europe Meeting (ASEM-2018) কবে ও কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

১৫। এবছর World Economic Forum (WEF)-এর Global Competitiveness Index (GCI)-এ ভারত কোন স্থান অর্জন করেছে?

১৬। "FH-98" কী?

১৭। "India 2020—A Vision for the New Millennium" বইটি কার লেখা?

১৮। মিজোরামের ভৈরেংতে-স্থিত Counter Insurgency Warfare School-এ আগামী ১-১৪ নভেম্বর সর্বপ্রথম ভারত-জাপান যৌথ সামরিক মহড়া আয়োজিত হচ্ছে। তার নাম কী?

১৯। কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে এ দেশে ICICI স্থাপিত হয়?

২০। আগামী বছর IAAF World Relay কোন দেশে আয়োজিত হবে?

২১। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের 'স্বচ্ছ ক্যাম্পাস ২০১৮'-এর তালিকায় শীর্ষে কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়?

২২। কারা এ বছর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতীয় স্তরে 'উদ্যম অভিলাষা' নামক সচেতনতা অভিযানের সূচনা করেছে?

২৩। ইরাকের নতুন প্রেসিডেন্ট কে?

২৪। বিশ্বের বৃহত্তম গুম্বজ কোথায়?

২৫। পয়লা অক্টোবর থেকে ষষ্ঠ IBSAMAR-এর সূচনা হয় দক্ষিণ আফ্রিকার সিমোন টাউনে। চলে ১৩ দিন। IBSAMAR কী?

উত্তর দেখুন পরের পাতায়

উত্তর :

১. ওয়ারাঙ্গাল; ভারত-যুক্তরাজ্যের যৌথ উদ্যোগ SR Innovation Exchange (SRiX)-এর Agri-Business Academy-তে; SRiX ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন।

২. ২০১৮ সালের পুরুষদের হকি বিশ্ব কাপ (২৯ নভেম্বর-১৬ ডিসেম্বর, ভুবনেশ্বর); প্রতিযোগিতার প্রচারের পাশাপাশি বিপন্ন 'অলিভ রিডলি' প্রজাতির কচ্ছপ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এটিকেই ম্যাস্কট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

৩. গ্রেট ব্রিটেন; এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে গত ১৩ অক্টোবর ভারতকে ৩-২-এ হারায় তারা; প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় জাপান, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ও নিউজিল্যান্ড-ও।

৪. বেঙ্গালুরু; গত ১০ অক্টোবর তৃতীয় 'ইন্টারনেট অব থিঙ্গস কংগ্রেস' চলাকালীন ভারত-ইজরায়েল উদ্ভাবন কেন্দ্র (IIIC)-এর সূচনা হয়।

৫. সেনেগাল; গ্রীষ্মকালীন এই প্রতিযোগিতায় ৪০-টিরও বেশি স্পোর্টস-এ অংশ নেবেন ২০০-র বেশি দেশের ১৫-১৮ বছর বয়সি হাজার হাজার অ্যাথলিট।

৬. মেঘালয়; রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র বরাদ্দ করেছে ৫১ কোটি টাকা।

৭. জম্মুতে এই মহাকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো ও জম্মুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

৮. নেমাতি ও মাজুলি দ্বীপ; জলপথের এই Roll on-Roll off (Ro-Ro) পরিষেবা চালু হওয়ায় যাত্রী ও যানবাহন তেজপুর রোড ব্রিজ মারফৎ ৪২৩ কিলোমিটার সড়কপথ অতিক্রম করার পরিবর্তে 'এমভি ভূপেন হাজারিকা' জলজাহাজে করে মাত্র ১২.৭ কিলোমিটার পাড়ি দিলেই পৌঁছে যাবে গন্তব্যে।

৯. 'MedWatch' নামক একটি অভিনব স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অ্যাপ; www.apps.mgov.gov.in থেকে উপলব্ধ।

১০. ১১ অক্টোবর; এ বছরের থিম "With Her : A Skilled Girl Force"।

১১. এটি দেশের প্রথম 2G বা দ্বিতীয় প্রজন্মের ইথানল বায়ো-রিফাইনারি।

১২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।

১৩. বিদেশ মন্ত্রক; প্রকল্পের সূচনা হয় গত ৯ অক্টোবর।

১৪. ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ; এর জন্য ১৫০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ দিচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক।

১৫. পশ্চিমবঙ্গ; উত্তর ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া ও পূর্ব মেদিনীপুর এই প্রকল্পের আওতাধীন; এর জন্য জাপান সরকার দারিদ্র্য নিরসন তহবিল থেকে ৩ মিলিয়ন ডলার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক Urban Climale Change Resilience Trust Fund থেকে ২ মিলিয়ন ডলারের অনুদানও দিচ্ছে।

১৬. মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, হরিয়ানা; দ্বিতীয় গুরু নানক দেব বিশ্ববিদ্যালয়, অমৃতসর, পাঞ্জাব; তৃতীয় নয়া দিল্লির Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS)।

১৭. Small Industries Development Bank of India (SIDBI); অভিযান চালানো হবে নিতি আয়োগ-চিহ্নিত ২৮ রাজ্যের ১১৫-টি অভিকাঙ্ক্ষী জেলায়।

১৮. বরহম আহমেদ সালিহ; এই বর্ষীয়ান কুর্দ রাজনীতিক গত ২ অক্টোবর ২১৯-টি ভোট পেয়ে ফুয়াদ হুসেন-কে (২২-টি ভোট) নির্বাচনে হরিয়ে দেন; বর্তমানে ইরাকের প্রেসিডেন্ট কুর্দ, প্রধানমন্ত্রী শিয়া ও পার্লামেন্টের স্পিকার সুন্নি।

১৯. লোনি কালভোর, পুণে; এ বছর গান্ধী জয়ন্তীতে উপরাষ্ট্রপতি এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু মহারাষ্ট্রা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির 'ওয়ার্ল্ড পিস ইউনিভার্সিটি' (MIT-WPU) চত্বরে ২৬৩ ফুট উঁচু ও ১৬০ ফুট ব্যাসের গুম্বজটি উদ্বোধন করেন; উল্লেখ্য, ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার উচ্চতা ৪৪৮ ফুট ও ব্যাস ১৩৬ ফুট।

২০. ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার নৌবাহিনীর যৌথ মহড়া; নামটি "India-Brazil-South Africa Maritime" সংক্ষিপ্ত রূপ।

২১. পুরো নাম "Feihong-98"; বিশ্বের বৃহত্তম মানববিহীন পরিবহণ ড্রোন; চিনের দাবি China Academy of Aerospace Electronics Technology (CAAET) এই ড্রোনের সফল পরীক্ষণ করেছে গত ১৬ অক্টোবর।

২২. ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আব্দুল কালাম (১৫ অক্টোবর, ১৯৩১—২৭ জুলাই, ২০১৫); তার লেখা অন্যান্য বইগুলির মধ্যে অন্যতম 'Wings of Fire', 'My journey' ও 'Ignited Minds—Unleashing the power within India'।

২৩. Dharma Guardian—2018।

২৪. বিশ্ব ব্যাঙ্ক; ১৯৫৫ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ভারত সরকার ও ভারতীয় শিল্পমহলের যৌথ উদ্যোগে Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) গঠিত হয়; পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালে সেই সংস্থার মালিকানাধীন ICICI Bank গড়ে ওঠে।

২৫. জাপান; আয়োজক Japan Association of Athletics Federations (JAAF); International Association of Athletics Federation (IAAF)-এর World Relay-র চতুর্থ আসর বসবে ১১-১২ মে, ২০১৯।❑

ভারতে বিশ্বের উচ্চতম মূর্তি ‘স্ট্যাচু অব ইউনিটি’-র উন্মোচন

গত ৩১ অক্টোবর ‘লৌহ মানব’ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৩-তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর সুবিশাল মূর্তি উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উন্মোচনের পরই মূর্তির উপরে পুষ্পবৃষ্টি করে দু’টি এমআই হেলিকপ্টার। গুজরাতের কেড়ওয়াড়িতে নর্মদা নদীর তীরে ১৮২ মিটার উচ্চতার সর্দার প্যাটেলের এই মূর্তিটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘স্ট্যাচু অব ইউনিটি’।

২৯৯০ কোটি টাকা খরচ করে মূর্তিটি তৈরি করা হয়েছে। ২০১৪ থেকে মূর্তি তৈরির কাজ শুরু হয়। মূর্তিটির নকশা তৈরি করেছেন পদ্মভূষণ প্রাপ্ত স্থপতি রাম ভি. সুতর। এটি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছে ৫৭০০ মেট্রিক টন স্টিল, ২২,৫০০ মেট্রিক টন সিমেন্ট, ১৮,৫০০ টন স্টিল রড এবং ১৮.৫ লক্ষ কেজি ব্রোঞ্জ ক্ল্যাডিং। মূর্তির ১৫৩ মিটার উচ্চতায় রয়েছে গ্যালারি। ২০০ জন একসঙ্গে যেতে পারবেন। এই মূর্তি বানাতে দৈনিক কাজ করেছেন ৩৪০০ জন শ্রমিক।

প্রসঙ্গত, ‘স্ট্যাচু অব ইউনিটি’-র উদ্বোধনের পাশাপাশি এদিন ‘ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস’-এরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই মূর্তিই প্রমাণ করে দিল যে ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তির দিক থেকে কতটা প্রগতিশীল হয়েছে।

বিশ্বের অন্যান্য উচ্চ মূর্তি, যেগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ‘স্ট্যাচু অব ইউনিটি’, সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক :

- স্প্রিং টেম্পল বুদ্ধ : চিনের হেনান প্রদেশের এই মূর্তির উচ্চতা ১২৮ মিটার। মূর্তির পাদদেশ নিয়ে মোট উচ্চতা ১৫৩ মিটার। এই মূর্তির নিচে একটি বৌদ্ধমঠ রয়েছে। ১৯৯৭-২০০৮-এর মধ্যে নির্মিত এই মূর্তি স্থাপনে খরচ হয়েছে প্রায় ৪০২ কোটি টাকা। ‘স্ট্যাচু অব ইউনিটি’ নির্মাণের আগে এটিই ছিল বিশ্বের উচ্চতম মূর্তি।
- লেকিউন সেক্কিয়া : মায়ানমারের খাটাকান টংয়ে স্থাপিত এই বুদ্ধমূর্তির নির্মাণ শেষ হয় ২০০৮-এর ২১ ফেব্রুয়ারি। ৩১ তলা এই মূর্তি ১১৬ মিটার উঁচু। বুদ্ধের জীবনকথা ও জাতকের নানা গল্প খোদিত রয়েছে এই মূর্তির দেওয়ালে।
- উশিকু দাইবুৎসু : ১১০ মিটার উঁচু এই মূর্তি জাপানে অবস্থিত। ১৯৯৩ সালে নির্মাণকার্য শেষ হলে, তৎকালীন সময়ে এটিই ছিল বিশ্বের উচ্চতম মূর্তি।
- স্ট্যাচু অব লিবার্টি : ৯৩ মিটার অর্থাৎ ৩০৫ ফুট উঁচু। এই মূর্তির ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম। ১৮৮৬ সালের ১৮ অক্টোবর এই মূর্তি উন্মোচিত হয়। নিউ ইয়র্কে অবস্থিত স্ট্যাচু অব লিবার্টি আমেরিকার গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতীক।
- দ্য গ্রেট বুদ্ধ : তাইল্যান্ডের অ্যাং থং প্রদেশে অবস্থিত এই বুদ্ধমূর্তির উচ্চতা ৩০১ ফুট (৯২ মিটার)। এই মূর্তি বানাতে সময় লেগেছিল ১৮ বছর। তাইল্যান্ডের ‘বিগ বুদ্ধ’ বলতে একেই বোঝায়। কংক্রিটে বানানো এই মূর্তির গায়ের রং সোনালি।
- দ্য মাদারল্যান্ড কলস : রাশিয়ার ভোলগোগ্র্যাডে অবস্থিত এই মূর্তির উচ্চতা ৮৫ মিটার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৎকালীন স্তালিনগ্রাদ শহরের দখল নিয়ে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে যুদ্ধ হয়, তাতে জয়লাভ করে রাশিয়া। তারই প্রতীক হিসাবে এই মূর্তি তৈরি হয়।❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা

যোজনা ডায়েরি

(অক্টোবর ২০১৮)

আন্তর্জাতিক

- রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পর্ষদে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। পাঁচটি আঞ্চলিক শ্রেণিতে ১৮-টি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে। এশিয়া-প্যাসিফিক শ্রেণিতে ১৮৮-টি ভোট পেয়েছে ভারত, আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে তিন বছরের সদস্যতার জন্য। দ্বিতীয় ফিজি (১৮৭ ভোট)। তৃতীয় বাংলাদেশ (১৭৮ ভোট)। ১৬৫-টি করে ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থানে বাহরেন ও ফিলিপিন্স। এই নিয়ে পঞ্চমবার জেনেভা-স্থিত পর্ষদের সদস্য হচ্ছে ভারত।
- ভুটানে ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছে ডিএনটি (দ্রুক নিয়ামরূপ সোগপা)। ডিএনটি ভোটে জেতার পরেই সে দলের নেতার সঙ্গে ফোনে কথা বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ভুটানের আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খাতে সে দেশকে আরও বড়ো মাপের অনুদান দেওয়া হবে। ভুটানের একাদশতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৩-'১৮) দেওয়া হয়েছিল সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। স্থির হয়েছে, স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বাড়তি ৫০০ কোটি টাকার অনুদান দেওয়া হবে থিম্পুকে। উল্লেখ্য, ৫৩-টি দেশের সঙ্গে ভুটানের কূটনৈতিক সম্পর্কে থাকলেও এখনও চিনের সঙ্গে সরকারিভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই থিম্পুর।

● চিনের পরমাণু প্রযুক্তি রপ্তানিতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা :

চিনকে অসামরিক পরমাণু প্রযুক্তি রপ্তানি নিয়ে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করল মার্কিন প্রশাসন। ওয়াশিংটনের দাবি, বেজিং গোপনে ওই প্রযুক্তি সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে অত্যাধুনিক ডুবোজাহাজ, এয়ারক্র্যাফ্ট ক্যারিয়ার, ভাসমান পরমাণু চুল্লি বানাচ্ছে। জেট ইঞ্জিনের অন্যতম বড়ো সরবরাহকারী 'জিই এভিয়েশন'-এর থেকে গোপন তথ্য পাচারে অভিযুক্ত চিনা গোয়েন্দা কর্তাকে গ্রেপ্তার করার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়াশিংটন। প্রসঙ্গত, ১৯৬০ সাল থেকেই চিন ঘোষিত পরমাণু অস্ত্রধর দেশ। পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে চিনকে কারও উপরে ভরসা করতে হয় না। নিজেরাই যথেষ্ট শক্তি ধরে। আমেরিকার পরমাণু প্রযুক্তির খুব একটা বড়ো গ্রাহকও নয় চিন। সে দেশে আমেরিকার পরমাণু সংক্রান্ত লেনদেন বলতে মাত্র ১৭০০ লক্ষ ডলার।

চিনা পণ্যসামগ্রী আমদানি নিয়ে আগেই কড়াকড়ি শুরু করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। আমেরিকার নয়া পদক্ষেপে আরও চাপ বাড়ল চিনের উপরে। মার্কিন শক্তি দপ্তরের সচিব রিক পেরির মতে আমেরিকা-চিন যৌথ সহযোগিতায় অসামরিক পরমাণু গবেষণা বাদ দিয়ে চিন যে ধরনের বিতর্কিত কাজকর্ম করছে, তা মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। মার্কিন প্রশাসনের কর্তারা জানাচ্ছেন, দক্ষিণ চিন সমুদ্রে বেজিং এক ধরনের ভাসমান পরমাণু চুল্লি তৈরির চেষ্টা করছে। সামরিক ঘাঁটি তৈরির জন্যই চিনের এই কৌশল। তবে শুধু চিনের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি-ই নয়, ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, এবার থেকে যে কোনও বিদেশি লগ্নির ক্ষেত্রে পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

● ভারত-চিন নিরাপত্তা চুক্তি :

গত ২৩ অক্টোবর ভারত-চিন সম্পর্কে একটি নতুন পর্ব শুরু হল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং চিনের স্টেট কাউন্সিলর তথা নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ঝাও কেঝি এই প্রথম একটি দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তিতে সই করলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে যে সন্ত্রাস দমন, সংগঠিত অপরাধ, মাদক চোরাচালানের মতো ক্ষেত্রগুলিতে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা এবং আলোচনা বাড়ানোর জন্য এই চুক্তি খুবই কার্যকরী। এই চুক্তির মাধ্যমে এমন একটি 'মেকানিজম' তৈরি হল, যার মাধ্যমে ভারত তার নিরাপত্তাবিষয়ক উদ্বেগগুলি নিয়ে কথা বলতে পারবে। শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

● দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু :

সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা। চিনের সঙ্গে সেটিই জুড়েছে হংকং আর ম্যাকাওকে। গত ২৪ অক্টোবর বিশ্বের দীর্ঘতম সেই সমুদ্র সেতুর উদ্বোধন করলেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং। দক্ষিণ চিনের জুহাই শহরে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন হংকং ও ম্যাকাওয়ের দুই নেতা ক্যারি ল্যাম ও ফারনেন্ডো চুই। ৫৬,৫০০ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে তৈরি এই সেতু মোট ১১-টি শহরকে ছুঁয়ে যাবে, যেখানে বাস করেন প্রায় সাড়ে ছ' কোটি মানুষ।

পরের দিনই সাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয় ওই সেতু। যদিও ম্যাকাও বা হংকংয়ের সাধারণ মানুষ চাইলেই সেতুটি ব্যবহার করতে পারবেন না। চার চাকা ব্যবহারকারীদের বিশেষ

অনুমতি নিতে হবে। তবে পর্যটকদের জন্য থাকবে বিশেষ শাটল বাসের ব্যবস্থা। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, যারাই সেতু ব্যবহার করুন না কেন, তাদেরই গুনতে হবে মোটা অঙ্কের টোল ট্যাক্স। এই সেতু খুলে গেলে গোটা চিনের যান পরিবহণ ব্যবস্থা অনেক মসৃণ হবে বলে দাবি পরিবহণ মন্ত্রকের। বলা হচ্ছে, আগে সড়ক পথে যে জায়গা যেতে তিন ঘণ্টা লাগত, সেই সময়টাই এখন কমে তিরিশ মিনিট লাগবে।

ন' বছর ধরে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে এই 'সি ক্রসিং ব্রিজ' (সমুদ্র সেতু) তৈরি করেছে চিন সরকার। ভূমিকম্প এবং ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব আটকাতে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এতে। ব্যবহার করা হয়েছে চার লক্ষ মেট্রিক টন ইস্পাত, যা দিয়ে নাকি ৫৫-টি আইফেল টাওয়ার তৈরি করা যাবে। পার্ল নদীর উপর প্রায় তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে সেতুটির। জাহাজ চলাচলের রাস্তা খোলা রাখতে তাই সেতুটির প্রায় সাড়ে ছ' কিলোমিটার অংশ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।

● শ্রীলঙ্কায় প্রধানমন্ত্রী পদে রাজাপক্ষে :

একদিকে জোট তছনছ। আর অন্যদিকে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শপথ নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী পদে। গত ২৬ অক্টোবর এমন নানা নাটকের পরে কার্যত সাংবিধানিক সংকট শ্রীলঙ্কায়। মাহিন্দা রাজাপক্ষেকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপালা সিরিসেনা। কিন্তু সদ্য-প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিক্রমসিংঘের মতে রাজাপক্ষের নিয়োগ অসাংবিধানিক। সিরিসেনা-রাজাপক্ষের দলের মিলিত আসনের চেয়ে এখনও ১১-টি বেশি আসন রয়েছে রনিলের। আরও সাতটি আসন পেলেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাই রনিল শিবির দাবি করে চলেছে, দেশের রাশ এখনও তাদেরই হাতে। উল্লেখ্য, রাজাপক্ষে প্রেসিডেন্ট থাকার সময়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন সিরিসেনা। ২০১৫ সালে রনিলের দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (ইউএনপি)-র সমর্থনেই প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরেই রনিলের সঙ্গে তিক্ততা চলছিল তার। এদিন আচমকাই শাসক জোট থেকে সরে দাঁড়ায় সিরিসেনার ইউনাইটেড পিপলস ফ্রিডম অ্যালায়েন্স। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে শপথ নেন রাজাপক্ষে। গত ফেব্রুয়ারির স্থানীয় নির্বাচনে নতুন মঞ্চ 'শ্রীলঙ্কা পিপলস ফ্রন্ট' গড়ে ভালোই ফল করেন রাজাপক্ষে। এরপর আবার পার্লামেন্টকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে দিলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপালা সিরিসেনা। আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত ২২৫ সদস্যের শ্রীলঙ্কা পার্লামেন্টের সমস্ত বৈঠক বাতিল করে দিয়েছেন তিনি।

● প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর :

গত ২৭ অক্টোবর টোকিও পৌঁছন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সেখানে প্রবাসী ভারতীয়রা তাকে স্বাগত জানান। এর পরের দিন, অর্থাৎ ২৮ অক্টোবর ইয়ামানাশিতে নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানান জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ কিছু উপহারও তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এর মধ্যে ছিল উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের শিল্পীদের হাতে বোনা কার্পেট, যার স্থানীয় নাম ধুরি। উপহারের মধ্যে ছিল লাল এবং হলুদ বেলেপাথরের দু'টি বাটি। যাতে ভারতীয় শিল্প-ভাস্কর্যের নিদর্শন। ছিল রাজস্থানের যোধপুরের কাজ করা বিশেষ বাক্স। এদিন জাপানের ইয়ামানাশিতে ত্রয়োদশ ভারত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জাপান সফরকালেই পরস্পরের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার ব্যবহারের চুক্তি সই করল ভারত ও জাপান। যার সুবাদে, প্রয়োজনে দু'দেশ পরস্পরের বিদেশি মুদ্রা কাজে লাগাতে পারবে। ৭,৫০০ কোটি ডলার পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় আর্থিক বিষয়ক সচিব সুভাষচন্দ্র গর্গের দাবি, দ্বিপাক্ষিক মুদ্রা ভাণ্ডার ব্যবহারের এত বড়ো অঙ্কের চুক্তি বিশ্বে অন্যতম বৃহৎ। গত ২৯ অক্টোবর টোকিওয় জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সঙ্গে মোদীর শীর্ষ বৈঠকের পরেই চুক্তি সইয়ের কথা ঘোষণা হয়। বলা হয়, আর্থিক সহযোগিতা পোক্ত করতেই এই পথে শামিল হল তারা। প্রসঙ্গত, এর আগে ১২ বার মুখোমুখি বসেছেন মোদী ও জাপনের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাপান সফরে গত ৩০ অক্টোবর একই দিনে দু'দেশের মধ্যে ৩২-টি চুক্তি হয়। কৌশলগত, কারিগরি, বাণিজ্যিক, পরিকাঠামো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য—বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তির ছড়াছড়ি তো আছেই, ভারত ও জাপান একটি দীর্ঘ দিশা নথি (ভিশন ডকুমেন্ট)-ও প্রকাশ করেছে। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বপ্নের প্রকল্পগুলিতে পাশে থাকার অঙ্গীকার রয়েছে যেখানে। স্থির হয়েছে মার্কিন মডেলে 'টু প্লাস টু' বৈঠকে বসবে ভারত ও জাপান।

একই দিনে ৩২-টি চুক্তি যে কোনও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নিরিখেই বেশ অভিনব। কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে জাপানি বিনিয়োগ নিয়ে চুক্তি হয়েছে। চুক্তি হয়েছে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, ব্যাঙ্ক পরিষেবা এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রেও। মুম্বই-আমদাবাদ হাই স্পিড রেল, বুলেট ট্রেন, যৌথ উদ্যোগে তৈরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি আধুনিকীকরণের মতো প্রকল্পেও সহযোগিতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এদিন। মোদীর সফরের আগেই বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী তার 'পূবে তাকাও' নীতির সঙ্গে জাপানকে জুড়তে চাইছেন।

তারা যে চুক্তিগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করছে, তার মধ্যে প্রতিরক্ষা সমঝোতা বাড়ানোর বিষয়টি অন্যতম। ভারত মহাসাগর ও জাপানের নৌসেনার মধ্যে গভীরতর যোগাযোগ গড়ে তোলা নিয়ে চুক্তিটিকে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্যের প্রশ্নে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ওই চুক্তি নিজেদের আঞ্চলিক নিরাপত্তা সুনিশ্চি করার প্রশ্নেও ভারতকে সাহায্য করবে। দিশা নথিতেও অগ্রাধিকার পেয়েছে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি।

● বিশ্বের জিডিপি বৃদ্ধিতে আরও বাড়ছে ভারতের অংশভাক :

বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের জন্য সুখবর। বিশ্ব অর্থনীতিতে জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) অংশ বিচারে ভারতের দ্বিতীয় স্থান আরও স্পষ্ট হওয়ার ইঙ্গিত। চিনের বৃদ্ধির হার আগের চেয়ে কম হলেও প্রথম স্থান ধরে রাখছে তারাই। অন্যদিকে আমেরিকার জিডিপি বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা। গত অক্টোবর মাসের গোড়াতেই বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদী জিডিপি বৃদ্ধি দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে 'অর্গাজাইজেশন অব ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট'। বিশ্বের জিডিপি বৃদ্ধি এবং অর্থনীতি নিয়ে সমীক্ষা ও আগাম ইঙ্গিত দেয় এই সংস্থা। তাতেই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, ২০২৩

সালে বিশ্বের জিডিপি বৃদ্ধিতে ভারতের অংশ ১৩ থেকে বেড়ে প্রায় ১৬ শতাংশ হবে।

বর্তমানে বিশ্বের জিডিপি বৃদ্ধির ২৭.২ শতাংশ চিনের দখলে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে ২০২৩ সালে এই হার দাঁড়াবে ২৮.৪ শতাংশ। যা চিনের বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেকটাই শ্লথ। বিশ্ব জিডিপি-র ১৩ শতাংশ দখল করে ভারত বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ২০২৩ সালে যা হতে পারে ১৬ শতাংশ। যদিও তাতে স্থান পরিবর্তন হবে না। তবে তৃতীয় স্থানে থাকা আমেরিকার সঙ্গে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে ভারতের অবস্থান আরও পাকাপোক্ত হবে। তবে মার্কিন অর্থনীতির অবস্থা আরও শোচনীয়। বর্তমান অবস্থানের চেয়ে জিডিপি শেয়ার কমে যেতে পারে বলে ইঙ্গিত ওই সংস্থার রিপোর্টে। বর্তমানে বিশ্ব জিডিপি-র মধ্যে ১২.৯ শতাংশ আমেরিকার দখলে। ২০২৩ সালে সেই হার কমে দাঁড়াতে পারে ৮.৫ শতাংশ। এই জিডিপি শেয়ারে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া এবং পঞ্চম স্থানে ব্রাজিল। এই সময়ের মধ্যে ইরান, ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলেই ইঙ্গিত রয়েছে রিপোর্টে। ইউরোপের মধ্যে তুলনামূলক ভালো পারফরম্যান্স করবে তুরস্ক, ইঙ্গিত ওই রিপোর্টে।

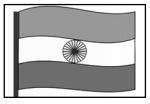

জাতীয়

- একজনের নামেই যে গোটা বিশ্ব এক ছাতার তলায় চলে আসতে পারে, তা বোঝাল একটি ভিডিয়ো। আসমুদ্রহিমাচল যাঁর নামে আজও মাথা নত করে। সেই মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে এক সুরে বাধা পড়ল ১২৪-টি দেশ। তালে-ছন্দে গলা মেলালেন ওই দেশগুলির শিল্পীরা। যারা এক ফ্রেমে মিলে যায় গান্ধী নামে, বুঝিয়ে দিল বিদেশ মন্ত্রকের এই অভিনব ভিডিয়ো। যেখানে 'বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে'-এর সুর ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীলঙ্কা থেকে লাওস, গায়ানা থেকে পাপুয়া নিউ গিনির সমুদ্রে। রাশিয়া, তিউনেশিয়া, জাপান, ফিনল্যান্ড মিলে গিয়েছে এক সুরে। গুজরাতের বিখ্যাত কবি নরসিংহ মেহতার লেখা খ্রিস্টীয় ১৫ শতকের এই ভজন মহাত্মা গান্ধীর সব থেকে পছন্দের ছিল। আর সে কারণেই তার নামের সঙ্গেই জড়িয়ে গিয়েছে গানটি। এই গানটি বেজে উঠলেই ভেসে ওঠে গান্ধীজীর মুখ।
- গান্ধীজীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালনের তিন সপ্তাহ পর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে লালকেল্লায় গত ২২ অক্টোবর পতাকা তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি স্মরণ করলেন সুভাষচন্দ্র বসুকেও। অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজীর ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে নেতাজীর নামে পুরস্কার চালু করবে সরকার। ত্রাণে দক্ষতা দেখানোর জন্য প্রতি বছর এক পুলিশকর্মী পুরস্কার পাবেন। প্রসঙ্গত, ৩০ ডিসেম্বর পোর্ট ব্লেয়ারেও যাবেন মোদী। ১৯৪৩ সালে ওই দিনই ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।
- জয়ললিতার মৃত্যু এবং শশীকলার জেলযাত্রার পরে একের পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে তামিলনাড়ুর শাসক শিবিরে। মুখ্যমন্ত্রী পলানীস্বামী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পনীরসেলভমের মধ্যে আপাতত ঐক্য থাকলেও পৃথক দল গড়েছেন শশীকলার ভাইপো টিটিভি দিনকরণ। এডিএমকে-র ওই ১৮ জন বিধায়কের সমর্থন ছিল তার দিকেই। গত ২৬ অক্টোবর মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি এম. সত্যনারায়ণ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির ১৪ জুনের নির্দেশকে বহাল রেখেই তার রায় শোনান। খারিজ হয়ে যায় ওই বিধায়কদের পদ। গত বছর ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮ জনের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর হয়েছিল। তারা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছিলেন। তামিলনাড়ুতে এই মুহূর্তে ২০-টি বিধানসভা আসন খালি পড়ে রয়েছে।

● গোটা দেশে একই রকম ড্রাইভিং লাইসেন্স :

দেশজুড়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ভেহিকল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট-এর সমতা আনার পরিকল্পনা নিল পরিবহণ মন্ত্রক। যাতে দেশের যে কোনও প্রান্তে সহজেই ড্রাইভিং লাইসেন্সের সুবিধা পাওয়া যায় এবং সবরকম জালিয়াতি রোখা সম্ভব হয়। সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী জুলাই মাস থেকে নতুনভাবে, নতুন রূপে ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ভেহিকল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরির কাজ শুরু হবে। মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দেশের সব ক'টি রাজ্যের ইস্যু করা লাইসেন্সের রং-নকশা দেখতে একই রকম হবে। থাকবে বার কোর্ড। মেট্রো বা এটিএম কার্ডের মতো অনেকটা দেখতে হবে এই নতুন ধরনের ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ভেহিকল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট। চালকের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে। প্রতিবন্ধী চালকদের ক্ষেত্রে তাদের গাড়িতে কোনও বিশেষ নকশা থাকলে, সেটাও লাইসেন্সের ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকবে।

● শিশুদের জন্য স্বল্প সময়ের আবাস স্টেশনে :

বাড়ি থেকে পালানো খুদেরা প্রথম গন্তব্য হিসেবে এখনও রেল স্টেশনকেই ধ্রুবজ্ঞান করে। আবার দিশেহারা শিশুদের একটা বড়ো অংশকে পাওয়া যায় স্টেশনেই। এই ধরনের বালক-বালিকাদের উদ্ধারের পরে তাদের সাময়িক নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য 'শর্ট স্টে হোম' বা স্বল্প সময়ের আবাস তৈরি করবে রেল। ওই সব আবাস তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিকে বেছে নেওয়া হচ্ছে বলে রেল বোর্ড সূত্রের খবর। সেখানে শিশুদের সর্বতোভাবে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা ছাড়াও তাদের শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত থাকবে। চলতি আর্থিক বছরকে মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে রেল। সেই জন্য রেলের বিভিন্ন জোন বা অঞ্চলে সচেতনতা শিবির করা হয়েছে। স্টেশনে খুঁজে পাওয়া শিশুদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে, সেই বিষয়ে সম্প্রতি জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের সঙ্গে যৌথভাবে একটি 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' বা এসওপি প্রকাশ করেছে রেল বোর্ড। তার পরেই রেলের তরফে 'শর্ট স্টে হোম' তৈরি করার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। ওই আবাস কেমন হবে, সেখানে কী কী ব্যবস্থা রাখতে হবে, তার রূপরেখা ঠিক করে দিয়েছে বেল বোর্ডই।

স্টেশন-চত্বরে দু' হাজার বর্গফুটের জায়গা খুঁজে ওই সব আবাস তৈরি করতে হবে। প্রতিটি আবাসে অন্তত এক হাজার বর্গফুটের একটি ডর্মিটরি রাখতে হবে, যাতে ২৫-টি শিশুকে একসঙ্গে রাখা যায়। অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসার জন্য ৭৫ বর্গফুটের আলাদা কামরার ব্যবস্থা রাখতে হবে। থাকবে দু'টি শৌচালয়। জিনিসপত্র রাখতে চাই ১২৫ বর্গফুটের একটি 'স্টোররুম'। শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য 'অ্যাটেন্ড্যান্ট' বা সহায়ক থাকবেন। উদ্ধার করে আনা শিশুদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করবে রেল। শিশুদের নিয়ে কাজ করে, এমন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থাপনায় কল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়িত করবে রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। রেলরক্ষীবাহিনী শিশুদের ছবি তুলে রাখবে, যাতে পরিবারের লোকজন তাদের খুঁজে পেতে পারেন। স্টেশন বা ট্রেন থেকে উদ্ধার করে আনা শিশুদের রেল নিজস্ব চাইল্ডলাইনে রাখলেও বিষয়টি স্থানীয় শিশু কল্যাণ সমিতিকে জানানো বাধ্যতামূলক। কখনওই ওই শিশুদের ২৪ ঘণ্টার বেশি নিজের কাছে রাখতে পারে না রেল। শিশুদের পরিবারে ফিরিয়ে দিতে হলেও তা করতে হয় শিশু কল্যাণ সমিতির মাধ্যমেই। সেই জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে শিশু কল্যাণ সমিতির আধিকারিকেরা থাকেন। শিশু কল্যাণ সমিতির সঙ্গে সমন্বয় রেখেই এতদিন কাজ হয়েছে। ভবিষ্যতেও তা বহাল থাকার কথা।

● **ইলাহাবাদের নাম বদলে প্রয়াগরাজ করার প্রস্তাবে সায় রাজ্য মন্ত্রিসভার :**

গত ১৭ অক্টোবর সরকারিভাবে ইলাহাবাদের নাম বদলে প্রয়াগরাজ রাখার সিদ্ধান্ত নিল যোগী আদিত্যনাথের সরকার। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নাম বদলের প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছে। গঙ্গা-যমুনা এবং সরস্বতী—এই দিন নদীর সঙ্গম প্রয়াগে। প্রাচীন যুগ থেকেই ওই এলাকাকে প্রয়াগ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও মুঘল আমলে আকবর নাম করেন ইলাহাবাদ বা আল্লার হাতে গড়া শহর। তবে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিলেই যে তৎক্ষণাৎ নাম পরিবর্তন হবে, তা নয়। বিষয়টি নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ছাড়পত্রের উপরে। সাধারণত রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কোনও গ্রাম, শহর বা রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তনের আবেদন প্রথমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আসে। এর পর কেন্দ্র নাম পরিবর্তনের যৌক্তিকতা, পরিবর্তন করা হলে তার কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে কিনা তা নিয়ে গোয়েন্দা বিভাগ, ডাক বিভাগ, টেলিকম মন্ত্রক, সার্ভে অব ইন্ডিয়া ও রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে বৈঠক করে। যদি সব পক্ষ নাম পরিবর্তনে সায় দেয়, তা হলে সেই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয় রাজ্যকে।

● **মোবাইল-আধার প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিবৃতি :**

দেশজুড়ে ৫০ কোটি মোবাইল গ্রাহকের পরিষেবা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা জোরদার হতেই যৌথ বিবৃতি জারি করল টেলিকম দপ্তর এবং ইউডিএআই (ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া)। আধার সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উল্লেখ করে ওই বিবৃতিতে সব আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে জানানো হয়েছে, কোনও মোবাইল নম্বরের পরিষেবা বন্ধ হবে না। এমনকি, নতুন করে নো ইওর কাস্টমার বা কেওয়াইসি-ও বাধ্যতামূলক নয়। শুধুমাত্র যারা চাইবেন, তারাই বিকল্প কেওয়াইসি জমা দিতে পারেন। নয়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে সিম কার্ড দেওয়ার একটি অ্যাপ আনার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে বিবৃতিতে। গত ১৭ অক্টোবর টেলিকম দপ্তরের সচিব অরুণা সুন্দররাজন টেলিকম সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। আধার তথা ইউডিএআইআই কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আলাদা একটি বৈঠক করেন টেলিকম সচিব। তার পরের দিনই এই যৌথ বিবৃতি জারি করেন কেন্দ্রীয় টেলিকম দপ্তর ও ইউডিএআই কর্তৃপক্ষ। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কানেকশন বন্ধ হওয়ার বিষয়টি 'অসত্য ও কাল্পনিক'। নয়া কেওয়াইসি-র পুরোটাই গ্রাহকের নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। শুধুমাত্র আধারের ভিত্তিতে যেসব সিম দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বন্ধ করতে হবে, এমন কথা রায়ে কোথাও বলেনি সুপ্রিম কোর্ট।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র যারা চাইবেন, তারাই আধার ছাড়া অন্যান্য নথি দিয়ে নতুন করে কেওয়াইসি জমা করতে পারবেন। অথবা যারা মোবাইল সংস্থাগুলির কাছ থেকে আধার তথ্য ডিলিট করতে বা মুছে ফেলতে চান, তাদের নতুন করে পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো অন্য প্রমাণপত্র দিয়ে নতুন করে কেওয়াইসি দিতে হবে। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই মোবাইল পরিষেবা বন্ধ করা হবে না। অন্যদিকে ওই বিবৃতিতেই দুই সংস্থা জানিয়েছে, ডিজিটাল পদ্ধতিতে নতুন সিম কার্ড দেওয়ার জন্য একটি অ্যাপ আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যা সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনেই করা হবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ এবং সময়, তারিখ-সহ গ্রাহকের ছবি তুলে নেওয়া হবে। সচিত্র পরিচয়পত্রেরও ছবি তুলে আপলোড করে দেওয়া হবে। এজেন্টরা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড বা ওটিপি-র মাধ্যমে সেটি যাচাই করবেন। তারপর গ্রাহক সঙ্গে সঙ্গেই হাতে হাতে সিম পেয়ে যাবেন। নতুন পদ্ধতিতেও গ্রাহকের কোনও ঝক্কি পোহাতে হবে না, দাবি দুই সংস্থার।

● **পাঁচ রাজ্যে ভোটের ঘোষণা :**

গত ৭ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা ও মিজোরামের বিধানসভা ভোট দীপাবলির

গত বিধানসভার ফলাফল

	রাজ্য ও দলগত অবস্থান	
● **রাজস্থান :**		**মোট আসন ২০০**
☐ বিজেপি ১৬৩	☐ কংগ্রেস ২১	☐ অন্যান্য ১৬
● **মিজোরাম :**		**মোট আসন ৪০**
☐ কংগ্রেস ৩৪	☐ এমএনএফ ৫	☐ এমপিসি ১
● **মধ্যপ্রদেশ :**		**মোট আসন ২৩০**
☐ বিজেপি ১৬৫	☐ কংগ্রেস ৫৮	☐ অন্যান্য ৭
● **তেলেঙ্গানা :**		**মোট আসন ১১৯**
☐ টিআরএস ৬৩	☐ কংগ্রেস ২১ ☐ টিডিপি ১৫	☐ অন্যান্য ২০
● **ছত্তিশগড় :**		**মোট আসন ৯০**
☐ বিজেপি ৪৯	☐ কংগ্রেস ৩৯	☐ অন্যান্য ২

পরে। দিনক্ষণও জানিয়ে দিয়েছে তারা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও. পি. রাওয়ত এদিন জানান, মাওবাদী সমস্যার কারণে ছত্তিশগড়ে দু' দফার ভোট হবে। ১২ নভেম্বর দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের ১৮-টি কেন্দ্রে এবং ২০ নভেম্বর বাক ৭২-টি কেন্দ্রে ভোট হবে। মধ্যপ্রদেশ এবং মিজোরামে ভোট হবে ২৮ নভেম্বর। রাজস্থান ও তেলেঙ্গানায় ৭ ডিসেম্বর। পাঁচ রাজ্যের ফল ঘোষণা হবে ১১ ডিসেম্বর। এই পাঁচটির মধ্যে হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্য—মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। তেলেঙ্গানায় চন্দ্রশেখর রাওয়রে টিআরএস এবং মিজোরামে কংগ্রেস ক্ষমতায়।

● **ঐতিহাসিক রাশিয়া-ভারত এস-৪০০ প্রতিরক্ষা চুক্তি :**

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও একটু মজবুত করে ফেলল ভারত। গত ৫ অক্টোবর রাজধানীর হায়দরাবাদ হাউসে রাশিয়ার সঙ্গে ৫০০ কোটি ডলারের এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার চুক্তি স্বাক্ষর করে ফেলল ভারত। এদিন প্রতিরক্ষা-সহ ২০-টি বিষয়ে চুক্তি করেছে ভারত। পুতিন ছাড়াও চুক্তির সময় উপস্থিত ছিলেন রুশ উপ-প্রধানমন্ত্রী ইউরি বোরিসোভ, বিদেশমন্ত্রী সের্জেই লাভরোভ, শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী ডেনিস মান্তুরোভ। আগের দিন রাতেই দিল্লি পৌঁছন ভ্লাদিমির পুতিন। তাকে স্বাগত জানান বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবন ৭ লোককল্যাণ মার্গে গিয়ে বৈঠক করেন পুতিন। তার পরে সেখানেই নৈশভোজের টেবিলে একান্তে কথাবার্তা হয় দু' জনের। রাশিয়ার নোভোসিবিরস্ক শহরে একটি ইন্ডিয়ান মনিটরিং স্টেশন তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা।

নয়াদিল্লির কূটনীতিক ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বেশ কয়েকটি কারণে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার বিষয়টি জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রথমত, চিন ও পাকিস্তানের মোকাবিলায় এই ধরনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হাতে থাকা জরুরি। সম্প্রতি চিনও মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রাশিয়ার থেকে এস-৪০০ কিনেছে। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বহু পুরোনো সম্পর্ককে আরও মজবুত করা প্রয়োজন। গত কয়েক বছরে পুতিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বাড়িয়ে গিয়েছেন মোদী। এ বছরে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনে ভারতের পূর্ণ সদস্য হওয়ার পিছনেও সহযোগিতা ছিল রাশিয়ার। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে ভারতের দীর্ঘদিনের দাবিকেও সমর্থন করছে তারা। আর বেজিং যতই আটকাক, এনএসজি-তে প্রবেশের প্রশ্নেও একইভাবে নয়াদিল্লির পাশে রয়েছে পুতিনের দেশ। তিন, চিনকে আটকাতে নয়াদিল্লিকে পাশে চায় আমেরিকা। কিন্তু রাশিয়া, ইরানের মতো ভারতের বন্ধু দেশগুলি থেকে সামরিক ব্যবস্থা কিংবা তেল কিনলে আটকাচ্ছে তারা। এই চাপের কাছে মাথা না নুইয়ে দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে চাইছে নয়াদিল্লি। এই প্রেক্ষাপটেই ৫০০ কোটি ডলারের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কেনা নিয়ে চুক্তি হল দুই দেশের মধ্যে, রাশিয়ার থেকে ক্রিভাক-ক্লাস ফ্রিগেট যুদ্ধজাহাজ এবং কেএ-২২৬ হেলিকপ্টার কেনা নিয়েও কথা হয়েছে এদিন। ভারতে কুড়ানকুলামের পরে রাশিয়ার সহযোগিতায় দ্বিতীয় পরমাণু চুল্লি বসানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা। ২০২২-এ ভারতের মহাকাশ অভিযানেও সাহায্য করবে মস্কো। কথা হয়েছে বাণিজ্য বাড়ানোর প্রশ্নেও।

● **কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা রুখতে মন্ত্রিগোষ্ঠী :**

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হেনস্থা রুখতে গত ২৫ অক্টোবর একটি মন্ত্রিগোষ্ঠী তৈরির কথা ঘোষণা করল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর নেতৃত্বাধীন ওই মন্ত্রিগোষ্ঠী মূলত কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হেনস্থা থেকে রক্ষা করতে আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখাকে আরও জোরদার করবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, রাজনাথ সিং ছাড়া ওই মন্ত্রিগোষ্ঠীতে থাকছেন, সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নিতিন গড়কড়ী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী মানেকা গান্ধী। সরকারি বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সম্মান বজায় রাখতে কেন্দ্র দায়বদ্ধ। এ নিয়ে বর্তমানে যে আইনের উল্লেখ রয়েছে, তার কোনও ধারায় বদল আনতে হবে কি না, তা যাচাই করে দেখবে এই নয়া মন্ত্রিগোষ্ঠী। আগামী তিন মাসের মধ্যেই এ নিয়ে জানাতে হবে তাদের। মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক একটি বৈদ্যুতিন অভিযোগ-বাক্স তৈরি করেছে। 'শি বক্স' নামে ওই বাক্সে কোনও মহিলা যৌন হেনস্থার শিকার হলেই অভিযোগ জানাতে পারবেন। অভিযোগ সরাসরি পৌঁছে যাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে, যারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

● **সোল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী :**

২০১৮ সালে সোল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান, ভারতে গণতন্ত্র রক্ষা এবং তার অর্থনৈতিক নীতির সুফল যেভাবে ভারত-সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ পেয়েছে, সেই কাজের স্বীকৃতিতেই নরেন্দ্র মোদীকে এই সম্মান বলে জানিয়েছে সোল শান্তি পুরস্কার কমিটি। ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রিপাবলিক অব কোরিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি সোল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করবেন। সোল অলিম্পিক গেমসের সাফল্য উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে ১৯৯০ সাল থেকে এই পুরস্কার দিয়ে থাকে দক্ষিণ কোরিয়া। নরেন্দ্র মোদী ১৪তম ব্যক্তি যিনি এই পুরস্কার পেলেন। তার আগে এই পুরস্কার পেয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাক্তন মহাসচিব কোফি আন্নান-এর মতো ব্যক্তিত্বরা। মোট ১৩০০ প্রস্তাবিত নামের মধ্যে থেকে তাকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে পুরস্কার কমিটির তরফে জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ

- অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে বিশ্বভারতীর স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করল কেন্দ্র। গত ৮ অক্টোবর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই অধ্যাপকের নাম চূড়ান্ত করে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক।
- এয়ার ইন্ডিয়া কলকাতা-ব্যাঙ্কক রুটে উড়ান চালু করেছে ষষ্ঠী থেকে। ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিক এয়ারবাস ৩২০ নিও বিমান।

এর আগেও একবার ব্যাঙ্ককে উড়ান চালিয়েছে ওই সংস্থা। তবে তখন তাদের নাম ছিল ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। কিন্তু পরে সেই উড়ান তুলে নেওয়া হয়। এখন কলকাতা থেকে বেশ কয়েকটি উড়ান সংস্থা ব্যাঙ্ককে নিয়মিত উড়ান চালাচ্ছে এবং বেশ ভালো যাত্রী পাচ্ছে তারা। এই পুজোয় ব্যাঙ্কক ছাড়াও কলকাতা থেকে জয়পুরে উড়ান চালু করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। এর আগে এই রুটে তাদের সরাসরি উড়ান ছিল না।

- গত দু' বছর রাজ্যে প্রচুর পাট উৎপাদন হলেও মান ছিল তুলনায় খারাপ। ফলে জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (জেসিআই) কেন্দ্রের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কিছু পাট কিনলেও, বাকিটা উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামেই বাজারে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন চাষিরা। এ বছর অবশ্য ছবিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। বেড়েছে ভালো মানের কাঁচা পাটের চাহিদা। ফলে চাষিরা বাজারে ভালো দাম পাচ্ছেন। গত দু' বছর ক্ষতির মুখোমুখি হওয়ার পরেও এ বছর যারা ঝুঁকি নিয়ে পাট চাষ করেছিলেন, তারা এখন লাভের কড়ি ঘরে তুলছেন। জেসিআই সূত্রের বক্তব্য, কেন্দ্রের আই-কেয়ার প্রকল্পে উন্নত মানের বীজ পাওয়ার পাশাপাশি পাট পচানোর সময়েও চাষিরা বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ করেছেন। ফলে পাটের মান ভালো হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতি কুইন্টাল পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ৩,৭০০ টাকা হলেও একটু ভালো মানের পাট (টিডিএন-৩) ৩,৯০০-৪,০০০ টাকায় বাজারে বিক্রি করছেন চাষিরা।

● **কলকাতা ও ঢাকার নৌপথ খুলল চুক্তিতে :**

ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে নৌ চলাচলের প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হল গত ২৬ অক্টোবর। চালু হতে চলেছে কলকাতা-ঢাকা এবং গুয়াহাটি-জোড়হাট নদী-পর্যটন। এছাড়া চেন্নাই থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ক্রুজ পরিষেবা নিয়েও দু' দেশ আলোচনা করেছে। দু' দেশের কর্তাদের দাবি—আগামী মার্চের মধ্যেই এই নৌপথে যাতায়াত শুরু হয়ে যাবে। পাশাপাশি আরও যে ক'টি চুক্তি হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করে উত্তর-পূর্বে ভারতীয় পণ্য পরিবহণের ছাড়পত্র, নৌপথে পণ্য চলাচল সুবিধার জন্য প্রচলিত প্রোটোকল সংশোধন করে ভারতের ধুবুড়ি এবং বাংলাদেশের পানাগাঁও বন্দরকে 'পোর্ট অব কল' হিসাবে চিহ্নিত করা। বাংলাদেশের নাকুগাঁও এবং ভারতের ডালু আইসিপি-র ল্যান্ডপোর্টগুলিকে চালু করে ভুটানের গেলেপচু-র সঙ্গে যুক্ত করে তিন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের উদ্যোগ নিয়েও এদিন সবিস্তার কথা হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের সচিবদের মধ্যে।

বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, এদিন হওয়া চুক্তিগুলির ফলে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই উপকৃত হবে। দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ সহজ হবে। চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়ায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন দেশীয় পণ্য পাঠানো অনেক সহজ হবে। বিনিময়ে কলকাতা এবং হলদিয়া বন্দরকেও বাংলাদেশের জন্য খুলে দিতে রাজি ভারত। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক যাতে এই দু'টি বন্দরের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেতে পারে, সেজন্য সব রকম সহযোগিতা করতে ভারত তৈরি। তবে এদিনের সচিব পর্যায়ের বৈঠকে এই নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। বিদেশ মন্ত্রক আশা করছে, দুই সরকারের আলোচনায় শীঘ্রই বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

● **'অতুল্য ভারত'-এর পর্যটন মানচিত্রে ঝাড়গ্রাম :**

এবার 'তুল্য ভারতে'-র পর্যটন মানচিত্রে ঢুকে পড়ল ঝাড়গ্রাম। মল্লদেব রাজবাড়ি-সহ অরণ্য শহরের দু'টি বেসরকারি অতিথিশালার নির্দিষ্ট কয়েকটি ঘরকে 'হোম স্টে'-র স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম এই তিন জেলার মধ্যে একমাত্র ঝাড়গ্রামেই এই প্রথমবার দু'টি হোম স্টে-কে স্বীকৃতি দিল কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হলে তবেই যোগ্যতামান অনুযায়ী হোম স্টে-র স্বীকৃতি দেওয়া হয়। শর্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল—'হোম স্টে'-তে বাড়ির মালিককে সেখানে থাকতেই হবে। প্রতিটি ঘর ১২০ থেকে দেড়শো বর্গফুটের হতে হবে। সেই সঙ্গে প্রতিটি ঘরের সঙ্গে ৩০ থেকে ৩৬ বর্গফুটের পশ্চিমী ধাঁচের শৌচাগার থাকা বাধ্যতামূলক। পর্যটন মন্ত্রকের ৩৫ পয়েন্ট অর্জন করতে পারলে তবে 'হোম স্টে'-র অনুমোদন ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। ঝাড়গ্রামের দু'টি 'হোম স্টে'-কে 'সিলভার' তালিকাভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক।

● **সামুদ্রিক মাছ চাষে কেন্দ্রের আদর্শ বঙ্গ :**

পশ্চিমবঙ্গের পুকুরে পরীক্ষামূলকভাবে সামুদ্রিক মাছের চাষ শুরু হয়েছে বছর চারেক আগে। পমফ্রেটের বিকল্প 'সিলভার পমপ্যানো'-র চাষের সেই বঙ্গীয় পদ্ধতিকে সারা দেশেই 'মডেল' বা আদর্শ করতে চলেছে কেন্দ্র। রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগম সূত্রের খবর, ২০১৪ সালে তামিলনাড়ুর মান্দাপম থেকে প্রায় ১০ হাজার সিলভার পমপ্যানোর চারা এনে দক্ষিণ ২৪-পরগণার আলমপুরে নিগমের পুকুরে ফেলা হয়েছিল। ২০১৫ সালে এক-একটির ওজন প্রায় ৫০০ গ্রাম হওয়ার পরে ১০ লক্ষ টাকার মাছ বিক্রি করেছিল নিগম। পরে আরও ৪০ হাজার সিলভার পমপ্যানোর চারা এনে আলমপুরের পুকুরে ছাড়া হয়। কয়েক মাস আলমপুর ঘুরে যান ন্যাশনাল ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (এনএফডিবি) বা জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদের চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার রানি কুমুদিনী। পুকুরে সামুদ্রিক মাছ চাষের পদ্ধতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদ এনএফডিবি সূত্রে জানা গিয়েছে, উপকূলবর্তী বিভিন্ন রাজ্য তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটক, গোয়া, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, ওড়িশা, পুদুচেরি ও অন্ধ্রের চাষিদের কৃত্রিম উপায়ে সামুদ্রিক মাছ চাষে উৎসাহ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, পমফ্রেট ও সিলভার পমপ্যানোর গোত্র এক, প্রজাতি আলাদা। পমফ্রেটের তুলনায় সিলভার পমপ্যানো একটু লম্বাটে। চামড়াও একটু মোটা। তাজা পমফ্রেটের রং নীলাভ। সিলভার পমপ্যানো রুপোলি, চকচকে। স্বাদে অনেকটা পমফ্রেটের মতোই।

● **তিন প্রতিষ্ঠানে দূরশিক্ষায় অনুমোদন ফিরল :**

রাজ্যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষার পাঠ্যক্রম চালানোর অনুমোদন বাতিল করে দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। গত ৩ অক্টোবর তাদের মধ্যে রবীন্দ্রভারতী, কল্যাণী এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের ওই পাঠ্যক্রম পড়ানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে সে সময়ে অবশ্য দূরশিক্ষার অনুমোদন পায়নি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ইউজিসি

জানিয়েছিল, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ও দূরশিক্ষার পাঠ্যক্রম চালানো হয়, ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (ন্যাক)-এর মূল্যায়নে ৩.২৬ নম্বর না-পেলে তারা দূরশিক্ষা চালাতে পারবে না। পরে নম্বরর শর্ত ছেড়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের শর্ত আরোপ করে ইউজিসি।

অনুমোদন বাতিলের পরে এক মাসের মধ্যে ফের আবেদনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আবেদন জানায় এই চার বিশ্ববিদ্যালয়ই। এদিন প্রকাশিত ইউজিসি-র তালিকায় চার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটির নাম আছে। তবে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষায় ১৫-টি বিষয়ের বদলে সাতটিতে পঠনপাঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে—যেসব বিষয়ে দু'জন স্থায়ী শিক্ষক আছেন, সেগুলির পঠনপাঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে; বাকি আটটিতে একজন করে স্থায়ী শিক্ষক আছেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে দূরশিক্ষায় চারটি বিষয় পড়ানো হ'ত। এবার যুক্ত হল বিজ্ঞানের আরও চারটি বিষয়।

● **ক্যানসার-জয়ীকে সম্মান বিশ্বমঞ্চে :**

ক্যানসারের মতো মারণব্যধির সঙ্গে 'লড়াই'-য়ে জিতে ফিরেছেন নিজে। এবার অন্যদেরও সেই 'লড়াইয়ের ময়দানে' জিততে অনুপ্রাণিত করছেন। যার জেরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সম্মানিত হচ্ছেন পাঁশকুড়ায় এক কিশোরী। ঘটনার সূত্রপাত ২০১৫ সালে। পাঁশকুড়ার দক্ষিণ চাঁচিয়াড়ার বাসিন্দা নবনীতা মণ্ডলের ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সামনে আসে। নবনীতা জানতে পারেন, তিনি লিম্ফোমা হার্ট, লাঙস ইনফেকশন-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছেন। ২০১৫ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৮ সালের মার্চ—এই ক'টা বছরের লড়াইয়ে 'জয়ী' হন নবনীতা। বর্তমানে তিনি ক্যানসার মুক্ত। এখন নবনীতা যুক্ত হয়েছেন ময়নার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে। ওই সংস্থার মাধ্যমেই এখন নবনীতা অন্য ক্যানসার আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি তাদের শোনান নিজের জীবন-যুদ্ধের কথা। আর একজন ক্যানসার জয়ীর মুখে সেই যুদ্ধের কথা শুনে উজ্জীবিত হন বহু রোগী।

নবনীতার ওই কাজের জন্য তিনি এবার সম্মানিত হচ্ছেন। গত ২৮ সেপ্টেম্বর তাকে পুরস্কৃত করেছে আমেরিকার 'ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অব লাঙ ক্যানসার'। কানাডার টরেন্টোয় 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অব লাঙ ক্যানসার' (আইএএসএলসি) সম্মেলনে নবনীতাকে 'পেশেন্ট অ্যাডভোকেসি অ্যাওয়ার্ডে' সম্মানিত করে। আবার একই কাজের জন্য 'ইউরোপিয়ান স্কুল অব অঙ্কোলজি'-র উদ্যোগে 'ব্রেস্ট ক্যান্সার ইন ইয়ং ওম্যান' সেমিনারে নবনীতা ফের পুরস্কৃত হচ্ছেন 'পেশেন্ট অ্যাডভোকেসি অ্যাওয়ার্ডে'-এ। উল্লেখ্য, নবনীতার সাথে একই পুরস্কার পাচ্ছেন ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার আদিত্য মান্নাও।

● **দুর্গাপুর দুগ্ধ কেন্দ্রে শুরু আইসক্রিম তৈরি :**

রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে চেষ্টা চলছিল গত বছর থেকেই। অবশেষে দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুরের সাগরডাঙায় বন্ধ হয়ে থাকা রাজ্য দুগ্ধ কেন্দ্রে (দুর্গাপুর স্টেট ডেয়ারি) শুরু হল বাণিজ্যিকভাবে মাদার ডেয়ারি ব্র্যান্ডের আইসক্রিম তৈরি। প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান যে বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রস্তুতি চলছিল। এজন্য খরচ হয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা। তৈরি হওয়া আইসক্রিমের মান যাচাই প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কারখানা সংস্কারের কাজ চলছিল। তাই লক্ষ্যমাত্রার থেকে বাড়তি কিছু সময় লেগেছে। সব দিক যাচাইয়ের পরেই উৎপাদন শুরু হয়েছে। আপাতত এখানে বিভিন্ন স্বাদের আইসক্রিম মিলিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা ৫,০০০ লিটার। চাহিদা বাড়লে ধাপে ধাপে তা আরও বাড়ানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। স্বপনবাবু বলেন, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা-সহ রাজ্যের অন্যত্রও যাতে এখানে তৈরি আইসক্রিম পাঠানো যায়, সেজন্যও ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০০৯ সাল থেকে ধুঁকতে থাকা এই দুগ্ধ কেন্দ্রটি পরবর্তীকালে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ২০১১ সালে স্টেট ডেয়ারিটি অন্যভাবে চালুর ভাবনা শুরু হয়। সেই সূত্রেই দুগ্ধ কেন্দ্রটিতে বাণিজ্যিকভাবে আইসক্রিম উৎপাদন শুরুর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৬০ জন কর্মীকে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করা হয়েছে। আগে দিনে গড়ে ৪৫০-৫০০ লিটার নানা ধরনের আইসক্রিম বিক্রি হ'ত। যা অন্য সংস্থাকে দিয়ে নিজেদের গুণমান অনুসারে তৈরি করানো হ'ত। এখন দুর্গাপুরে নিজস্ব তৈরি আইনক্রিমের জোগান শুরু হওয়ায়, বিক্রিও ১,০০০ লিটারের কাছাকাছি চলে এসেছে বলে তার দাবি।

● **'বীজ কলম'-এর পথচলা শুরু :**

পথচলা শুরু করল পাড়া ব্লকের কন্যাশ্রী ও স্বনির্ভর দলের মহিলা সদস্যদের তৈরি করা 'সিড পেন' বা বীজ কলম। গত ২৯ অক্টোবর সল্টলেকের রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে ওই কলমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। প্রতিটি কলমের দাম পাঁচ টাকা করে। প্রসঙ্গত, কেরলের বাসিন্দা লক্ষ্মী মেনন ওই ধরনের কলম তৈরি করেন। সেটা দেখার পরেই পুরুলিয়ার শম্পা রক্ষিত পরীক্ষামূলকভাবে কলম তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে কন্যাশ্রী কিশোরী ও স্বনির্ভর দলের মহিলাদের নিয়ে কলম তৈরি শুরু হয়। প্রশিক্ষণ দেন শম্পাদেবী নিজে। খুব সহজেই পরিবেশ বান্ধব এই কলম তৈরি করতে শিখেছেন মহিলা ও কন্যাশ্রীরা। বাজার থেকে রিফিল কিনে এনে খবরের কাগজ ও রঙিন কাগজ জড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। রিফিলের শেষে রাখা থাকছে ফুল বা ফলের বীজ। ব্যবহারের পরে ফেলে দিলে গজিয়ে যাবে গাছ।

অর্থনীতি

➢ এবারের মতো সুদ একই রাখার কথা জানাল শীর্ষ ব্যাঙ্ক। গত ৫ অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, রেপো রেট (বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি স্বল্প মেয়াদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে যে সুদে ধার নেয়) ও রিভার্স রেপো রেট (ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে স্বল্প মেয়াদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সুদে ধার নেয়) একই থাকছে। পালটাচ্ছে না ব্যাঙ্ক রেট ও নগদ জমার অনুপাতও (সিআরআর)।

● **আধার নিয়ে কড়া নির্দেশ ডটের :**

মোবাইল সংযোগের জন্য আধার দিয়ে বৈদ্যুতিনভাবে গ্রাহকের তথ্য যাচাই (ই-কেওয়াইসি) বন্ধ করতে টেলিকম সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিল টেলিকম দপ্তর (ডট)। এই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে কি না, তা-ও ডটকে জানাতে হবে ৫ নভেম্বরের মধ্যে। গত সেপ্টেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খুলতে কিংবা মোবাইলের সংযোগের ক্ষেত্রে আধার বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু তারপরেও আধার নম্বর দিয়ে সরাসরি ই-কেওয়াইস পদ্ধতিতে তথ্য যাচাই করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। গত ২৬ অক্টোবর সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে সংস্থাগুলিকে বিশদে কড়া নির্দেশ দিয়েছে ডট। জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে পুরোনো গ্রাহকের সিমের তথ্য যাচাই এবং নতুন সিম বিক্রি—কোনও ক্ষেত্রেই আর আধার দিয়ে ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের তথ্য যাচাই করা যাবে না। তবে কোনও গ্রাহক স্বেচ্ছায় আধার কার্ড বা ই-আধার দিলে, অন্য ঠিকানা বা পরিচয়পত্রের মতো তাও গ্রহণযোগ্য হবে।

● **জিপিএফ-এ সুদের হার বেড়ে ৮ শতাংশ :**

সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ড (জিপিএফ) ও সিংশ্লিষ্ট আমানত প্রকল্পগুলির সুদের হার ০.৪ শতাংশ বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। তার ফলে ওই সুদের হার হল ৮ শতাংশ। এ বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, এই ত্রৈমাসিকের জন্য ওই সুদের হার বাড়ানো হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রকের এক বিজ্ঞপ্তিতে গত ১৬ অক্টোবর জানানো হয়েছে। এই সুবিধার আওতায় পড়ছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা। এই সুবিধা পাবেন রেল ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও তার নোডাল এজেন্সিগুলির কর্মচারীরাও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক সূত্রের খবর, চলতি আর্থিক বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে জিপিএফ-এ সুদের হার ছিল ৭.৬ শতাংশ। জিপিএফ বা সংশ্লিষ্ট যে আমানত প্রকল্পগুলিতে এতদিন ৭.৬ শতাংশ হারে সুদ জমা পড়ছিল, সেই সবগুলিতেই অক্টোবরের ১ তারিখ থেকে ৮ শতাংশ হারে সুদ জমা পড়বে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

● **তিন বছরে কোটিপতি বৃদ্ধি ৬০ শতাংশ :**

তিন বছরে কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৬০ শতাংশ। কোটি টাকার বেশি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৬৮ শতাংশ। এই হিসাব খোদ আয়কর দপ্তরেরই দেওয়া। পরিসংখ্যানও প্রদত্ত আয়করের ভিত্তিতেই। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি) গত ২২ অক্টোবর এই সংক্রান্ত তথ্য-পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। আয়করের নীতি নির্ধারক এই সরকারি সংস্থার প্রকাশিত পরিসংখ্যানেই উঠে এসেছে, গত চার বছরে দেশে কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে এক লক্ষ ৪০ হাজার জন।

প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০১৪-'১৫ আর্থিক বছরে কোটি টাকার উপরে আয় ঘোষণা করেন ৮৮ হাজার ৬৪৯ জন বা সংস্থা। এই সংখ্যাই বেড়ে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ১৩৯ হয়েছে ২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরে। অর্থাৎ বেড়েছে ৫১ হাজার ৪৯০ জন। বৃদ্ধি ৬৮ শতাংশ। একইভাবে ২০১৪-'১৫ আর্থিক বছরে ব্যক্তিগত করদাতাদের মধ্যে কোটি টাকার বেশি আয়ের রিটার্ন জমা করেছিলেন ৪৮ হাজার ৪১৬ জন। ২০১৭-'১৮ সালে যা হয়েছে ৮১ হাজার ৩৪৪ জন। বেড়েছে ৩২ হাজার ৯২৮ জন। শতাংশের হিসাবে বৃদ্ধি ৬৮।

সিবিডিটি-র চেয়ারম্যান সুশীল চন্দ্র অবশ্য দাবি করেন, আয়কর কর্তাদের লাগাতার প্রচেষ্টা, কর ফাঁকির বিরুদ্ধে সুসংগঠিত পদক্ষেপ ও অভিযানের জেরেই করদাতাদের সংখ্যায় এই বৃদ্ধি। সেই কারণেই আয়কর ঘোষণার সংখ্যা বেড়েছে এবং করে ফাঁকি কমেছে। দুই-এর জেরেই কোটিপতির সংখ্যাও বেড়েছে। রিটার্ন জমা দেওয়ার হিসাবও চমকপ্রদ। গত চার বছরে বেড়েছে ৮০ শতাংশ। ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ। ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্নও জমার হার বেড়েছে ৬৫ শতাংশ। ৩ কোটি ৩১ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ।

● **ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আইএমএফ :**

ভারতের অর্থনীতির স্বাস্থ্য নিয়ে সুখবর দিল আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। আইএমএফ-এর পূর্বাভাস, চিনকে টেক্কা দিয়ে এবছর ভারতের বৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশে পৌঁছবে। যা আগামী বছর হবে ৭.৪ শতাংশ। শুধু তাই নয় বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলা দেশগুলির মধ্যে সবার সামনে থাকা চিনকেও ছাপিয়ে যাবে ভারত। এবছর চিনের আর্থিক বৃদ্ধির হার পৌঁছবে ৬.৬ শতাংশে। আর আগামী বছর তা আরও কমে হবে ৬.২ শতাংশ। ট্রাম্প প্রশাসনের পণ্য শুল্ক নীতির জন্যই চিনের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য কিছুটা বেহাল হবে বলে মনে করছে আইএমএফ।

সাম্প্রতিককালে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল গত বছরেই। ৬.৭ শতাংশ। আইএমএফ জানাচ্ছে, এবছর ও আগামী বছরে সেই রেকর্ড ভেঙে অনেকটাই এগিয়ে যাবে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার। আইএমএফ-এর 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক রিপোর্ট' বলছে যে ২০১৭ সালের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামবৃদ্ধি ও বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে পড়ার পরেও ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার চলতি বছর ও আগামী বছরে যথাক্রমে ৭.৩ এবং ৭.৪ শতাংশে পৌঁছোনোর সম্ভাবনা যথেষ্টই জোরালো। আইএমএফ-এর রিপোর্ট বলছে, মূলত পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। একইসঙ্গে বেড়েছে ক্রেতা বাজারও। এই ট্রেন্ড বজায় থাকলে চলতি বছরেই সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলা অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে সবার সামনে থাকা চিনকে টপকে যাবে ভারত।

● **আইএমএফ-এর নতুন মুখ্য অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ :**

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (আইএমএফ) মুখ্য অর্থনীতিবিদ হচ্ছেন গীতা গোপীনাথ। রঘুরাম রাজনের পরে তিনিই হবেন ওই দায়িত্ব নেওয়া প্রথম ব্যক্তি, যার শিকড় ভারতে। একই সঙ্গে গীতা হবেন আইএমএফ-এর প্রথম মহিলা মুখ্য অর্থনীতিবিদও। ডিসেম্বরে অবসর নেবেন মরিস ওবস্টফেল্ড। তার পরে ওই পদে যোগ দেবেন ৪৬ বছরের গীতা। পয়লা অক্টোবর তার নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন আইএমফে প্রদান ক্রিস্টিন ল্যাগার্দে। অর্থ ভাণ্ডারের প্রথম মহিলা কর্ণধার হওয়ার পরে, যিনি বার বার মেয়েদের এগিয়ে আসার পক্ষে সওয়াল করেছেন। আর গীতার নিয়োগের পরে আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক

এবং ওইসিডি, এই তিন প্রতিষ্ঠানেরই মুখ্য অর্থনীতিবিদ হবেন কোনও মহিলা।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গীতার জন্ম ও স্কুলশিক্ষা কলকাতায়। আর উচ্চশিক্ষা যথাক্রমে দিল্লি ও আমেরিকায়। বাবা কৃষক। মা গৃহকর্ত্রী। হার্ভার্ডের ইতিহাসে গীতা তৃতীয় মহিলা, যিনি অর্থনীতি বিভাগের টেনিয়োর্ড প্রফেসর। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের পরে প্রথম ভারতীয়ও। ২০১৪ সালে আইএমএফ-এর স্বীকৃতি পেয়েছেন ৪৫ বছরের কম বয়সি বিশ্বের ২৫ জন প্রথম সারির অর্থনীতিবিদ হিসেবেও। শুধু শিক্ষকতা নয়। জি২০ গোষ্ঠী নিয়ে অর্থ মন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য ছিলেন গীতা। কেরলের পিনারাই বিজয়ন সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবেও দেখা গিয়েছে তাকে।

● **গাড়ি বিমা প্রসঙ্গে নিয়ন্ত্রক :**

চার চাকা বা দু' চাকার গাড়ির ক্রেতাই চালক হলে গাড়ি কেনার সময়ে তিনি চাইলে এক বছরের জন্যও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা (কম্পালসরি পার্সোনাল অ্যাক্সিডেন্ট অথবা সিপিএ) করাতে পারবেন বলে স্পষ্ট করল আইআরডিএ। বিমা নিয়ন্ত্রক জানিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বিমা সংস্থা প্রথমবারেই দীর্ঘমেয়াদি সিপিএ করাতে চাপ দিচ্ছিল বলে অভিযোগ আসছে। তাই বিষয়টি স্পষ্ট করা হল। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে চার চাকার গাড়ি কেনার সময়ে একলপ্তে ৩ বছরের জন্য তৃতীয় পক্ষ (থার্ড পার্টি) বিমা বাধ্যতামূলক হয়েছে। দু' চাকার ক্ষেত্রে তা ৫ বছর। পাশাপাশি, দুর্ঘটনার ফলে গাড়ির ক্ষতি হলে (ওন ড্যামেজ),তা পূরণের জন্য আগের মতোই এক বছরের বিমার সুযোগ চালু রয়েছে। চাইলে তা দীর্ঘমেয়াদে করা যেতে পারে। সিপিএ-র ক্ষেত্রেও এক বছর বা নতুন নিয়মে তার বেশি সময়ের বিমা করা যায়। আইআরডিএ জানিয়েছে, সিপিএ-র মেয়াদ বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত ক্রেতারই। তবে গাড়ি সংস্থার নামে হলে বা ক্রেতার ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকলে, সিপিএ প্রযোজ্য হবে না।

● **এগিয়েছে ভারত, জানাল ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের সমীক্ষা :**

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ইনডেক্স। যে সূচকের কাজ সারা বিশ্বে কোন দেশের অর্থনীতিতে বাজার দখলের তুল্যমূল্য প্রতিযোগিতা কতটা, তা নির্ধারণ করা। সেই সূচকের আওতাতেই এবছর ভারতের জায়গা ২০১৭ সালের তুলনায় এগিয়ে গেল পাঁচ ধাপ। দাঁড়াল ৫৮-তে। ঝুলিতে আসা নম্বর ৬২। উল্লেখ্য, দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির বৃদ্ধির নির্ধারক এই প্রতিযোগিতা সূচক। তালিকার শীর্ষে আমেরিকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে সিঙ্গাপুর ও জার্মানি। আর পড়শি চিন দাঁড়িয়ে ২৮-এ। নম্বর ৭২.৬। মোট ১৪০-টি দেশের অর্থনীতিকে নিয়ে এই সমীক্ষা চালায় ডব্লিউইএফ। তারা জানিয়েছে, বাজার দখলে তুল্যমূল্য প্রতিযোগিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে জি২০ গোষ্ঠীর দেশগুলির মধ্যে ভারতের মতো এক লাফে এতখানি এগোতে পারেনি আর কেউই। যেখানে তাদের মূল হাতিয়ার হয়েছে বিশাল বাজার ও উদ্ভাবন।

শুধু তাই নয়, রিপোর্ট বলছে, দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ভারতই। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দক্ষতা—এই তিনটি বাদে বাকি সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার নিরিখে এই অঞ্চলে এদেশ সকলের আগে। দক্ষ পরিকাঠামো ব্যবস্থা গড়তে পারার শর্তেও ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে ঢেলে নম্বর দিয়েছে ডব্লিউইএফ। বিশেষ করে ভারতে পরিবহণ পরিকাঠামো ও পরিষেবায় প্রভূত লগ্নি হওয়ার সুবাদে। তবে কাঁটাও আছে কিছু। ডব্লিউইএফ-এর দাবি, শ্রম বাজার (বিশেষত শ্রমিকদের অধিকার), পণ্য বাজার (বিশেষত বাণিজ্য শুল্ক) ও দক্ষতা (বিশেষত পড়ুয়া ও শিক্ষকের অনুপাত), মূলত এই তিন ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতি জরুরি। কারণ বাজার দখলের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ বহাল রাখার জন্য এগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

● **ধনীতম ভারতীয়দের তালিকা :**

২০১৮ সালের ফোর্বস ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট প্রকাশ্যে। এই তালিকায় গত ১১ বছর ধরে যিনি শীর্ষে রয়েছেন তার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ ৫১ হাজার কোটি টাকা। রিল্যায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান মুকেশ অম্বানী রয়েছেন সবার প্রথমে। অম্বানী সম্পত্তির ভিত্তিতে দ্বিতীয় জনের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন প্রায় ১ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন উইপ্রো চেয়ারম্যান আজিম প্রেমজী। তার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আর্সেলর মিত্তাল গ্রুপের লক্ষ্মী মিত্তাল। তার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার কোটি টাকা। চতুর্থ স্থানে রয়েছে হিন্দুজা পরিবার। তাদের সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন পালনজী মিস্ত্রি গ্রুপ। তাদের সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ১৭ হাজার কোটি টাকা। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন এইচসিএল চেয়ারম্যান শিব নাদার। তার সম্পত্তির পরিমাণ ১ লক্ষ নয় হাজার কোটি টাকা। সপ্তম স্থানে রয়েছে গোদরেজ ফ্যামিলি। মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১ লক্ষ চার হাজার কোটি টাকা। অষ্টম স্থানে রয়েছেন দিলীপ সাঙ্ঘভি। তার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৯৪ হাজার কোটি টাকা। নবম স্থানে রয়েছেন কুমার মঙ্গলম বিড়লা। তার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৯৩ হাজার কোটি টাকা। দশম স্থানে রয়েছেন গৌতম আদানি। তার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৮৯ হাজার কোটি টাকা।

● **বেনামি মামলা দ্রুত মেটাতে সায় মন্ত্রিসভায় :**

বেনামি সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিচার কর্তৃপক্ষ (অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি) এবং আপিল ট্রাইবুনাল তৈরিতে সায় দিল কেন্দ্র। গত ২৪ অক্টোবর আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, অক্টোবর মাসের গোড়ায় এক বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র জানিয়েছে, বেনামি সম্পত্তি মামলার বিশেষ আদালত হিসেবে কাজ করবে ৩৪-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সেশন্স কোর্ট। কেন্দ্রের দাবি, অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি ও আপিল ট্রাইবুনাল তৈরি হবে দিল্লিতেই। তবে অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটির বেঞ্চ কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ের মতো শহরেও বসতে পারে। প্রস্তাবিত কর্তৃপক্ষের চেয়ারপার্সনের সঙ্গে কথা বলে সে ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই গোটা প্রক্রিয়ার ফলে অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটির হাতে আসা মামলাগুলি ভালোভাবে দেখাশোনা করা সম্ভব হবে। ওই কর্তৃপক্ষের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল আদালতের দ্বারস্থ হলেও আবেদনের সমাধান হবে দ্রুত।

● **বিশ্ব ব্যাঙ্কের 'ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট'-এ আরও এগোল ভারত :**

গত চার বছরে ভারতে ব্যবসা করাটা অনেক সহজ হয়েছে। আর তা আর বেশি সহজ হয়েছে গত দু' বছরে। কোন দেশে কত সহজে ব্যবসা করা যায়, সেই সূচকের নিরিখে এই মুহূর্তে বিশ্বের ১৯০-টি দেশের তালিকায় ভারত উঠে এসেছে ৭৭ নম্বরে। ২০১৪ সালে এই তালিকায় ভারত ছিল ১৪২ নম্বরে। সবচেয়ে সহজে ব্যবসা করা যায় নিউজিল্যান্ডে। তার পরেই রয়েছে সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক ও হংকং-এর নাম। তালিকায় আমেরিকা ও চিনের নাম রয়েছে যথাক্রমে আট এবং ৪৬ নম্বরে। ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তান রয়েছে ১৩৬ নম্বরে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক 'ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট' (ডিবিআর, ২০১৯) এই তথ্য দিয়েছে। বিশ্বের ১৯০-টি দেশের অর্থনীতির অন্তত দশটি মানদণ্ডের নিরিখে ওই রিপোর্ট তৈরি করেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। রিপোর্টটি গত ৩১ অক্টোবর দিল্লিতে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, তালিকায় ভারত ২০১৫-য় উঠে আসে ১৩০ নম্বরে। তার দু' বছর পর, ২০১৭-য় ভারত এই তালিকায় উঠে এসেছিল ১০০ নম্বরে। ২০১৬-য় ছিল ১৩০ নম্বরে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই রিপোর্ট দেখাল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার গঠনের পর সহজে ব্যবসা করার সূচকের নিরিখে ওই তালিকায় ভারত পিছন থেকে ৬৫-টি স্থান টপকে সামনে এগিয়ে এসেছে। গত দু' বছরে আরও ৫৩-টি দেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এল আরও সামনে। আর গত বছরের তুলনায় ভারত পিছনে ফেলে দিয়েছে আরও ২৩-টি দেশকে। ওই রিপোর্ট এটাও দেখাচ্ছে, মোদী সরকারের জমানা শুরু হতেই ভারতে ব্যবসা করাটা উত্তরোত্তর সহজ হয়ে গিয়েছে, সহজ হয়ে চলেছে আর সেটা সবচেয়ে বেশি সহজ হয়েছে নির্মাণ ও সীমান্ত বাণিজ্যে।

● **জিএসটি পরিষদ প্রসঙ্গে :**

অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি-র নেতৃত্বাধীন জিএসটি পরিষদ এখনও পর্যন্ত ৩০ বার বৈঠকে বসেছে। গত ২৯ অক্টোবর একথা জানাল অর্থ মন্ত্রকের পরিসংখ্যান। তবে লম্বা সময় ধরে নয়, মাত্র দু' বছরের মধ্যেই হয়েছে অতগুলি বৈঠক। আর সেই সব বৈঠকে নতুন পরোক্ষ কর জমানার আইন, নিয়ম-কানুন, করের হার, ক্ষতিপূরণ নিয়ে পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোট ৯১৮-টি। তাক লাগিয়েছে কর্মসূচির বিশদ নথিও। যেখানে পাতার সংখ্যা ৪,৭৩০-টি। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তৈরি হয়েছিল জিএসটি পরিষদ। রাজ্যগুলির সম্মতিতে পণ্য ও পরিষেবা কর প্রস্তাবকে ঘিরে মাথাচাড়া দেওয়া হাজারো বিরোধের সমাধান খোঁজাই ছিল যার লক্ষ্য। এর সদস্য সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা। রয়েছেন রাজস্ব দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীও। অর্থমন্ত্রক বলেছে, এখনও পর্যন্ত যে ৯১৮-টি সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২৯৪-টি বিজ্ঞপ্তি জারি করে তার ৯৬ শতাংশের বেশি ইতোমধ্যেই কার্যকর করেছে কেন্দ্র।

খেলা

➢ ডেনমার্ক ওপেন ফাইনালে সাইনা নেহওয়াল হেরে গেলেন তাই জু ইংয়ের কাছে। ১৩-২১, ২১-১৩, ৬-২১ হারলেও একটি গেম ছিনিয়ে নেন সাইনা। দু' বছর আগে অস্ট্রেলীয় ওপেন জেতার পরে প্রথম সুপার সিরিজে ফাইনাল খেললেন সাইনা। কিন্তু সেই তাই জু-র কাছেই থামতে হল। ১৮ বার দেখা হল দু'জনের। তাই জু এগিয়ে থাকলেন ১৩-৫-এ। শেষবার সাইনা জিতেছিলেন ২০১৩ সালে। তারপর থেকে টানা ১১ বার হারলেন।

● **বিজয় হাজারে ট্রফি জিতে নিল মুম্বই :**

দিল্লিকে ১৭৭ রানে অল আউট করে দিয়ে অনায়াসে বিজয় হাজারে ট্রফি জিতে নিল মুম্বই। এই নিয়ে তৃতীয় বার জাতীয় ওয়ান ডে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল তারা। ২০০৬-'০৭ মরসুমে রাজস্থানকে হারিয়ে শেষবার দেশের সেরা ওয়ান ডে খেলিয়ে দলের খেতাব জয়ের পরে এবারই সেই ট্রফি হানে নিলেন মুম্বইয়ের ক্রিকেটাররা। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ফাইনালের দিন বোলারদের দাপটই ছিল বেশি। টস জিতে মুম্বই প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। দুই পেসার শিবম দুবে ও ধবল কুলকার্নি তিনটি করে উইকেট নিয়ে গৌতম গম্ভীরদের মাত্র ৪৫.৪ ওভারে ১৭৭ রানে শেষ করে দেন। পালটা ব্যাট করতে নেমে ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিজ্ঞ আদিত্য তারে ৮৯ বলে ৭১ রান করে মুম্বইয়ের জয়ের রাস্তা অনেক সহজ করে তোলেন। পৃথ্বী শ অবশ্য তিন বলে দু'টি চার মেরে আট রান করে ফিরে যান।

● **ক্রিকেট বিশ্বকাপের দল বাছার নতুন নিয়ম :**

ক্রিকেট বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের নতুন নিয়ম চালু করতে চলেছে আইসিসি। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ হবে ভারতে। সেখানেও খেলবে দশটি দল। কিন্তু সেই দশটি দল বেছে নেওয়া হবে নতুন এক পদ্ধতিতে। মোট ৩২-টি দলের থেকে দশটি দল বেছে নেওয়া হবে। ছ'টি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। ৩২-টি দলের মধ্যে থেকে ১৩-টি দল অংশ নেবে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সিরিজে। যে সিরিজের নামকরণ হয়েছে 'আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ সুপার লিগ'। প্রতিটা দল ২৪-টি করে ম্যাচ খেলবে। সেখান থেকে প্রথম আটটি দল বিশ্বকাপ খেলার ছাড়পত্র পাবে। বাকি দুটো দলকে বাছা হবে বিভিন্ন আইসিসি প্রতিযোগিতা হওয়ার পরে। এই ১৩-টি দল হল—ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, জিম্বাবোয়ে, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস।

● **যুব অলিম্পিক্স :**

এই প্রথমবার এশিয়ার বাইরে আয়োজিত হল যুব গ্রীষ্ম অলিম্পিক্স। গত ৬ থেকে ১৮ অক্টোবর, আর্জেন্টিনার বুয়েনোস এরিসে। ২০৬-টি দেশের মোট ৩,৯৯৭ অ্যাথলিট অংশ নেন ৩২-টি স্পোর্টসের ২৩৯-টি ইভেন্টে। এই প্রথম যুব অলিম্পিক্সে হকিতে অংশ নিল ভারত। প্রসঙ্গত এটা যুব অলিম্পিক্সের তৃতীয় আসর। আইজলের কিশোর ভারোত্তোলক জেরেমি লালরিননুঙ্গা-ই যুব অলিম্পিক্স থেকে ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিলেন। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের পদক জয়ীদের মধ্যে রয়েছেন ব্যাডমিন্টনে লক্ষ্য সেন, শুটিংয়ে মনু ভাকের, জুডোকা তাবাবি দেবী। এখানে মিক্সড দলগত বিভাগের পদকগুলি কোনও দেশের পদক হিসেবে ধরা হচ্ছে না। কারণ মিক্সড বিভাগে একসঙ্গে খেলছে একাধিক

ভারতীয় পদকজয়ীদের তালিকা				
পদক	**নাম**	**খেলা**	**ঘটনা**	**তারিখ**
সোনা	জেরিমি লালরিননুঙ্গা	ভারোত্তোলন	ছেলেদের ৬২ কেজি	৮ অক্টোবর
সোনা	মনু ভাকের	শ্যুটিং	মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল	৯ অক্টোবর
সোনা	সৌরভ চৌধুরী	শ্যুটিং	ছেলেদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল	১০ অক্টোবর
সোনা	লক্ষ্য সেন	ব্যাডমিন্টন	মিক্সড টিম	১২ অক্টোবর
রুপো	তুষার মানে	শ্যুটিং	ছেলেদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল	৭ অক্টোবর
রুপো	তাবাবি দেবী	জুডো	মেয়েদের ৪৪ কেজি	৭ অক্টোবর
রুপো	মেহুলি ঘোষ	শ্যুটিং	মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল	৮ অক্টোবর
রুপো	তাবাবি দেবী	জুডো	মিক্সড টিম	১০ অক্টোবর
রুপো	মনু ভাকের	শ্যুটিং	মিক্সড ১০ মিটার ওয়ার পিস্তল	১২ অক্টোবর
রুপো	লক্ষ্য সেন	ব্যাডমিন্টন	ছেলেদের সিঙ্গলস	১২ অক্টোবর
রুপো	সিমরন	কুস্তি	মেয়েদের ফ্রি-স্টাইল ৪৩ কেজি	১৩ অক্টোবর
রুপো	ভারতীয় পুরুষ জাতীয় ফিল্ড হকি দল	ফিল্ড হকি	ছেলেদের টুর্নামেন্ট	১৪ অক্টোবর
রুপো	ভারতীয় মহিলা জাতীয় ফিল্ড হকি দল	ফিল্ড হকি	মেয়েদের টুর্নামেন্ট	১৪ অক্টোবর
রুপো	সুরজ পাঁওয়ার	এ্যাথলেটিক্স	ছেলেদের ৫ কিলোমিটার হাঁটা	১৫ অক্টোবর
রুপো	আকাশ মালিক	তিরন্দাজি	ছেলেদের একক প্রতিযোগিতা	১৭ অক্টোবর
ব্রোঞ্জ	প্রবীণ চিত্রাভেল	অ্যাথলেটিক্স	ছেলেদের ট্রিপিল জ্যাম্প	১৬ অক্টোবর

দেশের খেলোয়াড়রা। যুব অলিম্পিক্সে ভারতকে পঞ্চম রুপোটি দেয় সিমরন। সব মিলিয়ে পদক তালিকায় ১৭-তম স্থান পেয়েছে ভারত।

যুব অলিম্পিক্সে ফাইভ-আ-সাইড হকিতে ২ রুপো পেল ভারত। ফাইনালে ছেলেরা মালয়েশিয়ার কাছে ২-৪ গোলে হারল। মেয়েদের সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল চিন। জয় আসে ৩-০ গোলে। ফাইনালে মেয়েদের সামনে আর্জেন্টিনা। ভারত ৩-১-এ সেই ম্যাচ হেরে যায়।

যুব অলিম্পিক্সে ভারতের জন্য অন্য ভালো খবর, মেয়েদের কুস্তিতে ৪৩ কেজি বিভাগে সিমরনের রুপোজয়। ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের এমিলি শিলসনের কাছে পরাজিত হয়ে। সিমরন হারে ৬-১১ স্কোরে। প্রসঙ্গত গত বছর ক্যাডেট বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সে ৪০ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিল। এ দিনের লড়াইয়ের প্রথম পর্বেই সিমরন ২-৯ পিছিয়ে যায়। ফলে শেষে সে আর ব্যবধান কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি।

অন্যদিকে, যুব অলিম্পিক্সে মেয়েদের শ্যুটিংয়ে মনু ভাকের সোনা জেতার পরের দিনই ১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগের সেরা হল মেরঠের ১৬ বছর বয়সি শ্যুটার। ফাইনালে ২৪৪.২ পয়েন্ট পায় সৌরভ চৌধুরী। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয় দক্ষিণ কোরিয়ার সুং ইউনহো। তার প্রাপ্তি ২৩৬.৭ পয়েন্ট। যুব অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন পর্বেও ৫৮০ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে ছিল সৌরভ। সেই ছন্দই ধরে রেখেছে যুব অলিম্পিক্সে। প্রথম চার শটের একটিও দশের কাঁটা ছোঁয়েনি সৌরভের। যে ঘাটতি পরের চারটি শটে (১০.৭, ১০.৪, ১০.৪, ১০.০) পূরণ করে দেয় তরুণ। ভারতীয় শ্যুটারের কাছাকাছিই ছিলেন সুইজারল্যান্ডের সোলারি জেসন। শেষ শটে ৮.৫ মেরে পিছিয়ে পড়তে হয় তাকে। তরুণ শ্যুটারের সোনা জয়ের পরে শ্যুটিংয়ের চার দিনে চার পদক পেল ভারত। শাহু মানে, মেহুলি ঘোষ, মনু ভাকের ও সৌরভ দেশের জন্য পদক এনেছে।

পদক তালিকায় সেরা দশ					
র‍্যাঙ্ক	**দেশ**	**সোনা**	**রুপো**	**ব্রোঞ্জ**	**মোট**
১	রাশিয়া (RUS)	২৯	১৮	১২	৫৯
২	চিন (CHN)	১৮	৯	৯	৩৬
৩	জাপান (JPN)	১৫	১২	১২	৩৯
—	মিশ্র দল	১৩	১৩	১৩	৩৯
৪	হাঙ্গেরি (HUN)	১২	৭	৫	২৪
৫	ইতালি (ITA)	১১	১০	১৩	৩৪
৬	আর্জেন্টিনা (ARG)	১১	৬	৯	২৬
৭	ইরান (IRI)	৭	৩	৪	১৪
৮	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA)	৬	৫	৭	১৮
৯	ফ্রান্স (FRA)	৫	১৫	৭	২৭
১০	ইউক্রেন (UKR)	৫	৭	৬	১৮
১১-৯৩	অন্যান্য দেশ	১০৮	১৩৬	১৬৬	৪১০
সর্বমোট (৯৩ দেশ)		**২৪০**	**২৪১**	**২৬৩**	**৭৪৪**

● **টেস্ট ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থানে বিরাট কোহালি :**

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ১৩৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন বিরাট। যেখানে বড়ো জয় তুলে নিয়েছিল ভারত। তার আগেই শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিরাট। দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর দিন সেই র‍্যাঙ্কিং ধরে রাখলেন ভারত অধিনায়ক। তার সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে ১ পয়েন্ট পিছনে রয়েছেন তিনি। কোহালি তার সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্টে উঠেছিলেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাউদাম্পটন টেস্টে।

অন্য দিকে, প্রথম টেস্টে ৬ উইকেট নেওয়া কুলদীপ যাদব দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৭ রানে ৫ উইকেট নিয়ে উঠে এলেন ১৬ ধাপ। পৌঁছে গেলেন ৫২ নম্বরে। টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরি করা রবীন্দ্র জাডেজা ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠলেন ৬ ধাপ। পৌঁছে গেলেন ৫১ নম্বরে। সেই ম্যাচে চার উইকেটও নিয়েছিলেন এই অলরাউন্ডার। অলরাউন্ডার তালিকায় সাকিবের কাছে পৌঁছে গেলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হওয়া পৃথ্বী শ সেঞ্চুরি ঢুকে পড়লেন টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে। এই মুহূর্তে তার স্থান ৭৩ নম্বরে। টেস্ট ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে এখনও রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাসিত প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। তিন নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। চারে ইংল্যান্ডের জো রুট। পাঁচে অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার। তিনিই স্মিথের মতো নির্বাসিত।

টেস্ট বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রয়েছেন ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাডা ও ভার্নন ফিলান্ডার। চারে রবীন্দ্র জাডেজা এবং পাঁচে ট্রেন্ট বোল্ট। অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে সেই বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানই। দ্বিতীয় স্থানে মাত্র তিন পয়েন্ট পিছনে ভারতের রবীন্দ্র জাডেজা। তিনে দক্ষিণ আফ্রিকার ভার্নন ফিলান্ডার। চারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেসন হোল্ডার ও পাঁচে ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

● **সাংহাই মাস্টার্স চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ :**

নোভাক জোকোভিচ। সাংহাই মাস্টার্স ফাইনালে তার সামনে কার্যত দাঁড়াতে পারলেন না ক্রোয়েশিয়ার বোরনা চোরিচ। নোভাক জিতলেন ৬-৩, ৬-৪। তাও মাত্র ৩৭ মিনিটে। সেইসঙ্গে এখানে এই নিয়ে চারবার চ্যাম্পিয়ন হলেন। গ্রাউন্ডস্ট্রোকের চতুর প্রয়োগে ৩১ বছরের নোভাক গত ১৪ অক্টোবর চোরিচের সার্ভিস ভাঙেন প্রথম সেটের ষষ্ঠ গেমে। সঙ্গে বারবার নেটে টেনে এনে ক্রোয়েশীয় প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে। প্রথম সেটে তার এতটাই দাপট ছিল যে নিজের সার্ভিসে মাত্র চারটি পয়েন্ট হারান। এখানে ১৩ নম্বর বাছাই চোরিচকে নিয়ে রীতিমতো প্রত্যাশাই ছিল। বিশেষ করে সেমিফাইনালে রজার ফেডেরারকে হারানোর পরে। বাস্তবে হল ঠিক উলটো। টেনিস বিশ্লেষকদের হতাশ করে কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারলেন না বছর একুশের ক্রোট তারকা। নোভাকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লড়াইয়ে তার খেলায় বলার মতো ঘটনা একটাই। ম্যাচ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকা টেনিস মহাতারকাকে বার তিনেক আটকে দেওয়া।

অস্ত্রোপচারের পরে ক্রমশ জোকোভিচ যেভাবে নিজের ছন্দ ফিরে পেয়ে সেটা ধরে রাখছেন তা বেশ বিস্ময়কর। এই মরসুমেই দু'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামে চ্যাম্পিয়ন। উইম্বলডন ও যুক্তরাষ্ট্র ওপেন। এর পরের দিনই এটিপি-র নতুন ক্রমতালিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি ফেডেরারকে পিছনে ফেলে দু'নম্বরে উঠলেন। টানা ১৮ ম্যাচে জয়ী নোভাক তাড়া করছেন বিশ্বের এক নম্বর রাফায়েল নাদালকেও।

● **শীর্ষে নোভাক জোকোভিচ :**

বাইশ থেকে এক নম্বর। টেনিসে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং চালু হওয়ার পরে ৪৫ বছরে যা দেখা যায়নি সেটাই করে দেখালেন নোভাক জোকোভিচ। বিশ্বসেরার আসনে ফিরতে অবশ্য প্যারিস মাস্টার্সে প্রথম রাউন্ডের বেশি জোকোভিচকে র‍্যাকেট চালাতে হল না। রাফায়েল নাদাল চোটের জন্য নাম তুলে নেওয়ায় প্রায় দু' বছর পরে র‍্যাঙ্কিংয়ের সিংহাসনে ফিরলেন সার্বিয়ান তারকা। এই প্রথম কোনও টেনিস খেলোয়াড় মরসুমের প্রথমে ২০ জনের বাইরে থাকার পরে সেই বছরই শীর্ষে উঠে এলেন। আরও চমকপ্রদ তথ্য হল, ২০১৬ সালে ফ্রান্সের রাজধানীতেই অ্যান্ডি মারের কাছে হেরে এক নম্বরের আসন খুইয়েছিলেন জোকোভিচ। সেই প্যারিসই ফের একই জায়গায় ফিরে এলেন সার্বিয়ান তারকা।

● **প্যারা এশিয়ান গেমস :**

প্যারা এশিয়ান গেমসের পঞ্চম দিনে রিকার্ভ তিরন্দাজিতে দেশের জন্য সোনা আনলেন হরবিন্দর সিং। প্যারা এশিয়ান গেমসের রিকার্ভ তিরন্দাজির ডব্লিউ২ বিভাগের প্রত্যেককেই হুইলচেয়ার ব্যবহার করতে হয়। প্যারাপ্লেজিয়াম (কোমরের নিচের দিকে অক্ষমতা), ডাইপ্লেজিয়া (হাঁটার অক্ষমতা)-এ আক্রান্ত অ্যাথলিটেরা এই বিভাগে লড়েন। অন্যদিকে এসটি বিভাগের অ্যাথলিটেরা হুইলচেয়ার ছাড়াও লড়তে পারেন। যেখানে ২৭ বছর বয়সি হরবিন্দর শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করে ভারতকে পদক এনে দিয়েছেন। প্যারা এশিয়ান গেমসে হরবিন্দরের সোনা জেতার দিনই প্যারা অ্যাথলেটিক্স, দাবা ও টেবল টেনিসে পদক পেয়েছে ভারত। ভারতকে পদক এনে দিয়েছেন মনু ঘাঙ্গাস। পুরুষদের ডিসকাস থ্রোয়ে এফ১১ বিভাগে রুপো পেয়েছেন তিনি। ৩৫.৮৯ মিটার ছুঁড়েছেন মনু। এফ১১ বিভাগের অ্যাথলিটদের সমস্যা চোখে।

দিনের দ্বিতীয় পদকটি আসে বিজয় কুমারের হাত থেকে। লং জ্যাম্পে টি ৪২-টু৬১-টি৬৩ বিভাগে ৫.০৫ মিটার অতিক্রম করে রুপো পেলেন। শ্রীলঙ্কার চরিতা নির্মলা বুদ্দিকার বিরুদ্ধে হারতে হয় তাকে। তিনি ৫.২২ মিটার পার করতে পেরেছেন। বিজয়ের সমস্যা, দু'পায়ে সমান জোর পান না। রুপো আসে টেবল টেনিসেও। মেয়েদের ডাবলসের ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার আসায়ুত দরারত ও পাত্তারবাদি ওয়ারারিদামরোংকুলের বিরুদ্ধে ৪-১১, ১২-১৪ হারে ভারতের ভবানীবেন প্যাটেল ও সোনালবেন প্যাটেলের জুটি। দাবাতেও একটি রুপোর পাশাপাশি দু'টি ব্রোঞ্জও জেতে। মেয়েদের ব্যক্তিগত পি১ বিভাগে রুপো পেলেন ভারতের জেনিতা অ্যান্টো। পাশাপাশি দলগত বিভাগে প্রেম কণিশ্রীর সঙ্গে ব্রোঞ্জও জেতেন তিনি। মেয়েদের দলগত বি২বি৩ বিভাগে দেশকে ব্রোঞ্জ এনে দিলেন ঝুনালি প্রকাশ, মেঘা চক্রবর্তী ও তিজন পুণরাম।

● **ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ভারতীয় বোলার-ব্যাটসম্যানরা :**

ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন দুই ভারতীয়। গত ৮ অক্টোবর নতুন র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছেন আইসিসি। সেখানে সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপ না খেলেও ওয়ান ডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে রয়ে গিয়েছেন

ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি। অন্যদিকে, বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রয়েছে যশপ্রীত বুমরা। ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিংয়ে বেশ ভালো জায়গায় রয়েছে ভারত। সেরা দশে রয়েছেন ভারতের তিনজন ব্যাটসম্যান। শীর্ষে থাকা বিরাটের পয়েন্ট ৮৮৪। আর তার পরই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ভারতেরই রোহিত শর্মা। তার পয়েন্ট ৮৪২। তার অধিনায়কত্বেই এশিয়া কাজ জিতেছে ভারত। ব্যাট হাতে রানও পেয়েছেন তিনি। এই দুই ব্যাটসম্যান ছাড়াও আইসিসি ওয়ান ডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে রয়েছেন আর একজন ভারতীয়। এশিয়া কাপে রোহিতের সঙ্গে ব্যাট হাতে দারুণ সাফল্য পেয়েছেন শিখর ধাওয়ন। ৮০২ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে রয়েছেন এই ওপেনার। এরপর ১৮ নম্বরে রয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

বোলিংয়ে দারুণ সফল ভারতীয় ব্রিগেড। ৭৯৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছেন এক ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট যশপ্রীত বুমরা। তার পরেই রয়েছেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। তিন নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন আর এক ভারতীয় কুলদীপ যাদব। তার পয়েন্ট ৭০০। সেরা দশে আর কোনও ভারতীয় না থাকলেও ১১ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন যুজবেন্দ্র চাহাল। অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে অবশ্য সেরা দশে নেই কোনও ভারতীয়। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। তিনে আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি। ভারতের হয়ে সেরা স্থান—১৪ নম্বরে, হার্দিক পাণ্ডিয়া। ১৬ নম্বরে কেদার যাদব। টিম র‍্যাঙ্কিংয়ে এই মুহূর্তে ১২২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। শীর্ষে ১২৭ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে ইংল্যান্ড। শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড সিরিজের উপর অনেকটাই পরবর্তী সময়ে টিম র‍্যাঙ্কিং নির্ভর করবে। ১০ অক্টোবর থেকে ডাম্বুলায় শুরু হচ্ছে এই সিরিজ। ইংল্যান্ডকে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে হলে এই সিরিজ জিততেই হবে। না জিততে পারলে ভারত আবার উঠে আসবে শীর্ষে। ভারত ২১ অক্টোবর থেকে পাঁচ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে।

● আবার এশিয়া কাপ জিতল ভারত :

কিছুদিন আগেই দুবাইয়ে এশিয়া কাপ জিতেছে রোহিত শর্মার ভারত। গত ৭ অক্টোবর আবার ভারত জিতল এশিয়া কাপ। ঢাকায় শ্রীলঙ্কাকে ১৪৪ রানে হারিয়ে অনূর্দ্ধ-১৯ এশিয়া কাপ জিতল ভারত। জয়ের নায়ক রাজধানী নয়াদিল্লির বাঁ-হাতি স্পিনার হর্ষ ত্যাগী। শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে ১০ ওভারে ৩৮ রান দিয়ে ছয় উইকেট নিলেন তিনি। ৩০৫ রানের জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কা কখনই স্বস্তিতে ছিল না। হর্ষের স্পিনে নাজেহাল হয়ে ৩৮.৪ ওভারেই ১৬০ রানে শেষ হয় তারা। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে তিন উইকেটে ৩০৪ তুলেছিল ভারতের যুবরা। ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল করেন ৮৫। প্রথম উইকেটে অনুজ রাওয়াতের (৫৭) সঙ্গে ১২১ রান যোগ করেন তিনি। অধিনায়ক সিমরন সিং অপরাজিত থাকেন ঝোড়ো ৬৫ করে। আক্রমণাত্মক থাকেন আয়ুশ বাদোনিও (অপরাজিত ৫২)। সিমরন ও আয়ুশ অবিচ্ছিন্ন চতুর্থ উইকেটে ৫৫ বলে যোগ করেন ১১০ রান। দলকে পৌঁছে দেন তিনশোর ওপাশে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

➢ গত ৩ অক্টোবর রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পেলেন নরেন্দ্র মোদী। ২০২২ সালের মধ্যে দেশ থেকে 'একবার ব্যবহারযোগ্য' প্লাস্টিক পুরোপুরি নির্মূল করার উদ্যোগের জন্যই তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হল।

● সিকিম পেল রাষ্ট্রপুঞ্জের পুরস্কার :

রাষ্ট্রপুঞ্জের 'ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন'-এর ফিউচার পলিসি গোল্ড অ্যাওয়ার্ড পেল সিকিম। সম্পূর্ণ রাসায়নিক মুক্ত চাষাবাদের জন্য এই খেতাব পেয়েছে সিকিম। গত ১২ অক্টোবর রাষ্ট্রপুঞ্জ এই নাম ঘোষণা করে। বিশ্বের মোট ৫১-টি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তাদের পিছনে ফেলে বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ অর্গানিক অ্যাগ্রিকালচার রাজ্য ঘোষণা করা হল সিকিমকে। সিকিমের পরেই রয়েছে ব্রাজিল, ডেনমার্ক এবং কোয়েটা। তারা পেয়েছে রুপো। ১০০ শতাংশ অর্গানিক রাজ্য হল সিকিম। চাষে কোনওরকম রাসায়নিক, পেস্টিসাইড ব্যবহার করেনি তারা। ফসলের ভালো উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করেছে শুধুমাত্র জৈব সার। যাতে কোনও চাষি রাসায়নিক ব্যবহার করতে না পারেন, তার জন্য রাসায়নিক পেস্টিসাইডের বিক্রিও নিষিদ্ধ করে দেয় সিকিম সরকার। ২০০৩ সাল থেকে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়। জৈব পদ্ধতিতে বিকল্প পেস্টিসাইডের উৎপাদন শুরু হয় সিকিমে। তিন বছরে দেশের মধ্যে একমাত্র অর্গানিক রাজ্যে পরিণত হয় সিকিম। ২০১৬-র জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিকিমকে দেশের প্রথম এবং একমাত্র অর্গানিক রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করেন। তখন তিনি জানিয়েছিলেন, খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বের একমাত্র ১০০ শতাংশ অর্গানিক রাজ্যেও পরিণত হতে চলেছে সিকিম।

● রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু রিপোর্ট :

পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। ১০ বছরের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ভয়ংকর বিপদ। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানব সভ্যতার জন্য অপেক্ষা করছে মহাপ্রলয়ের মতো বিপর্যয়। রাষ্ট্রসংঘের নিয়োজিত 'ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' (আইপিসিসি)-এর বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন ছিল শুধুই বিপদের আগাম পূর্বাভাস। এবার সরাসরি তার ফল ভুগতে শুরু করেছে মানবগ্রহ। বাদ নেই ভারতও। গত ৮ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে আইপিসিসি-র বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের এই রিপোর্ট তৈরি করতে সারা বিশ্ব থেকে জলবায়ু সংক্রান্ত প্রায় ছ' হাজার উদাহরণ নিয়ে সেগুলি বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। বিশ্বের কয়েক হাজার পরিবেশ বিশারদ ও বিজ্ঞানীর মতামত নেওয়া হয়েছে। ৪০-টি দেশের ৯১ জন লেখক ও সম্পাদক এই রিপোর্ট তৈরি করেছেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিল্প বিপ্লব (১৭৫০-১৮৫০)-এর পর থেকে এই প্রথম পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কমার

পরিবর্তে বেড়েই চলেছে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণ। তার জেরে অ্যান্টার্টিকা আর গ্রিনল্যান্ডে বরফ গলার হার আরও বাড়ছে। আরও উষ্ণ হচ্ছে পৃথিবী। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে ২০৩০-এর মধ্যে এই তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। এই কারণেই ভয়ংকরভাবে এবং অভূতপূর্ব উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রি বেড়ে গেলে কী কী হতে পারে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যান্টার্কটিন্টা ও গ্রিনল্যান্ডে আরও দ্রুত গলবে বরফ। দক্ষিণ গোলার্ধে উষ্ণতা বাড়লে তার প্রভাব পড়বে গোটা বিশ্বেই। পাহাড়প্রমাণ হিমশৈল তথা বরফের চাঁই গলে সমুদ্রের জলে মিশবে। আয়তন বাড়বে জলভাগের। ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে বাস্তুতন্ত্র।

রিপোর্ট তৈরির দায়িত্বে থাকা অন্যান্যদের মধ্যে এক ভারতীয় বিজ্ঞানী অরোমার রেভি বলেন, এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব পড়বে ভারতেও। মানুষের সহ্যশক্তি বেশি হলেও অনেক প্রাণী, উদ্ভিদ এই উষ্ণতার সঙ্গে যুঝতে পারবে না। দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়ের মতো মেট্রো শহরগুলি হয়ে উঠবে আরও উত্তপ্ত। সমুদ্র উপকূলে এবং দ্বীপগুলি ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ সমুদ্রের জলস্তর বাড়বে। আর উষ্ণতা বৃদ্ধি দু' ডিগ্রিতে পৌঁছে গেলে সমুদ্রের তলদেশে প্রায় কোনও উদ্ভিদই বাঁচতে পারবে না। আইপিসিপি-র বিজ্ঞানীদের অভিযোগ, ২০১৫-র প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে ১৫০ দেশ গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণ কমানোর জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল; কিন্তু বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন নেই। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রনেতারা জলবায়ু তথা পরিবেশের এই ভয়ানক বিপদের কথা বুঝতেই পারেন না বলেও দাবি বিজ্ঞানীদের। তার উদাহরণ, বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণকারী দেশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই প্যারিস চুক্তি থেকে তাদের দেশকে সরিয়ে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

তবে শুধুই আশঙ্কা নয়, মুক্তির উপায়ও রয়েছে আইপিসিপি-র রিপোর্টে। বিজ্ঞানীদের দাবি, এখনও পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়নি। সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়েছেন, দু'টি শর্ত। হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড তথা গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণ কমাতে হবে, নয়তো এমন কিছু করতে হবে, যাবে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়া গ্রিন হাউস গ্যাস শুষে নেওয়া যায়। এবং এই শুষে নেওয়া বা পরিশুদ্ধ করার পরিমাণ হতে হবে নির্গমণের থেকে বেশি। নির্গমণ কমানোর জন্য বরাবরের মতোই আবারও অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহারে জোর দেওয়ার কথাও বলেছেন বিজ্ঞানীরা। সৌরশক্তি, জলবিদ্যুতের ব্যবহার ব্যাপক হারে বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, এটা করলে অন্তত ২০৫০ সালের মধ্যে ফের জলবায়ুর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। না হলে শিল্প বিপ্লবের পরের ওই সময় থেকে ধরলে ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বের তাপামাত্রা ২ ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও স্পষ্ট ইঙ্গিত বিজ্ঞানীদের।

● বাজি পোড়ানোয় সময়সীমা বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট :

সারা দেশে সামগ্রিকভাবে বাজি নিষিদ্ধ করল না শীর্ষ আদালত। তবে বাজির ব্যবহারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বাজি পোড়ানো যাবে শুধু রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্তই। পাশাপাশি অনলাইনে আতসবাজি কেনাবেচার ওপরও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে শীর্ষ আদালত। ক্রিসমাস ও নিউইয়ার্স ইভের সময়ও বাজি পোড়ানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রাত ১১.৪৫ থেকে ১২.৪৫ পর্যন্ত বাজি পোড়ানোর অনুমতি দিয়েছে বিচারপতি এ. কে. সিকরি এবং বিচারপতি অশোক ভূষণের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ। বাজি পোড়ানোর অনুমতি দেওয়া হলেও কম দূষণ ছড়ায়, শুধুমাত্র সেই সমস্ত বাজিই কেনাবেচা করা যাবে বলে সাফ জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই মতো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাজি প্রস্তুতকারকদেরও।

বাজি প্রস্তুতকারকদের জীবন-জীবিকা এবং সারা দেশের ১৩০ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য, এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখেই রায় দেওয়া হবে বলে এর আগে জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। বাজি পোড়ানোর পর বায়ুদূষণের মাত্রা কমাতে কী করা যেতে পারে, তাই নিয়ে কেন্দ্রের মতামতও জানতে চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তার আগে বাজি প্রস্তুতকারক, বাজি নিষিদ্ধ করার পক্ষের আবেদনকারী এবং দেশের কেন্দ্রীয় দূষণ পর্ষদের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গেও কথা বলেছে শীর্ষ আদালত।

আবেদনকারীদের বক্তব্য ছিল, বায়ুদূষণের মাত্রা ২.৫ ইউনিটের বেশি হলে তা দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, কারণ তাহলে বিভিন্ন ক্ষতিকর কণা বা পার্টিকল সরাসরি ফুসফুসে চলে যায়। অন্যদিকে বাজি প্রস্তুতকারকদের দাবি ছিল, বাজি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না করে নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবা হোক। একই সঙ্গে তাদের যুক্তি ছিল, বাজি ছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণ বায়ুদূষণের জন্য দায়ী। তাই সব কিছুর জন্য শুধুমাত্র বাজিকে দায়ী করা ঠিক নয়। বাজি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হলে সারা দেশে অসংখ্য বাজি প্রস্তুতকারকদের জীবন ও জীবিকাও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বলে জানান তার। এর আগে গত বছরের ৯ অক্টোবর দিওয়ালির আগে রাজধানী দিল্লিকে ভয়ংকর দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে বাজি নিষিদ্ধ করেছিল শীর্ষ আদালত। তাতে বায়ুদূষণের মাত্রা কতটা বাড়ছে বা কমছে, তা বুঝতেই পরীক্ষামূলকভাবে এই রায় দেওয়া হয়েছিল। দিওয়ালির আগে দু' দিনের জন্য বাজি কেনাবেচার অনুমতি চেয়ে আবেদনও জানিয়েছিলেন বাজি প্রস্তুতকারকরা। কিন্তু তা নাকচ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।

● গাড়ি দূষণ পরীক্ষার জিএসটি ১৮ শতাংশ :

গাড়ির দূষণ পরীক্ষার সার্টিফিকেট পেতে মালিককে ১৮ শতাংশ হারে জিএসটি দিতে হবে বলে জানাল অথরিটি ফর অ্যাডভান্স রুলিং (এএআর)। গত ২৩ অক্টোবর বেঙ্কটেশ অটোমোবাইলসের আর্জির ভিত্তিতে একথা স্পষ্ট করেছে এএআর-এর গোয়া বেঞ্চ। তাদের মতে, অর্থের বিনিময়ে পলিউশন আন্ডার কন্ট্রোল (পিইউসি) সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, তাই তাতে জিএসটি বসবে। উল্লেখ্য, রাস্তায় চলার জন্য সমস্ত গাড়িরই পিইউসি সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক। রাজ্যগুলির হয়ে গাড়ির দূষণ নির্দিষ্ট মাত্রায় মধ্যে আছে কি না, তা পরীক্ষা করে মালিককে সার্টিফিকেট দেয় বিভিন্ন সংস্থা। এএআর-এর মতে, অর্থের বিনিময়ে ওই পরিষেবা দেওয়া হয়। তাই পরিষেবায় যে হারে জিএসটি বসে, এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। পশ্চিমবঙ্গে এখন এই জিএসটি নেওয়া হয় না। তবে নির্দেশিকা এলে তা নেওয়া হবে।

● **বিএস-৬-এ ২০২০-র এপ্রিল থেকেই :**

গত ২৪ অক্টোবর শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ২০২০ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে দেশে ভারত স্টেজ-৪ (বিএস-৪) মাপকাঠি মেনে তৈরি হওয়া কোনও নতুন গাড়ি বিক্রি বা পরিবহণ দপ্তরে নথিভুক্ত করা যাবে না। সব গড়িই বিএস-৬ দূষণ বিধির মাপকাঠি মেনে তৈরি করতে হবে। গত বছর ভারতে সর্বত্র সব ধরনের গাড়িতে বিএস-৪ মাপকাঠি চালুর ক্ষেত্রেও বাড়তি সময় চেয়েছিল গাড়ি সংস্থাগুলি। কিন্তু সেই বারও তাতে সাড়া দেয়নি সর্বোচ্চ আদালত। তবে গাড়ি শিল্পের বক্তব্য, পুরনো যেসব বিএস-৪ গাড়ি রাস্তায় রয়েছে বা ওই সময়ের আগে আসবে, সেগুলি ২০২০ সালের এপ্রিলের পরেও চালাতে বাধা নেই। কারণ নতুন গাড়ি রাস্তায় নামার আগে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরে নথিভুক্ত হয়। তার পরে তা হাত ফেরতা হিসেবে বিক্রি হলেও, দ্বিতীয়বার নথিভুক্ত হয় না। শুধু গাড়ির মালিকের নাম বদল হয়।

বিশ্ব জুড়েই বায়ুদূষণে জেরবার বিভিন্ন দেশ। দূষণ কমাতে ইতোমধ্যেই নানা পদক্ষেপ করেছে তারা। যার আওতায় আছে গাড়ির ধোঁয়া নির্গমণের আরও কঠিন বিধি চালু। ভারতে ২০০০ থেকে ধাপে ধাপে এই বিধি কার্যকর হয়েছে। তারই আওতায় ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে বিএস-৬ মাপকাঠি চালু হওয়ার কথা। এদিন বিচারপতি বি. লোকুরের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চও দেশে দূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের বক্তব্য, ভারতের বহু শহর দূষণে বিশ্বে অগ্রণী। ইউরোপে ২০১৫ সালেই বিএস-৬-এ সমতুল ইউরো-৬ মাপকাঠি চালু হয়েছে। তাই বিচারপতিদের মতে, ২০২০ সালের সময়সীমা এক দিনও দেরি করে দূষণ সমস্যার মোকাবিলায় আরও পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। গাড়ি শিল্পের অবশ্য দাবি ছিল, দূষণের মাত্র ২ শতাংশের উৎস গাড়ির ধোঁয়া। তবে শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, কম হলেও তা রুখতে কোনও পদক্ষেপ ছোটো নয়। সাধারণত নতুন গাড়ির তৈরি হওয়ার পরে সেটি বিক্রি হতে গড়ে মাস তিনেক সময় লাগে। যেসব গাড়ির চাহিদা বেশি, সেগুলি আর একটু কম সময়ে বিক্রি হয়। ফলে ২০১৯-এর শেষেই হয়তো বিএস-৪ গাড়ি বিক্রি বন্ধ করবে তারা। কিছু গাড়ি হয়তো বিএস-৬ মাপকাঠিতে উন্নীতও করবে না সংস্থাগুলি।

এক নজরে

☐ বিএস-৪ দূষণ মাপকাঠির কোনও নতুন গাড়িই ২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে আর ভারতে বিক্রি বা পরিবহণ দপ্তরে নথিভুক্ত করা যাবে না। ☐ সব নতুন গাড়িকেই বিএস-৬ মাপকাঠি পূরণ করতে হবে। ☐ গাড়ির ধোঁয়া থেকে বায়ুদূষণ মাপার মাপকাঠি হল 'ভারত স্টেজ' (বিএস)। ☐ ২০০০ সালের শূন্য থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে বেড়েছে এই মাপকাঠি। ☐ ২০১০ সালের ১ এপ্রিল থেকে দেশের ১৩-টি শহরে বিএস-৪ বিধি চালু হয়। ☐ ২০১৭-র এপ্রিল থেকে দেশে সব ধরনের গাড়ির জন্যই তা চালু হয়েছে। ☐ ২০১৬ সালে কেন্দ্র জানায়, বিএস-৪ বিধির পরে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে সরাসরি বিএস-৬ বিধি চালু হবে। টপকে যাওয়া হবে বিএস-৫ বিধি। ☐ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন মাপকাঠিতে গাড়ি থেকে নির্গত ধূলিকণার ও নাইট্রোজেন অক্সাইডের মাত্রা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। ☐ বিএস-৬ বিধি চালুর পরে পুরোনো মাপকাঠি মেনে তৈরি গাড়ি বিক্রির সময়সীমা বাড়াতে আর্জি জানায় গাড়ি সংস্থাগুলি। যাতে মজুত ভাণ্ডার খালি করা যায়। ☐ কেন্দ্র জানায়, চার চাকার বিএস-৪ গাড়ি ২০২০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বেচা যাবে। বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে সেই সময়সীমা হবে ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। ☐ দেশে দূষণের মাত্রা বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে। তাই নতুন দূষণ বিধি মানতে এক দিনও বাড়তি সময় নষ্ট করা যাবে না। তা চালু হতে হবে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকেই। ☐ ইতোমধ্যেই অনেক সংস্থা বিএস-৬ মাপকাঠির গাড়ি তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করছে। ☐ গাড়ি শিল্পের দাবি, আগে বিক্রি হওয়া বিএস-৪ গাড়ি ২০২০ সালের এপ্রিলের পরেও রাস্তায় চালাতে বাধা নেই। ☐ বিএস-৬ মাপকাঠির গাড়িতে বিএস-৪ মাপকাঠির তেল ভরানো যাবে না। কিন্তু উল্টোটা সম্ভব। ☐ অর্থাৎ ২০২০-র ১ এপ্রিলের আগে বিক্রি হওয়া বিএস-৪ গাড়িতে বিএস-৬ মাপকাঠির তেল ভরানো যাবে।

● **বায়ুদূষণের প্রকোপে বিপন্ন শৈশব :**

ভারতের পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের ৯৮ শতাংশ বায়ুদূষণের প্রকোপে পড়ছে। প্রতি ১০-টি শিশু মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে দায়ী থাকছে বায়ুদূষণ। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও—হু) একটি রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। শুধু ভরত নয়, আয়ের নিরিখে 'নিম্ন-মধ্যবিত্ত' গোত্রে থাকা দুনিয়ার বাকি দেশগুলিতেও একই ছবি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দাবি। তারা জানিয়েছে, এই দূষণ যেমন রাস্তাঘাটে, তেমনই বাড়ির ভিতরেও বায়ুদূষণের প্রভাব পড়ছে। সমীক্ষা বরছে, শিশুদের শ্বাসকষ্টের পিছনে ৫০ ভাগ দায়ী রান্নাঘরের ধোঁয়া। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরও জানিয়েছে, সারা বিশ্বে প্রতি বছর বায়ুদূষণে ১৫ বছরের কম বয়সি অন্তত ৬ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। এই হিসেব ২০১৬-র তথ্য ধরে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, এই দূষণ বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণার (পিএম ২.৫) মাত্রা ধরে করা হয়েছে। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাকে সাধারণত দু' ভাগে ভাগে করা হয়। একটি সূক্ষ্ম ধূলিকণা, অন্যটি ভাসমান ধূলিকণা (পিএম ১০)। পিএম ২.৫ শরীরে রোগসৃষ্টির ক্ষেত্রে মারাত্মক। কারণ, এই ধূলিকণা সরাসরি শ্বাসনালিতে ঢুকে যায়। ফুসফুসে এবং রক্তে মেশে তা। শ্বাসনালি ছাড়াও মস্তিষ্ক-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে রোগ সৃষ্টি করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, শ্বাসযোগ্য বায়ু প্রতিটি শিশুর অধিকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ধনী দেশগুলির ক্ষেত্রেও এই সমীক্ষা করেছিল। সেখানে দেখা গিয়েছে, ৫২ শতাংশ শিশুর উপরে বায়ুদূষণ প্রভাব ফেলছে। গোটা বিশ্বের ক্ষেত্রে নাবালকদের ৯৩ শতাংশ এই বিষবায়ুর কবলে পড়ছে বলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের উপরে সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছেষ নবজাতকের ওজনের উপরেও প্রভাব ফেলছে এই দূষণ।

প্রয়াণ

● **অন্নপূর্ণা দেবী :**

সাক্ষাৎ কিংবদন্তি বাবা, দাদা বা প্রাক্তন স্বামীর খ্যাতির ছটাতেও ফিকে হয়নি তার উপস্থিতি। প্রকাশ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান থেকে দীর্ঘদিন বিরত থাকলেও সঙ্গীত-রসিকেরা তাকে মনে রেখেছেন। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের সেই গুণী শিল্পী অন্নপূর্ণ দেবীর বার্ধক্যজনিত রোগভোগে মুম্বইয়ে গত ১৩ অক্টোবর জীবনাবসান হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। জন্ম মধ্যপ্রদেশের মাইহারে। বাবা উস্তাদ আলাউদ্দিন খান 'মাইহার সেনিয়া' ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা। দাদা উস্তাদ আলি আকবর খান। পাঁচ বছর বয়সে বাবার তালিমে সেতারে হাতেখড়ি। ক্রমে সুরবাহারকেই বেছে নেন আলাউদ্দিন-তনয়া। ১৯৪২ সালে রবিশঙ্করের সঙ্গে বিয়ে হয় অন্নপূর্ণার। দু' জনের একমাত্র সন্তান, পুত্র শুভেন্দ্রশঙ্কর। ১৯৫০-এর দশকে রবিশঙ্কর-অন্নপূর্ণা দিল্লি ও কলকাতায় এক সঙ্গে অনুষ্ঠানও করেছেন। বিবাহ বিচ্ছেদের পরে আর মঞ্চে দেখা যায়নি অন্নপূর্ণা দেবীকে। পদ্মভূষণে সম্মানিত হন ১৯৭৭ সালে।

বিবিধ

● **দীর্ঘতম বিমানযাত্রা :**

একটানা ১৭ ঘণ্টা ৫২ মিনিট আকাশে কাটিয়ে দীর্ঘতম বিমানযাত্রার শেষে নিউ ইয়র্কের নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে অবতরণ করল সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের 'এস কিউ ২২' বিমান। সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দর থেকে গত ১১ অক্টোবর ১৫০ জন যাত্রী এবং দু'জন চালক-সহ ১৭ জন বিমানকর্মীকে নিয়ে রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল বিমানটি। গন্তব্যে পৌঁছতে যাত্রীদের পাড়ি দিতে হয় ষোলো হাজার সাতশো কিলোমিটার। প্রসঙ্গত, এই দীর্ঘতম উড়ান উড়িয়ে নিয়ে গেলেন চিফ পাইলট এস. এল. লিয়ং। আর নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরতি পথে ককপিটের কম্যান্ডারের আসনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যাপ্টেন ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী।

সিঙ্গাপুর-নিউ ইয়র্ক রুটের এই বিমান দীর্ঘতম বিমানযাত্রা হওয়ার লড়াইয়ে পিছনে ফেলে দিয়েছে ১৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের দোহা থেকে অকল্যান্ড যাওয়ার 'ফ্লাইট ৯২১'-কে। এর আগেও সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স এই রুটে বিমান চালিয়েছে প্রায় ন' বছর। তবে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় ২০১৩ সালে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দু'টি ইঞ্জিন সমৃদ্ধ 'এস কিউ ২২' বিমানটির হাত ধরে ফের চালু করা হল এই পরিষেবা। কারণ, ওই আয়তনের বিমানগুলির চেয়ে ২৫ শতাংশ কম জ্বালানি ব্যবহার করে এই বিমানটি।

● **'টেগোর অ্যাওয়ার্ড ফর কালচারাল হারমনি' :**

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট'-কে 'টেগোর অ্যাওয়ার্ড ফর কালচারাল হারমনি' পুরস্কারে সম্মানিত করছে ভারত সরকার। ২০১৫-র এই সম্মানের জন্য সন্‌জীদা খাতুনের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রণী এই সংগঠনকে সর্বসম্মতভাবে বাছাই করেছে একটি জুরি বোর্ড, যার চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলা সংস্কৃতি, সঙ্গীত, সাহিত্য বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চাকে বাংলাদেশ ও বিশ্বের দরবারে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে ছায়ানট-এর বিশেষ অবদানকে এই পুরস্কারে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলা নববর্ষে ঢাকার রমনার বটমূলে ছায়ানট-এর অনুষ্ঠান বাংলাদেশে প্রায় জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু করে ভারত। এর আগে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জুবিন মেহতা এই সম্মান অর্জন করেছেন। একটি বহুমূল্য স্মারক ও ১ কোটি টাকা পুরস্কার মূল্য দেওয়া হবে ছায়ানট-কে।

● **নোবেল পুরস্কার :**

এবার অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন আমেরিকার দুই গবেষক। উইলিয়াম নরধাওস এবং পল রোমার। ৭৭ বছরের নরধাওস ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি বিশ্ব উষ্ণায়নের উপর কাজ করেছেন। গ্রিনহাউস গ্যাসের ক্ষতির হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব তার গবেষণা তা নিয়েই। নরধাওসই প্রথম ব্যক্তি যিনি গ্লোবাল ইকনমিক-ক্লাইমেট সিস্টেমের সহজ মডেল বানিয়েছেন। আর ৬২ বছরের পল রোমারনিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশ্বব্যাঙ্কের মুখ্য অর্থনীতিবিদ এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। রোমারের গবেষণায় দেখানো হয়েছে, কীভাবে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে সুসংহত করতে পারে সঞ্চিত চিন্তাধারা। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, আর্থনৈতিক শক্তি কীভাবে নতুন নতুন ভাবনা এবং উদ্ভাবনের জন্ম দেওয়া সংস্থার ইচ্ছার উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে। এবারও কোনও মহিলা অর্থনীতিবিদ নোবেল পেলেন না। এলিনর অস্ট্রমই হলেন একমাত্র মহিলা যিনি ২০০৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন।

আইএস জঙ্গিদের হাতে তিন মাস বন্দী থাকা ইরাকি তরুণী নাদিয়া মুরাদকে ২০১৮-র নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বেছে নিয়েছে নরওয়ের নোবেল কমিটি। নোবেলের তালিকায় এই প্রথম এক ইরাকির নাম উঠল। দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ নোবেল প্রাপকও তিনি। চার বছর আগে ১৭ বছর বয়সে শান্তির নোবেল জিতেছিলেন আর এক বীরাঙ্গনা, পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজায়ী। আইএস-এর হাতে যৌন নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন যে হাজার হাজার ইয়াজিদি মহিলা, তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে চলেছেন ২৪ বছরের নাদিয়া। এই পুরস্কার তার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন শল্যচিকিৎসক ডেনিস মুকয়োয়েগে। কঙ্গোর বাসিন্দা, ৬৩ বছর বয়সি ডেনিসকে 'ধর্ষণ-ক্ষত মেরামতের সব থেকে অভিজ্ঞ ও দক্ষ চিকিৎসক' বলে গণ্য করা হয়। এবারের পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে একজন ধর্ষণের যন্ত্রণা সয়েছেন। কিন্তু তার পরেও হাল ছেড়ে দেননি। লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তারই মতো অন্য নিগৃহীতাদের জন্য। আর একজন দু' দশক ধরে ধর্ষিতাদের যন্ত্রণা কমানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দু'টি মহাদেশের অসমবয়সি এক নারী ও এক পুরুষকে এভাবে শান্তি সূত্রে গেঁথে নোবেল কমিটি যৌন নিগ্রহকে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে বার্তা দিল।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

২ অক্টোবর। সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাষ্ট্রপতি ভবন, নয়া দিল্লি। 'মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলন'-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশ্রী উমা ভারতী ও প্রতিমন্ত্রী শ্রী রমেশ চন্ডাপ্পা জিগাজিনাগি, আবাস ও শহর বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী, রেলের প্রতিমন্ত্রী তথা সঞ্চার মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী মনোজ সিনহা-সহ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব শ্রী অ্যান্টোনিও গুতারেস।

চার দিন ব্যাপী 'মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলন' শেষ হয় গত ২ অক্টোবর। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে স্বচ্ছ ভারত মিশনের নেপথ্যে রয়েছে মহাত্মা গান্ধীরই অনুপ্রেরণা, যার ফলে উদ্দীপিত ভারতবাসী স্বচ্ছ ভারত মিশনকে বিশ্বের বৃহত্তম জন আন্দোলনের পর্যায় নিয়ে গেছে। তিনি জানান যে ২০১৪ সালে গ্রাম ভারতে মাত্র ৩৪ শতাংশ এলাকা স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতাধীন ছিল; এখন তা প্রসারিত হয়েছে ৯৪ শতাংশ অঞ্চলে। পাঁচ লক্ষেরও বেশি গ্রাম এখন 'প্রকাশ্যে শৌচকর্ম মুক্ত'।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব শ্রী অ্যান্টোনিও গুতারেস-এর সঙ্গে ডিজিটাল প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিশ্বের নানান প্রান্ত থেকে স্যানিটেশন মন্ত্রী ও Water, Sanitation & Hygiene (WASH)-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সোচ্চার অগ্রণীদের একছাতার তলায় নিয়ে আসে 'মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলন'।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব শ্রী অ্যান্টোনিও গুতারেস-কে সঙ্গত করে ডিজিটাল প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। বিশিষ্টজনেরা অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মহাত্মা গান্ধীর স্মারক স্বরূপ ডাকটিকিট ও তাঁর প্রিয় ভজন 'বৈষ্ণব জন তো'-ভিত্তিক গানের সিডি প্রকাশ করেন। স্বচ্ছ ভারত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয় এদিন।

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

November, 2018
R.N.I. No. 19740/69

WBCS প্রস্তুতির সেরা প্রতিষ্ঠান

WBCS-2017 গ্রুপ-A এবং B তে চূড়ান্তভাবে সফল হল 52 জন

1st in WBRS — Susmita Baral
2nd in DSP — Ipsita Dutta
2nd in WBRS — Swaha Bose
3rd in WBRS — Camellia Singha Roy
4th in WBRS — Saranya Barik
4th in DSP — Moumita Ghosh
6th in WBRS — Abhirup Bhattacharjee

Exam	Gr. A	Gr. B	Total
WBCS-2017	47	5	52
WBCS-2016	21	No Vacancy	21
WBCS-2015	29	1	30

WBCS (Exe) — Saikat Biswas
WBCS (Exe) — Pronoy Mukhopadhyay
WBCS (Exe) — Paromita Ghosh
WBCS (Exe) — Ranjan Sardar
WBCS (Exe) — Fahim Alam
WBCS (Exe) — Asif Ekbal
WBCS (Exe) — Md Warshid Khan
WBCS (Exe) — Fatema Kausar
WBCS (Exe) — Priyanka Hati
WBCS (Exe) — Manojit Roy
WBCS (Exe) — Partha Das
DSP — Jayanta Debabrata Choudhury
DSP — Manish Kumar Yadav
DSP — Kanak Kanti Biswas
WBRS — Saikat Mitra
WBRS — Madhuparna Sengupta
WBRS — Naba Kumar Das
WBRS — Hasrat Shahin
WBRS — Prosenjit Biswas
WBRS — Chayan Bera
WBRS — Anik Ray
WBRS — Md Hasanul Islam
WBRS — Smritikana Halder
WBRS — Subhra Rajat Biswas
WBRS — Sushobhan Biswas
WBRS — Suvendu Barman
WBRS — Md Jasim
ALC — Pratik Mukherjee
ALC — Biswajit Ghosh
WBF&S Ser. — Samiran Biswas
WBF&S Ser. — Subhodeep Sinha

গত সাত বছরে শুধুমাত্র ডব্লুবিসিএসে মোট চূড়ান্ত সফল ৮১৯ জন

Our Success in WBCS

EXAM	GR. A	GR. B	GR. C	GR. D	TOTAL
WBCS-2017	47	5			52
WBCS-2016	21	NO VACANCY	75	37	133
WBCS-2015	29	1	60	30	120
WBCS-2014	29	14	65	12	120
WBCS-2013	26	9	67	16	118
WBCS-2012	38	5	76	22	141
WBCS-2011	27	8	94	6	135
TOTAL	217	42	437	123	819

WBCS-2020-এর নতুন ব্যাচ শুরু হবে জানুয়ারী ২০১৯ থেকে। নতুন ব্যাচে অ্যাডমিশন শুরু -৭ই ডিসেম্বর ২০১৮। মেনস-২০১৯ এর অ্যাডমিশন শুরু-১৩ই জানুয়ারি ২০১৯।

WBF&S Ser. — Nandadulal Das
WBF&S Ser. — Rakesh Yadav
WBF&S Ser. — Rajdeep Mehta
WBF&S Ser. — Shreyasi Maiti
WBF&S Ser. — Ahm Latifuj Jamal
WBF&S Ser. — Sourav Maji
WBF&S Ser. — Habibulla Laskar
WBF&S Ser. — Goutam Mallick
WBF&S Ser. — Surajit Kumar Debsharma
Co-Op. Ser. — Saikat Bhattacharya
Emp. Ser. — Hirak Das
Emp. Ser. — Tarannum Firdous

WBCS (Eexe) — Pronoy Mukhopadhyay
হাল না ছেড়ে, নিজের উপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যেতে পারলে সাফল্য দেখা দিতে বাধ্য। জীবনের দু'টি বছর ত্যাগ করুন শুধুমাত্র এই পরীক্ষার জন্য, তাহলে আগামী বছর গুলো আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। সবশেষে একটা কথাই বলব - 'দম রাখুন, খেলা ঘুরবেই'।
WBCS (Exe), Rank -1 3

সামিম স্যারের WBCS প্রিলিম সাকসেস স্ট্র্যাটেজি ক্লাস

দূরবর্তী জেলার ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে নিম্নলিখিত শহরে প্রিলিম পাশের বিশেষ কৌশলের ওপর ক্লাস নেবেন সামিম স্যার। বিষয় — সাফল্যের স্ট্র্যাটেজি, টার্গেট স্কোর, নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণের উপায়, সঠিক অপশন নির্ণয়, OMR শিট পূরণ, প্রিলিতে ব্যর্থতার কারণ ও সাফল্যের টিপস্। **নীচে প্রদত্ত শহর গুলিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ক্লাস করা যাবে।** বিশদ জানতে ও নাম নথিভুক্ত করতে ফোন করুন নীচের নম্বরে —

বারাসাত (9073587432) – 02/12/2018	চুঁচুড়া (8017600409) – 08/12/2018
রানাঘাট (8282909032) – 09/12/2018	দুর্গাপুর (9434351919) – 23/12/2018
শিলিগুড়ি (9474764635) – 29/12/2018	আলিপুরদুয়ার (9476352234) – 30/12/2018
কোচবিহার (9836577362) – 30/12/2018	

যোগাযোগ ঃ 6290794558

এখানে কেবলমাত্র ডব্লুবিসিএস-এর ক্লাস করানো হয়

Releasing on 7th Dec 2018
WBCS SCANNER — Highly useful for all competitive examination — Sutapa Kar, Special Thanks to Samim Sarkar — 6th Edition — Topicwise Solution of WBCS PRELIM (1999-2018) with explanation; Solved Papers of WBCS Mains (2014-2018); Model Dialogue, Letter & Report (Eng & Beng) for WBCS Mains — 6000+ Q&A with Explanation — ACADEMIC ASSOCIATION

ডব্লুবিসিএস স্ক্যানার
বাংলায় প্রথম সংস্করণ
বইটিতে আছে
● বিগত ২০ বছরের (১৯৯৯-২০১৮) প্রিলি প্রশ্নপত্রের সম্পূর্ণ সমাধান এবং ব্যাখ্যা। ● বিগত বছরের প্রশ্নগুলির বিষয় এবং টপিক ভিত্তিক ক্ষেত্র বিশ্লেষণ। ● এছাড়াও নিম্নোক্ত টপিকগুলির উপর
■ ডব্লুবিসিএসের খুঁটিনাটি ■ কি চাইছে প্রিলিম ?
■ প্রিলি পাশের সাফল্যের স্ট্র্যাটেজী ■ নেগেটিভ এড়ানোর উপায়
প্রকাশ ঃ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৮

ক্লার্কশিপ Part-I এবং Part-II উভয় সিলেবাসের উপর লিখিত
রাজ্যসরকারের ক্লার্কশিপ নিয়োগের এক কমপ্লিট গাইড বুক— সামিম স্যারের সম্পাদনায়
অ্যাকাডেমিক ক্লার্কশিপ গাইড
বইটি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় লেখা। শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে।

1st in WBRS — Susmita Baral
'Failures are the pillars of Success' and Success is the result of perfection, hard work, loyalty and persistence. So never lose hope, keep on trying until you reach your goal.
(Rank-1)West Bengal Revenue Service (WBCS-2017)

2nd in DSP — Ipsita Dutta
Arise, Awake and do not steep till you reach your goal (Swami Vivekananda). Dream is not the thing you see in sleep but is that thing that doesn't let you sleep (APJ Abdul Kalam).Don't believe in right decisions, take decision and make them right (Ratan Tata). I followed the above three quotes and have persuaded passion for my dreams.
Deputy Superintendent of Police, (Rank-2) WBCS-2017

3rd in WBRS — Camellia Singha Roy
Civil Service Examination demands hard work obviously. But institute like Academic Association gives a direction to it. I joined here for mock Interview & was really benefited from it. Continuous class/sessions & multiple numbers of mock interview help me to understand my loopholes & provide me the opportunity to plug it up. Thank you Academic Association.
(Rank-3)West Bengal Revenue Service (WBCS-2017)

4th in WBRS — Saranya Barik
Building strong mentality, faith on preparation and never giving up--are the key to success.
I am very thankful to academic Association, specially to Samim Sir to motivate me and giving me direction for success.
(Rank-4)West Bengal Revenue Service (WBCS-2017)

Emp. Ser. — Hirak Das
My simple Mantra, 'Do what you love, love what you do'. Don't work hard, rather work smart. Getting demotivated by initial failures is a common thing and that's where your patience, determination, self confidence and character comes into play. This institution has set a benchmark for Academic Excellency. My heartfelt gratitude for Samim Sir and all the staff & members. Not to forget the ever smiling Amit Sir and the 'Special vocal tonic' and '440 Volt jolt' we received from Atif Sir. It worked wonders.
West Bengal Employment Service (WBCS-2017)

WBRS — Abhirup Bhattacharjee
Academic Association is not just an institution but it is a "Revolution" which is sharpened on the whetting stone of ideas. It helped millions in realising and achieving their dreams. I was very regular in all the Mock Test arranged by Academic Association and with hard & smart work I performed well consistently in most of the test. Regular feedback from Samim Sir helped me overcome my weak points and further strengthened my strong points. Dedication Patience, Determination and Hard work are the keys to my success. I owe my success to Almighty my parents and Academic Association.
(Rank-6)West Bengal Revenue Service (WBCS-2017)

WBRS — Madhuparna Sengupta
প্রায় ৫ বছরের দীর্ঘ প্রচেষ্টা, ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর অবশেষে সাফল্যের স্বাদ পেয়ে সত্যিই মনে হয় যে অধ্যাবসায় এবং সিস্টেমেটিক হার্ডওয়ার্ক এর কোন বিকল্প হয় না। আমার সাফল্যের পিছনে অনবশ্যই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অবদান অনস্বীকার্য। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা এবং প্রথাগত শিক্ষণের পরিবর্তে খুব বাস্তবোচিত ঢঙে পুরো ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় এই সংস্থায়। এবং আমার মতে সাফল্য এবং ব্যর্থতার মধ্যে এটাই পার্থক্য গড়ে দেয়।
ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিস, ডব্লিউবিসিএস-২০১৭

8th in DSP — Manish Kumar Yadav
Thanks to Samim Sir. An average student can also crack WBCS. Just plan strategically. Test paper is must and Math, GI & Optional paper is the key to success for WBCS Gr.A&B. For interview Samim Sir's Interview book is must.
Deputy Superintendent of Police, (Rank-8) WBCS-2017

WBRS — Md Hasanul Islam
Success doesn't come by chance. It requires strategic actions in the right direction. Academic Association provides me the platform to transform my dream into action. It makes me understand that success is the result of perfection, hard work, persistence and obviously learning from failure.
WBRS, WBCS-2017

WBRS — Chayan Bera
Perseverance, along with constant guidance from Atif Sir has paid off during the interview. I am a hundred percent indebted to him, along with the motivational demeanour and efficient organisation created by Samim Sir & Sutapa Madam. I couldn't have done it without you all. Kudos to Academic Association !
West Bengal Revenue Service (WBCS-2017)

Academic Association
53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in
Study Center ✹Uluberia-9051392240 ✹Berhampur-9474582569 ✹Darjeeling-9832041123 ✹Siliguri-9474764635 ✹Barasat-9073587432

9038786000
9674478600
9674478644

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮,এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।